একরামে মুসলিম

মুসলমানের মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সহিত সম্পর্কিত আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার পাবন্দি সহকারে পুরা করা এবং উহাতে মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখা।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة:٢٢١]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—নিশ্চয় একজন মুমেন গোলাম একজন আযাদ মুশরেক পুরুষ হইতে অনেক উত্তম ; যদিও মুশরেক পুরুষ তোমাদের নিকট কতই না ভাল মনে হয়। (সূরা বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام:١٢٢]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—যে ব্যক্তি মৃত ছিল অতঃপর আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং তাহাকে একটি নূর দান করিয়াছি, যাহা লইয়া সে

লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে—সেকি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে বিভিন্ন অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং এই অন্ধকার হইতে সে বাহির হইতে পারিবে না। (অর্থাৎ মুসলমান কি কাফেরের সমান হইতে পারে?) (আনআম)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ﴾

[السجدة:١٨]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—যে ব্যক্তি মুমিন সেকি ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যাইবে যে অবাধ্য (অর্থাৎ কাফের)। না ; তাহারা একে অপরের সমান হইতে পারে না। (সিজদাহ)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾

[فاطر:٣٢]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,—অতঃপর এই কিতাব আমি ঐ সমস্ত লোকের হাতে পৌঁছাইয়াছি, যাহাদিগকে আমি আমার (সারা জাহানের) বান্দাদের মধ্য হইতে (ঈমানের দিক দিয়া) বাছাই করিয়াছি। (ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত মুসলমানকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা ঈমানের দিক হইতে সমস্ত দুনিয়াবাসীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয় ও মকবূল।) (ফাতির)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. رواه مسلم فى مقدمة صحيحه

১। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে হুকুম করিয়াছেন যে, আমরা যেন মানুষের সহিত তাহাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচরণ করি। (মুকাদ্দিমা সহীহ মুসলিম)

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيْحَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد٣/٦٣٠

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দিকে লক্ষ্য করিয়া (শওক ও আনন্দের আতিশয্যে) এরশাদ করিয়াছেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (হে কাবা!) তুমি কতই না পবিত্র, তোমার খোশবূ কতই উত্তম এবং তুমি কতই না মর্যাদার যোগ্য ; (কিন্তু) মুমিনের মর্যাদা ও সম্মান তোমার চাইতেও বেশী। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মর্যাদার যোগ্য বানাইয়াছেন। (এমনিভাবে) মুমিনের মাল, রক্ত ও ইজ্জত আবরুকেও মর্যাদার যোগ্য বানাইয়াছেন। আর (এই মর্যাদার কারণেই) এই বিষয়ও হারাম করিয়া দিয়াছেন যে, আমরা কোন মুমিনের ব্যাপারে সামান্যতমও খারাপ ধারণা করি। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين...، رقم:٢٣٥٥

৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান দরিদ্রগণ মুসলমান ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، نِصْفِ يَوْمٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين...، رقم:٢٣٥٣

৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দরিদ্ররা ধনীদের আধা দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর ঐ আধা দিনের পরিমাণ পাঁচশত বৎসর হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হইয়াছে, দরিদ্র ধনীর তুলনায় চল্লিশ বৎসর আগে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহা হইল ঐ অবস্থায় যখন ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে মালের প্রতি আগ্রহ থাকে। আর এই হাদীসে বলা

হইয়াছে পাঁচশত বৎসর আগে জান্নাতে যাইবে—ইহা ঐ অবস্থায় যখন দরিদ্রের মধ্যে মালের প্রতি আগ্রহ থাকিবে না।(জামেউল উসূল,ইবনে আছীর)

৫- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَجْتَمِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُوْمُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتَيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٤٣٦/١٦

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন যখন তোমরা জমা হইবে তখন ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, এই উম্মতের দরিদ্র ও গরীব লোকেরা কোথায়? (এই ঘোষণার পর) তাহারা দাঁড়াইয়া যাইবে। অতঃপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি আমল করিয়াছিলে? তাহারা বলিবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছেন আমরা ছবর করিয়াছি ; আপনি আমাদের ব্যতীত অন্য লোকদেরকে মাল ও রাজত্ব দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমরা সত্য বলিতেছ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সমস্ত লোক সাধারণ লোকদের আগে জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে আর হিসাব কিতাবের কঠোরতা মালদার ও শাসকদের জন্য থাকিয়া যাইবে। (ইবনে হিব্বান)

৬- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ؟ قَالُوْا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ يُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوْهُمْ فَحَيُّوْهُمْ، فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمٰوَاتِكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ

هٰؤُلَاءِ، فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَعْبُدُوْنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤٣٨/١٦

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তায়ালার মখলুকের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম কাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে সমস্ত লোক সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইলেন দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাহাদের মাধ্যমে সীমান্ত রক্ষা করা হয় এবং কঠিন ও কষ্টকর কাজে (তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া) তাহাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু আসে (সে এমন অবস্থায় মারা যায় যে) তাহার আশা আকাংখা তাহার অন্তরেই থাকিয়া যায়। যে আশা সে পূরণ করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) ফেরেশতাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আদেশ করিবেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাও এবং তাহাদিগকে সালাম দাও। ফেরেশতারা (আশ্চর্য হইয়া) আরজ করিবে, হে আমাদের রব! আমরা তো আপনার আসমানের অধিবাসী ও আপনার শ্রেষ্ঠ মখলুক, (ইহা সত্ত্বেও) তাহাদিগকে সালাম করিবার আদেশ করিতেছেন (ইহার কারণ কি)? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, (ইহার কারণ হইল) ইহারা আমার এমন বান্দা ছিল যাহারা একমাত্র আমারই এবাদত করিত, আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিত না, তাহাদের মাধ্যমেই সীমান্ত রক্ষা করা হইত, মুশকিল কাজে (তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া) তাহাদের মাধ্যমেই অপছন্দনীয় হইতে আত্মরক্ষার কাজ লওয়া হইত। তাহাদের মধ্য হইতে যাহার মৃত্যু আসিয়া যাইত তাহার মনের আশা মনেই রহিয়া যাইত ; সে উহা পূরণ করিতে পারিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন ফেরেশতারা তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া এই কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিবে যে, তোমাদের ছবর করার কারণে তোমাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। এই জগতে তোমাদের

পরিণাম কতই না উত্তম! (ইবনে হিব্বান)

٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَيَأْتِيْ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، قُلْنَا: مَنْ أُولٰئِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ يَمُوْتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ يُحْشَرُوْنَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ. رواه أحمد ٢/١٧٧

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের কিছু লোক এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহাদের নূর সূর্যের আলোর ন্যায় হইবে। আমরা আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রসূল! ঐ সমস্ত লোক কাহারা হইবে? এরশাদ করিলেন, তাহারা দরিদ্র মুহাজির হইবে, যাহাদিগকে মুশকিল কাজে আগে রাখিয়া তাহাদের মাধ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। তাহাদের কাহারো মৃত্যু এমতাবস্থায় হইত যে, তাহার আশা তাহার অন্তরেই থাকিয়া যাইত। তাহাদিগকে জমিনের বিভিন্ন স্থান হইতে আনিয়া একত্র করা হইবে।
(মুসনাদে আহমদ)

٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا، وَتَوَفَّنِيْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٣٢٢

৮. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন-(স্বভাব) বানাইয়া জীবিত রাখুন, মিসকীন অবস্থায় দুনিয়া হইতে উঠান এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করিয়া আমার হাশর করুন। (হাকেম)

٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ شَكَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اصْبِرْ أَبَا سَعِيْدٍ، فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلٰى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ

مِنْ أَعْلَى الْوَادِيْ، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلٰى أَسْفَلِهِ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنه شبه المرسل، مجمع الزوائد ١٠/٤٨٦

৯. সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজের (অভাব ও) প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু সাঈদ! ছবর কর। কেননা আমাকে যে মহব্বত করে তাহার দিকে দরিদ্রতা এরূপ দ্রুতগতিতে আসে যেরূপ উঁচু মাঠ ও উঁচু পাহাড় হইতে ঢলের পানি নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসে। (মুসনাদে আহমদ)

١٠- عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ ـعَزَّوَجَلَّـ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٥٠٨

১০. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাহাকে দুনিয়া হইতে এমনভাবে বাঁচাইয়া রাখেন যেমন তোমাদের কেহ রোগীকে পানি হইতে বাঁচাইয়া রাখে। (তাবারানী)

١١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَأَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٤/٣٣٢

১১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা গরীব লোকদেরকে ভালবাস, তাহাদের নিকট বস এবং আরবদেরকে অন্তর দিয়া ভালবাস। আর যে দোষ-ত্রুটি তোমাদের মধ্যে আছে উহা যেন অন্যদেরকে দোষারোপ করা হইতে তোমাদেরকে ফিরাইয়া রাখে। (হাকেম)

١٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ مُصَفَّحٍ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عبد الله بن موسى التيمي، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٦٦

১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বহু এলোমেলো চুলওয়ালা ধূলি ধূসরিত, পুরাতন চাদরওয়ালা, মানুষের দরজা হইতে বিতাড়িত এমন লোক রহিয়াছে, যদি তাহারা আল্লাহর উপর (ভরসা করিয়া) কোন কসম করিয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার কসমকে পূরণ করিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ তায়ালার কোন বান্দাকে এলোমেলো চুলওয়ালা এবং ময়লাযুক্ত দেখিয়া নিজের চাইতে নিকৃষ্ট মনে করিবে না। কেননা এই অবস্থার অনেক লোক আল্লাহ তায়ালার খাছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। তবে এই কথা যেন স্পষ্ট থাকে যে, হাদীসের উদ্দেশ্য ময়লা ও দুর্গন্ধময় থাকার প্রতি উৎসাহিত করা নয়।

(মাআরিফুল হাদীস)

١٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا. رواه البخارى، باب فضل الفقر، رقم:٦٤٤٧

১৩. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়া গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে বসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? সে আরজ করিল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, আল্লাহ তায়ালার কসম, সে তো এমন ব্যক্তি যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহার প্রস্তাব কবূল করা হইবে, যদি সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ কবূল করা হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু না বলিয়া নিরব রহিলেন। ইহার পর আরেক ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গে; হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত? সেই ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি একজন গরীব মুসলমান। সে তো এমন যে, যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তাহার প্রস্তাব কবুল করা হইবে না, যদি সুপারিশ করে তবে তাহার সুপারিশ কবূল করা হইবে না। আর যদি কোন কথা বলে তবে তাহার কথা শোনা হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় লোকদের দ্বারা যদি সমস্ত দুনিয়া ভরিয়া যায় তবু এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি তাহাদের সকলের চাইতে উত্তম। (বুখারী)

١٤- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأٰى سَعْدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟ رواه البخارى، باب من استعان بالضعفاء ....، رقم:٢٨٩٦

১৪. হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, (তাঁহার পিতা) হযরত সাদ–এর ধারণা ছিল তিনি ঐ সমস্ত সাহাবাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান যাহারা (ধনসম্পদ ও বীরত্বের কারণে) তাঁহার তুলনায় নিম্নস্তরের। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁহার সংশোধনের জন্য) বলিলেন, তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের বরকতে তোমাদিগকে সাহায্য করা হয় এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করা হয়। (বুখারী)

١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: ابْغُوْنِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ. رواه أبوداوُد، باب فى الإنتصار ....، رقم:٢٥٩٤

১৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর। কেননা দুর্বলদের কারণেই তোমাদিগকে রিযিক দান করা হয় এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হয়। (আবু দাউদ)

١٦- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ

عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ. رواه البخارى، باب قول الله تعالى وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ . . . . ، رقم:٦٦٥٧

১৬. হযরত হারেছা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতী কাহারা এই কথা বলিব না? (অতঃপর নিজেই এরশাদ করিলেন,) জান্নাতী হইল প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি অর্থাৎ আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিনয়ী ও নম্র হয়; কঠোর হয় না আর লোকেরাও তাহাকে দুর্বল মনে করে। (আল্লাহ তাআলার সহিত তাহার এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যে,) সে যদি সে কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কসম করে (যে, অমুক বিষয়টি এইরূপ হইবে) তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম (-এর লাজ রাখিয়া তাহার কথাকে) অবশ্যই পূর্ণ করেন। আর আমি কি তোমাদিগকে জাহান্নামী কাহারা এই কথা বলিব না? (অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এরশাদ করিলেন) জাহান্নামী হইল প্রত্যেক মাল সঞ্চয়কারী বখীল, কঠোর মেজাজ ও অহংকারী। (বুখারী)

١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ: أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوْبُوْنَ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٧٢١/١٠

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের আলোচনার সময় এরশাদ করিলেন, জাহান্নামী হইতেছে প্রত্যেক কঠোর মেজাজ, মোটাসোটা, দম্ভভরে হাঁটে, অহংকারী, ধন-সম্পদ অধিক সঞ্চয়কারী, তদুপরি সেই ধন-সম্পদ (আল্লাহর পথে গরীব-দুঃখীদেরকে দান না করিয়া) কুক্ষিগতকারী। আর জান্নাতী লোক হইতেছে, যাহারা দুর্বল হয় অর্থাৎ লোকদের সহিত বিনয়ের আচরণ করে, তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখা হয় অর্থাৎ লোকেরা তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া চাপের মধ্যে রাখে।

(মুসনাদে আহমদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوْكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه أربعة أحاديث . . . . ، رقم:٢٤٩٤

১৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি গুণ যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাহাকে আপন রহমতের ছায়াতলে স্থান দিবেন এবং তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। (সেই তিনটি গুণ হইল) দুর্বলদের সহিত নরম ব্যবহার করা, পিতামাতার সহিত সদয় আচরণ করা এবং গোলামের সহিত ভাল ব্যবহার করা।

(তিরমিযী)

١٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُؤْتَى بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمُتَصَدِّقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ فَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيْزَانٌ، وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ دِيْوَانٌ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْعَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللّٰهِ لَهُمْ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: مُجَّاعَة بن الزبير وثقه أحمد وضعفه الدار قطنى، مجمع الزوائد ٣٠٨/٢، طبع مؤسسة المعارف

১৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন শহীদকে আনা হইবে এবং তাহাকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে, অতঃপর সদকাকারীকে আনা হইবে এবং তাহাকেও হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হইবে, অতঃপর ঐ সমস্ত লোকদিগকে আনা হইবে যাহারা দুনিয়াতে বিভিন্ন মুসীবতে গ্রেফতার ছিল। তাহাদের জন্য কোন মীযান (পাল্লা)ও স্থাপন করা হইবে না কোন আদালতও কায়েম করা হইবে না। অতঃপর তাহাদের উপর এত ছওয়াব ও নেয়ামত বর্ষণ করা হইবে যে, যাহারা দুনিয়াতে নিরাপদে ছিল তাহারা এই (উত্তম সওয়াব ও পুরস্কার) দেখিয়া আকাঙ্খা করিতে থাকিবে—(হায়! দুনিয়াতে) আমাদের চামড়া

যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হইত (এবং ইহার উপর তাহারা ছবর করিত) !
(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٠- عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١١/٣

২০. হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে (মুসীবতে ফেলিয়া) পরীক্ষা করেন। অতঃপর যে ছবর করে তাহার জন্য ছবরের ছওয়াব লেখা হয় আর যে ছবর করে না, তাহার জন্য বেছবরী লেখা হয়। (অতঃপর সে আফসোসই আফসোস করিতে থাকে।)
(মুসনাদে আহমদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ، فَمَا يَزَالُ اللّٰهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَهَا. رواه أبويعلى وفى رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيْعَةُ. ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٣/٣

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট এক ব্যক্তির জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত থাকে (কিন্তু) সে নিজের আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদায় পৌছিতে পারে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন এমন জিনিসের মধ্যে আক্রান্ত করিতে থাকেন যাহা তাহার জন্য অপছন্দনীয় ও কষ্টকর হয় (যেমন রোগ-শোক, পেরেশানী ইত্যাদি), অবশেষে সে এইসব পেরেশানীর ওসীলায় উক্ত মর্যাদায় পৌছিয়া যায়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ -حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا- إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. رواه البخارى، باب ما جاء فى كفارة المرض، رقم: ٥٦٤١

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিয়াছেন, মুসলমান যখনই কোন ক্লান্তি, রোগ, চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানীতে পতিত হয় ; এমনকি যদি কোন একটি কাঁটাও ফুটে তবে ইহার দরুন আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দেন। (বুখারী)

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّاكُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ. رواه مسلم، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ....، رقم: ٦٥٦١

২৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যখন কোন মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হয় অথবা ইহার চাইতেও কম কষ্ট পায়, উহার দরুন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার জন্য একটি মর্যাদা লিখিয়া দেওয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

٢٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الصبر على البلاء، رقم: ٢٣٩٩

২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন ঈমানদার বান্দা ও ঈমানদার বান্দীর উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বিভিন্ন মুসীবত ও দুর্ঘটনা আসিতে থাকে। কখনও তাহার জানের উপর, কখনও তাহার সন্তান-সন্ততির উপর, কখনও তাহার সম্পদের উপর। (ইহার ফলস্বরূপ তাহার গুনাহ ঝরিয়া যাইতে থাকে।) অবশেষে যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় মিলিত হয় যে তাহার কোন গুনাহ বাকী থাকে না। (তিরমিযী)

٢٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا ابْتَلَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِىْ جَسَدِهِ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ. رواه أبويعلى وأحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣٣/٣

২৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত করেন তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে হুকুম করেন যে, এই বান্দার ঐ সমস্ত নেক আমল লিখিতে থাক যাহা সে সুস্থ অবস্থায় করিত। অতঃপর যদি তাহাকে আরোগ্য দান করেন তবে তাহাকে (গুনাহ হইতে) ধৌত করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া দেন। আর যদি তাহার রূহ কবজ করিয়া নেন তবে তাহাকে মাফ করেন ও তাহার প্রতি রহম করেন। (মুসনাদে আহমদ)

٢٦- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِيْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوْا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية اسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين، وفي الحاشية: راشد بن داود شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد٣/٣٣

২৬. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীর মধ্যে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্য হইতে কোন মুমেন বান্দাকে (কোন মুসীবত, পেরেশানী, রোগ ইত্যাদিতে) আক্রান্ত করি আর সে আমার পক্ষ হইতে পাঠানো এই পেরেশানীতে (সন্তুষ্ট থাকিয়া) আমার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে তখন (আমি ফেরেশতাদেরকে হুকুম করি যে,) তোমরা তাহার আমলনামায় ঐ সমস্ত নেক আমলের সওয়াব ঐরূপই লিখিতে থাক যেরূপ তাহার সুস্থ অবস্থায় লিখিতে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَزَالُ الْمَلِيْلَةُ وَالصُّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَإِنَّ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ. رواه أبويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٣/٢٩

২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান

বান্দা অথবা বান্দী অনবরত ভিতরগত জ্বর ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হইলে এইগুলি তাহাদের গুনাহ এমনভাবে মিটাইয়া দেয় যে, সরিষার দানা পরিমাণ গুনাহও বাকী রাখে না ; যদিও তাহাদের গুনাহ উহুদ পাহাড়ের সমান হয়। (আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا أَوْ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات، الترغيب٤/٢٩٧

২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের মাথা ব্যথা এবং যে কাটা তাহার শরীরে বিদ্ধ হয় অথবা অন্য কোন জিনিস যাহা তাহাকে কষ্ট দেয় এইগুলির দরুন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই মুমেনের মর্যাদার একটি স্তর বুলন্দ করিবেন এবং এই কষ্টের কারণে তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন।(ইবনে আবিদ দুন্য়া, তারগীব)

٢٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَصَرَّعَ مِنْ مَرَضٍ إِلَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنْهُ طَاهِرًا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٣/٣١

২৯. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন বান্দা কোন রোগের কারণে (আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু হইয়া) কান্নাকাটি করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রোগ হইতে এই অবস্থায় আরোগ্য দান করেন যে, সে গুনাহ হইতে সম্পূর্ণ পাক-সাফ হইয়া যায়। (তাবারানী)

٣٠- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ مُرْسَلًا مَرْفُوْعًا قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلَّهَا بِحُمّٰى لَيْلَةٍ. رواه ابن أبي الدنيا وقال ابن المبارك عقب روايته له أنه من جيد الحديث ثم قال: وشواهده كثيرة يؤكد بعضها بعضا، اتحاف٩/٥٢٦

৩০. হযরত হাসান (রহঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা একরাত্রের জ্বরে

মুমেনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। (ইবনে আবিদ্ দুন্‌য়া)

٣١ - عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخاري، باب يكتب للمسافر ....، رقم:٢٩٩٦

৩১. হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তাহার জন্য ঐ রকম আমলের সওয়াব ও নেকী লেখা হয় যাহা সে সুস্থ অবস্থায় অথবা ঘরে থাকা অবস্থায় করিত (কিন্তু এখন রোগ বা সফরের কারণে উহা করিতে পারে না)। (বোখারী)

٣٢ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ، مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. رواه الترمذي وقال: هذا

حديث حسن، باب ما جاء في التجار ....، رقم:١٢٠٩

৩২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সহিত থাকিবে। (তিরমিযী)

٣٣ - عَنْ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. رواه الترمذي وقال: هذا

حديث حسن صحيح، باب ما جاء في التجار ....، رقم:١٢١٠

৩৩. হযরত রিফাআ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ব্যবসায়ী লোকগণকে কেয়ামতের দিন গুনাহগার অবস্থায় উঠানো হইবে ; শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীগণ ছাড়া যাহারা নিজেদের ব্যবসায়ে পরহেজগারী অবলম্বন করিয়াছে অর্থাৎ খেয়ানত ও ধোকাবাজিতে লিপ্ত হয় নাই এবং নেককাজ করিয়াছে অর্থাৎ নিজেদের ব্যবসায়িক লেন-দেনে মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছে ও সত্যের উপর কায়েম রহিয়াছে। (তিরমিযী)

٣٤ - عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِيْ، فَقَالَتْ: إِنِّيْ صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ

عِنْدَهُ حَتّٰى يَفْرُغُوْا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتّٰى يَشْبَعُوْا. رواه الترمذي وقال: هذا

حديث حسن صحيح، باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، رقم:٧٨٥

৩৪. হযরত কা'ব (রাযিঃ)এর কন্যা উম্মে উমারা আনসারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট তশরীফ আনিলেন। তিনি তাঁহার খেদমতে খানা পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমিও খাও। উম্মে উমারা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি রোযা রাখিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রোযাদারের সম্মুখে যখন খানা খাওয়া হয়, তখন খানেওয়ালাগণ খানা খাইতে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে। (তিরমিযী)

٣٥ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيْنَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه

مسلم، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، رقم:٦٦٧٢

৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একটি গাছ দ্বারা মুসলমানগণ কষ্ট পাইত। এক ব্যক্তি আসিয়া গাছটি কাটিয়া ফেলিল। অতঃপর সে (এই আমলের ওসীলায়) জান্নাতে দাখেল হইয়া গেল। (মুসলিম)

٣٦ - عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوٰى. رواه أحمد ١٥٨/٥

৩৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, দেখ, তুমি কোন সাদা মানুষ হইতে বা কোন কাল মানুষ হইতে উত্তম নও, অবশ্য তুমি তাকওয়ার কারণে উত্তম হইতে পার। (মুসনাদে আহমদ)

٣٧ - عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدَكُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا،

ذِىْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٦٦

৩৭. হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন রহিয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের কাহারো কাছে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) চাহিতে আসে তবে সে তাহাকে দিবে না, যদি একটি দেরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) চায় তবুও দিবে না, যদি একটি পয়সা চায় তবু একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না, (কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার মর্যাদা এই যে,) সে যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত চায় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাত দিয়া দিবেন। (ঐ ব্যক্তির শরীরে শুধু) দুইটি পুরাতন চাদর রহিয়াছে ' তাহার কোন পরোয়া করা হয় না ; (কিন্তু) সে যদি আল্লাহ তায়ালার (উপর ভরসা করিয়া তাহার) নামে কসম করিয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম অবশ্যই পূরণ করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

উত্তম চরিত্র

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الحجر:٨٨]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ঈমানওয়ালাদের জন্য আপন বাহু ঝুকাইয়া রাখুন অর্থাৎ মুসলমানদের সহিত সদয় ব্যবহার করুন। (হিজর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَسَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ☆ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [آل عمران:١٣٣،١٣٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর তোমরা আপন রবের ক্ষমার দিকে দৌড় এবং ঐ জান্নাতের দিকে যাহার প্রশস্ততা আসমান–জমিনের প্রশস্ততার মত যাহা আল্লাহ তায়ালাকে ভয়কারীদের জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। (অর্থাৎ সেই উচ্চ স্তরের মুসলমানদের জন্য) যাহারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় নেক কাজে খরচ করিতে থাকে, গোস্বা নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। আর আল্লাহ তায়ালা এরূপ নেককারদিগকে পছন্দ করেন। (আলি ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان:٦٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—রাহমানের (খাছ) বান্দা তাহারা যাহারা জমিনের উপর বিনয়ের সহিত চলে। (ফুরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ﴾ [الشورى:٤٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(এবং সমান সমান বদলা লওয়ার জন্য আমি অনুমতি দিয়া রাখিয়াছি যে,) মন্দের বদলা তো অনুরূপ মন্দই, (তবে ইহা সত্ত্বেও) যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং (পরস্পরের বিষয়) সংশোধন করিয়া লয় (যাহার ফলে শত্রুতা নিঃশেষ হইয়া যায় ও বন্ধুত্ব হইয়া যায়, কেননা ইহা ক্ষমা হইতেও উত্তম।) তবে ইহার ছওয়াব আল্লাহ তায়ালার জিম্মায়। (আর যে ব্যক্তি বদলা লওয়ার ব্যাপারে সীমালংঘন করে সে শুনিয়া লউক যে, নিশ্চয়) আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। (শূরা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ﴾ [الشورى:٣٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যখন তাহারা রাগান্বিত হয় তখন মাফ করিয়া দেয়। (শূরা)

وَقَالَ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ لُقْمٰنَ: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ☆ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾ [لقمٰن:١٨-١٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(হযরত লোকমান আপন ছেলেকে উপদেশ প্রদান করেন, হে বৎস!) মানুষের সহিত অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিও না এবং জমিনের উপর দম্ভভরে চলিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তুমি নিজ চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (কথা বলিতে) নিম্নস্বরে বল অর্থাৎ শোরগোল করিও না। (উচ্চ আওয়াজে কথা বলা যদি কোন ভাল গুণ হইত তবে গাধার আওয়াজ ভাল হইত ; অথচ) সমস্ত আওয়াজের মধ্যে সবচাইতে খারাপ আওয়াজ হইতেছে গাধার আওয়াজ। (লোকমান)

হাদীস শরীফ

৩৮ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. رواه أبوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم:٤٧٩٨

৩৮. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মুমেন আপন সচ্চরিত্র দ্বারা রোযাদার এবং রাত্রভর ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করিয়া লয়। (আবু দাউদ)

৩৯ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. رواه أحمد٢/٤٧٢

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালাদের মধ্যে সবচাইতে পরিপূর্ণ মুমেন ঐ ব্যক্তি যাহার চরিত্র সবচাইতে ভাল ; আর তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ঐ সমস্ত লোক যাহারা আপন স্ত্রীদের সহিত (আচার–ব্যবহারে) সবচাইতে ভাল। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في استكمال الإيمان...، رقم:٢٦١٢

৪০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবচাইতে পরিপূর্ণ ঈমানওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি যাহার চরিত্র সবচাইতে ভাল এবং যে আপন পরিবার–পরিজনের সহিত সবচাইতে বেশী নম্র আচরণকারী। (তিরমিযী)

٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي الْمَمَالِيْكَ بِمَالِهِ ثُمَّ يُعْتِقُهُمْ، كَيْفَ لَا يَشْتَرِي الْأَحْرَارَ بِمَعْرُوْفِهِ؟ فَهُوَ أَعْظَمُ ثَوَابًا. رواه أبوالغنائم النرسي في قضاء الحوائج وهو حديث حسن، الجامع الصغير٢/١٤٩

৪১. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর যে নিজের মাল দ্বারা তো গোলাম খরিদ করিয়া তাহাদিগকে আযাদ করিতেছে কিন্তু উত্তম আচরণ করিয়া সে আযাদ লোকদিগকে কেন খরিদ করিতেছে না? অথচ উহার ছওয়াব অনেক বেশী। অর্থাৎ যখন লোকদের সহিত উত্তম আচরণ করিবে তখন লোকেরা গোলাম হইয়া যাইবে। (কাজাউল হাওয়াইয, জামে সগীর)

٤٢- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. رواه أبوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم:٤٨٠٠

৪২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি, যে হকের উপর থাকিয়াও ঝগড়া ছাড়িয়া দেয়, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি যে ঠাট্টা–বিদ্রূপের মধ্যেও মিথ্যা কথা না বলে আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি ঘরের জিম্মাদারী লইতেছি যে নিজের চরিত্রকে ভাল বানাইয়া লয়। (আবু দাউদ)

٤٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ اللّٰهُ لِيَسُرَّهُ بِذٰلِكَ سَرَّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٨/٣٥٣

৪৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন মুসলমান ভাইকে খুশী করার জন্য এইভাবে সাক্ষাৎ করে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন (যেমন হাসিমুখে), কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে খুশী করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللّٰهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمِ ضَرِيْبَتِهِ. رواه أحمد ٢/١٧٧

৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান শরীয়তের উপর আমলকারী হয় সে নিজের ভদ্র স্বভাব ও উত্তম চরিত্রের কারণে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করিয়া ফেলে, যে রাত্রে নামাযে অনেক বেশী পরিমাণ কুরআন পাঠ করে এবং অনেক বেশী রোযা রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٥ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. رواه أبوداود، باب في حسن الخلق، رقم:٤٧٩٩

৪৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) মুমিনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চাইতে বেশী ভারী কোন জিনিস হইবে না। (আবু দাউদ)

٤٦ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ لِيْ: أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ. رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في حسن الخلق ص٧٠٤

৪৬. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে নসীহত করিয়াছেন যখন আমি সওয়ারীর রিকাবে (পা রাখার স্থানে) পা রাখিয়া ফেলিয়াছিলাম—তাহা এই ছিল, হে মুয়ায! মানুষের জন্য তোমার চরিত্রকে উত্তম বানাও। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

٤٧ - عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ. رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في حسن الخلق ص٧٠٥

৪৭. হযরত মালেক (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

٤٨ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا. (الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في معالي الأخلاق، رقم:٢٠١٨

৪৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সকলের মধ্যে আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হইবে। (তিরমিযী)

٤٩ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم، باب تفسير البر والإثم، رقم:٦٥١٦

৪৯. হযরত নাউয়াস ইবনে সামআন আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নেকী হইল ভাল চরিত্রের নাম আর গুনাহ হইল ঐ বিষয় যে বিষয়ে তোমার অন্তরে খটকা লাগে এবং মানুষের কাছে যাহা প্রকাশ পাওয়া তোমার কাছে খারাপ লাগে। (মুসলিম)

৫০ - عَنْ مَكْحُوْلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ اِنْ قِيْدَ انْقَادَ، وَاِنْ اُنِيْخَ عَلٰى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ. رواه الترمذى مرسلا، مشكوة المصابيح، رقم:٥٠٨٦

৫০. হযরত মাকহূল (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালা লোকেরা আল্লাহ তায়ালার হুকুম খুব পালনকারী হয় ও অত্যন্ত নম্রস্বভাব হয়। যেমন অনুগত উট যেদিকেই টানিয়া নেওয়া হয় ঐ দিকেই যায়, যদি উহাকে কোন পাথরের উপর বসাইয়া দেওয়া হয় তবে উহারই উপর বসিয়া যায়। (তিরমিযী, মিশকাত)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ পাথরের উপর বসা অনেক কঠিন ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে নিজের মালিকের কথা মানিয়া উহার উপর বসিয়া যায়। (মাজমাউল আনওয়ার)

৫১ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم:٢٤٨٨

৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিব না, যে আগুনের উপর হারাম হইবে এবং যাহার উপর আগুন হারাম হইবে? (শোন আমি বলিতেছি,) জাহান্নামের আগুন প্রত্যেক এইরূপ ব্যক্তির উপর হারাম হইবে যে মানুষের নিকটবর্তী, অত্যন্ত নম্রস্বভাব ও বিনয়ী হয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মানুষের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হইতেছে, সে নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে মানুষের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলে আর মানুষও তাহার ভাল স্বভাবের কারণে তাহার সহিত মুক্ত মনে মহব্বতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলে। (মারেফুল হাদীস)

৫২- عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ اَخِىْ بَنِىْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ، وَلَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا ...، رقم: ٧٢١٠

৫২. বনি মুজাশে' গোত্রের ইয়াজ ইবনে হিমার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি এই বিষয়ে ওহী পাঠাইয়াছেন যে, তোমরা এই পরিমাণ বিনয় অবলম্বন কর যে, কেহ কাহারো উপর গর্ব না করে এবং কেহ কাহারো উপর জুলুম না করে। (মুসলিম)

৫৩- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ، فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ، فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٦/٢٧٦

৫৩. হযরত উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার (সন্তুষ্টি হাসিলের) উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উঁচু করেন। (ফলে) সে নিজের চোখে ও নিজের ধারণায় তো ছোট হয় কিন্তু মানুষের চোখে উঁচু হয়। আর যে অহংকার করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নীচু করিয়া দেন। (ফলে) সে মানুষের চোখে ছোট হইয়া যায় ; যদিও সে নিজে ধারণায় বড় হয়। এমনকি সে মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। (বায়হাকী)

৫৪- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. رواه مسلم، باب تحريم الكبر وبيانه.

৫৪. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে যাইবে না। (মুসলিম)

৫৫- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل، رقم:٢٧٥٥

৫৫. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, মানুষ তাহার (সম্মানের) জন্য দাঁড়াইয়া থাকুক, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হুঁশিয়ারী ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি নিজে ইহা চায় যে, মানুষ তাহার সম্মানের জন্য দাঁড়াইয়া যাক। আর যদি কেহ নিজে একেবারে না চায়, কিন্তু অন্যান্য লোক সম্মান ও মহব্বতের জজ্‌বায় তাহার জন্য দাঁড়াইয়া যায় তবে ইহা ভিন্ন কথা।

(মারেফুল হাদীস)

৫৬- **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذٰلِكَ.** رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل، رقم:٢٧٥٤

৫৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে বেশী প্রিয় ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া দাঁড়াইতেন না। কেননা, তাহারা জানিতেন যে, তিনি ইহা অপছন্দ করেন। (তিরমিযী)

৫৭- **عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْئَةً.** رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى العفو، رقم:١٣٩٣

৫৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন ব্যক্তি যদি (অন্য কাহারও দ্বারা) শারীরিক কষ্ট পায়, অতঃপর সে তাহাকে মাফ করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা ইহার কারণে একটি মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দেন ও একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

(তিরমিযী)

৫৮- **عَنْ جَوْدَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ.** رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم:٣٧١٨

৫৮. হযরত জাওদান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সামনে ওজর পেশ করে এবং সে তাহার ওজর কবুল না করে, তবে তাহার এইরূপ গুনাহ হইবে যেরূপ অন্যায়ভাবে ট্যাক্স উসুলকারীর গুনাহ হইয়া থাকে। (ইবনে মাজাহ)

৫৯- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ! مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.** رواه البيهقى فى شعب الإيمان٦/٣١٩

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার বান্দাগণের মধ্যে আপনার নিকট বেশী ইজ্জতওয়ালা কে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, ঐ বান্দা, যে প্রতিশোধ লইতে পারে তবু সে মাফ করিয়া দেয়। (বায়হাকী)

৬০- **عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.** رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى

৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (আমার) খাদেমের ভুল-ত্রুটি কতবার ক্ষমা করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন। ঐ ব্যক্তি পুনরায় উহা আরজ করিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (আমার) খাদেমকে কতবার ক্ষমা করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দৈনিক সত্তর বার।

(তিরমিযী)

٦١- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيْلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيْهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٥١

৬১. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যখন মওতের ফেরেশতা তাহার রূহ কবজ করার জন্য আসিল (এবং রূহ কবজ হওয়ার পর সেই ব্যক্তি এই দুনিয়া হইতে অন্য জগতে চলিয়া গেল) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কি দুনিয়াতে কোন নেক আমল করিয়াছিলে? সে আরজ করিল, আমার জানা মতে (এইরূপ) কোন আমল আমার নাই। তাহাকে বলা হইল, (তোমার জীবনের উপর) দৃষ্টি কর (এবং চিন্তা করিয়া দেখ)। সে আবার আরজ করিল, আমার জানামতে আমার (এইরূপ) কোন আমল নাই ; শুধুমাত্র ইহা ছাড়া যে, আমি দুনিয়াতে মানুষের সহিত বেচাকেনা ও লেনদেনের কাজ করিতাম, ইহাতে আমি ধনীদেরকে সময়–সুযোগ দিতাম আর গরীবদেরকে মাফ করিয়া দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দিলেন। (বোখারী)

٦٢- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. رواه مسلم، باب فضل إنظار المعسر .....، رقم: ٤٠٠٠

৬২. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিনের কষ্ট হইতে রক্ষা করুন তবে তাহার উচিত, সে যেন গরীবকে (যাহার উপর তাহার করজ ইত্যাদি রহিয়াছে) সময়–সুযোগ দিয়া দেয় অথবা (নিজের সম্পূর্ণ পাওনা কিংবা উহার কিছু অংশ) মাফ করিয়া দেয়। (মুসলিম)

٦٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِيْ كَمَا يَشْتَهِيْ صَاحِبِيْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ، مَا قَالَ لِيْ فِيْهَا أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِيْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا، أَمْ أَلَّا فَعَلْتَ هٰذَا. رواه أبوداؤد، باب في الحلم وأخلاق النبي ﷺ، رقم: ٤٧٧٤

৬৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি মদীনায় দশ বৎসর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। আমি কম বয়সের বালক ছিলাম এইজন্য আমার সমস্ত কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি মোতাবেক হইতে পারিত না। অর্থাৎ বয়স কম হওয়ার কারণে অনেক সময় ত্রুটি–বিচ্যুতিও হইয়া যাইত। (কিন্তু দশ বৎসরের এই সময়ের মধ্যে) কখনও তিনি আমাকে 'উফ' পর্যন্ত বলেন নাই এবং কখনও ইহাও বলেন নাই যে, তুমি অমুক কাজ কেন করিলে বা অমুক কাজ কেন করিলে না। (আবূ দাঊদ)

٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِيْ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري، باب الحذر من الغضب، رقم: ٦١١٦

৬৪. হযরত আবূ হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমাকে কোন ওসিয়ত করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, গোস্বা করিও না। সেই ব্যক্তি নিজের (ঐ) দরখাস্ত কয়েকবার দোহরাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বার ইহাই এরশাদ করিলেন যে, গোস্বা করিও না। (বোখারী)

٦٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. رواه البخاري، باب الحذر من الغضب، رقم: ٦١١٤

৬৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী সে নয়, যে (নিজের প্রতিপক্ষকে) ধরাশায়ী করিয়া দেয়। বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি যে গোস্বার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (বোখারী)

٦٦- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. رواه أبوداود، باب ما يقال عند الغضب، رقم:٤٧٨٢

৬৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও গোস্বা আসে এবং সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তখন তাহার উচিত, সে যেন বসিয়া পড়ে। বসিয়া পড়িলে যদি গোস্বা চলিয়া যায় তবে ভাল কথা। নচেৎ তাহার উচিত, সে যেন শুইয়া পড়ে।

(আবূ দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীসের অর্থ এই যে, যে অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা মানসিক অবস্থায় ধীর–স্থিরতা আসে ঐ অবস্থাকে অবলম্বন করা চাই। যাহাতে গোস্বার ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়। দাঁড়ানো অবস্থার তুলনায় বসা অবস্থায় এবং বসা অবস্থার তুলনায় শোয়া অবস্থায় ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

(মাজাহেরে হক)

٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. رواه أحمد١/٢٣٩

৬৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদেরকে (দ্বীন) শিখাও, সুসংবাদ শুনাও, কঠোরতা পয়দা করিও না। যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও গোস্বা আসে তখন তাহার উচিত সে যেন চুপ থাকে।

٦٨- عَنْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. رواه أبوداود، باب ما يقال عند الغضب، رقم:٤٧٨٤

৬৮. হযরত আতিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গোস্বা শয়তানের আছরে হইয়া থাকে। শয়তানের সৃষ্টি আগুন হইতে, আর আগুনকে পানি দ্বারা নিভানো হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কাহারও গোস্বা আসে, তখন তাহার উচিত সে যেন ওজু করিয়া লয়। (আবূ দাউদ)

٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالَى. رواه أحمد٢/١٢٨

৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা এমন কোন ঢোক পান করে না যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট গোস্বার ঢোক পান করা অপেক্ষা বেশী উত্তম, যাহা শুধু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে পান করে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

٧٠- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ شَاءَ. رواه أبوداود، باب من كظم غيظا، رقم:٤٧٧٧

৭০. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোস্বা পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও গোস্বা দমন করিয়া লয় (অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাহার উপর গোস্বা তাহাকে কোন রকম শাস্তি না দেয়) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে সমস্ত মখলুকের সামনে ডাকিবেন এবং অধিকার দিবেন যে, জান্নাতের হূরদের মধ্যে যে হূরকে ইচ্ছা নিজের জন্য পছন্দ করিয়া লয়। (আবূ দাউদ)

٧١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَبِلَ عُذْرَهُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان٦/٣١٥

৭১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের জবানকে বিরত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ–ত্রুটি গোপন রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে (এবং উহাকে হজম করিয়া লয়) আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হইতে নিজের

আযাবকে ফিরাইয়া রাখিবেন। আর যে ব্যক্তি (নিজের গুনাহের উপর শরমিন্দা হইয়া) আল্লাহ তায়ালার নিকট ওজর পেশ করে অর্থাৎ ক্ষমা চায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার ওজর কবূল করিয়া লন।

٧٢- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْأَشَجِّ ـ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ ـ: إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ. (وهوجزء من الحديث) رواه مسلم، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى...، رقم:١١٧

৭২. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদে কায়েস গোত্রের সরদার হযরত আশাজ্জ (রাযিঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়। একটি হইল হেলেম অর্থাৎ বিনয় ও ধৈর্য, দ্বিতীয়টি হইল, তাড়াহুড়া করিয়া কাজ না করা। (মুসলিম)

٧٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ. رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم:٦٦٠١

৭৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আয়েশা! আল্লাহ তায়ালা (নিজেও) নম্র ও মেহেরবান (এবং বান্দাদের জন্যও তাহাদের পরস্পর আচরণের মধ্যে) নম্রতা ও মেহেরবানী তাহার পছন্দ। আল্লাহ তায়ালা নম্রতার উপর যাহা কিছু (বিনিময় ও সওয়াব এবং কাজ–কর্মে সফলতা) দান করেন তাহা কঠোরতার উপর দান করেন না। (মুসলিম)

٧٤- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ. رواه مسلم، باب فضل الرفق، رقم:٦٥٩٨

৭৪. হযরত জারীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নম্রতা (–র গুণ) হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে (সমুদয়) কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। (মুসলিম)

٧٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه البغوى فى شرح السنة١٣/٧٤

৭৫. হযরত হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) নম্রতার কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ হইতে অংশ দেওয়া হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। (শরহুস সুন্নাহ)

٧٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان، مشكاة المصابيح، رقم:٥١٠٣

৭৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যে ঘরওয়ালাদেরকে নম্রতার তওফীক দান করেন তাহাদেরকে নম্রতার দ্বারা উপকার পৌঁছান। আর যে ঘরওয়ালাদেরকে নম্রতা হইতে বঞ্চিত রাখেন, তাহাদেরকে ক্ষতি পৌঁছান। (বায়হাকী, মিশকাত)

٧٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ. رواه البخارى، باب لم يكن النبى ﷺ فاحشا ولا متفاحشا، رقم:٦٠٣٠

৭৭. হযরত হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন ইহূদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল, আস্‌সামু আলাইকুম (যাহার অর্থ তোমার মৃত্যু আসুক)। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি জওয়াবে বলিলাম,

তোমাদেরই মৃত্যু আসুক, তোমাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও তাঁহার গজব হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আয়েশা! থাম, নম্রতা অবলম্বন কর, কঠোরতা ও কটুক্তি হইতে বিরত থাক। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আপনি কি শোনেন নাই তাহারা কি বলিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি শুন নাই আমি উহার জওয়াবে কি বলিয়াছি? আমি তাহাদের কথা তাহাদের দিকেই ফিরাইয়া দিয়াছি (যে তোমাদেরই আসুক)। আমার বদদোয়া তাহাদের ব্যাপারে কবূল হইবে। আর তাহাদের বদদোয়া আমার সম্পর্কে কবূল হইবে না। (বোখারী)

৭৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. رواه البخارى، باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ۰۰۰۰، رقم:۲۰۷٦

৭৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রহমত হউক ঐ বান্দার উপর, যে বিক্রয়ের সময়, খরিদ করিবার সময় এবং নিজের হকের তাগাদা ও ওসুল করিবার সময় নম্রতা অবলম্বন করে। (বোখারী)

৭৯- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِىْ إِلٰى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ أَسَارِىْ، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ۱/۳٤۹

৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন যে, যখন আমি আমার মুমিন বান্দাকে (কোন রোগে) আক্রান্ত করি আর যাহারা তাহাকে দেখিতে যায় সে তাহাদের নিকট আমার কোন শেকায়েত (ও অভিযোগ) করে না, তখন আমি তাহাকে আমার কয়েদ (বন্দি অবস্থা) হইতে মুক্ত করিয়া দেই। অর্থাৎ তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেই। অতঃপর তাহাকে তাহার গোশত হইতে উত্তম গোশত এবং তাহার রক্ত হইতে উত্তম রক্ত দান করি। অর্থাৎ তাহাকে সুস্থতা দান করি।

অতঃপর সে পুনরায় (রোগ হইতে সুস্থ হওয়ার পর) নূতনভাবে আমল করা শুরু করে। (কেননা, পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া গিয়া থাকে।) (মুস্তাদরাকে হাকেম)

۸۰- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الرضا وغيره، الترغيب ٤/۲۹۹

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এক রাত্র জ্বর আসে এবং সে ছবর করে আর এই জ্বরের উপর আল্লাহ তায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে নিজ গুনাহসমূহ হইতে এরূপ পাক-সাফ হইয়া যাইবে, যেরূপ ঐ দিন ছিল যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তরগীব)

۸۱- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى ذهاب البصر، رقم:۲٤۰۱

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই মোবারক এরশাদ নকল করেন যে, আমি যে বান্দার দুইটি প্রিয়তম জিনিস অর্থাৎ চক্ষু লইয়া লই অতঃপর সে ইহার উপর ছবর করে এবং সওয়াবের আশা রাখে, আমি তাহার জন্য জান্নাত হইতে কম বিনিময় প্রদানের উপর রাজী হইব না। (তিরমিযী)

۸۲- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ. رواه ابن ماجه، باب الصبر على البلاء، رقم:٤۰۳۲

৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন মানুষের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দ্বারা যে কষ্ট হয় উহার

উপর ছবর করে সে ঐ মুমিন হইতে শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের সহিত মেলামেশা করে না এবং তাহাদের দ্বারা যে কষ্ট হয় উহার উপর ছবর করে না। (ইবনে মাজাহ)

٨٣- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. رواه مسلم، باب المؤمن أمره كله خير، رقم: ٧٥٠٠

৮৩. হযরত ছুহাইব (রাযিঃ) বর্ণন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক! তাহার প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি অবস্থা তাহার জন্য মঙ্গলই মঙ্গল। আর এই বৈশিষ্ট্য শুধু মুমিন ব্যক্তিরই রহিয়াছে। যদি তাহার কোন আনন্দ লাভ হয়; উহার উপর সে আপন রবের শোকর আদায় করে তবে এই শোকর আদায় করা তাহার জন্য মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ ইহাতে সওয়াব রহিয়াছে। আর যদি তাহার কোন কষ্ট হয়; উহার উপর সে ছবর করে তবে এই ছবর করাও তাহার জন্য মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ ইহাতেও সওয়াব রহিয়াছে। (মুসলিম)

٨٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ. رواه أحمد ٤٠٣/١

৮৪. হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমার শরীরের বাহ্যিক গঠনকে সুন্দর বানাইয়াছেন; আমার চরিত্রকে সুন্দর বানাইয়া দিন। (মুসনাদে আহমদ)

٨٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ. رواه أبوداوُد، باب في فضل الإقالة، رقم: ٣٤٦٠

৮৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিক্রয়কৃত অথবা খরিদকৃত জিনিস ফেরত লইতে রাজী হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করিয়া দেন। (আবু দাউদ)

٨٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٤٠٥/١١

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

মুসলমানদের হক

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। (হুজুরাত ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ☆ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ☆ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾ [الحجرات:١١-١٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ! না পুরুষগণ পুরুষদের প্রতি উপহাস করা উচিত; হইতে পারে যে, যাহাদের উপহাস করা হইতেছে তাহারা ঐ উপহাসকারীদের অপেক্ষা (আল্লাহ তায়ালার নিকট)

উত্তম হইবে আর না নারীগণ নারীদের প্রতি উপহাস করা উচিত ; হইতে পারে যে, যাহাদের উপহাস করা হইতেছে তাহারা ঐসব উপহাসকারী নারীদের অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নিকট উত্তম হইবে, আর একজন অপরজনকে খোঁটা দিও না। আর একজন অপরজনকে মন্দ নামে ডাকিও না। কেননা, এইসব কথা গুনাহ। এবং ঈমান আনার পর মুসলমানদের উপর গুনাহের নাম লাগাই খারাপ, আর যাহারা এইসব কর্ম হইতে বিরত না হইবে তাহারা জুলুমকারী ও আল্লাহর হক ধ্বংসকারী। অতএব যে শাস্তি জালেমগণ পাইবে উহা ইহারাও পাইবে। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অনেক খারাপ ধারণা হইতে বিরত থাক। কেননা কোন কোন খারাপ ধারণা গুনাহ হয় (এবং কোন কোন খারাপ ধারণা জায়েযও হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালার সহিত ভালো ধারণা রাখা। অতএব যাচাই করিয়া লও। প্রত্যেক অবস্থা ও কাজে খারাপ ধারণা করিও না) এবং কাহারও দোষ খুঁজিও না। একজন অপরজনের গীবত করিও না। তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কী ইহা পছন্দ করে যে, আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাইবে? ইহাকে তো তোমরা খারাপ মনে কর। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক এবং তওবা করিয়া লও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। হে লোকসকল ! আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া) হইতে পয়দা করিয়াছি। (এই বিষয়ে তো সকলেই সমান। অতঃপর যে বিষয়ে পার্থক্য রাখিয়াছি উহা এই যে,) তোমাদের জাতি ও গোত্র বানাইয়াছি। (ইহা শুধু এইজন্য) যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার। (ইহার মধ্যে বিভিন্ন হেকমত রহিয়াছে। এই বিভিন্ন গোত্র এইজন্য নয় যে, একজন অপরজনের উপর গর্ব করিবে। কেননা,) আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক ইজ্জতওয়ালা ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরহেযগার। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ এবং সকলের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন। (হুজুরাত ১১-১৩)

ফায়দা ঃ গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত বলিয়াছেন। উহার অর্থ এই যে, যেমন মানুষের গোশত খামচাইয়া ও ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইলে তাহার কষ্ট হয়, এমনিভাবে মুসলমানের গীবত করিলে তাহার কষ্ট হয়। কিন্তু যেমন মৃত ব্যক্তির কষ্টের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না তেমনিভাবে যাহার গীবত করা হয় তাহারও না জানা পর্যন্ত কষ্ট হয় না।

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ

غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾

[النساء:١٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ইনসাফের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও (ইহাতে) তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের ক্ষতি হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ইহা চিন্তা করিও না (যে, যাহার বিরুদ্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি) সে ধনী, (কাজেই তাহার উপকার করা চাই) অথবা সে গরীব (কাজেই কিভাবে তাহার ক্ষতি করি। তোমরা কাহারও ধনী হওয়া বা গরীব হওয়া দেখিও না। কেননা,) ধনী হউক বা গরীব হউক উভয়জনের সহিত আল্লাহ তায়ালার বেশী সম্পর্ক রহিয়াছে ; (এতটুকু সম্পর্ক তোমাদের নাই।) অতএব তোমরা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে মনের খাহেশের অনুসরণ করিও না। হইতে পারে তোমরা হক ও ইনসাফ হইতে সরিয়া যাইতে পার। আর যদি তোমরা পেঁচালো সাক্ষ্য দাও অথবা সাক্ষ্য প্রদান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চাও (তবে স্মরণ রাখ যে,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে পুরাপুরি খবর রাখেন।

(নিসা ১৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا﴾ [النساء:٨٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা উহা অপেক্ষা উত্তম শব্দ দ্বারা সালামের জওয়াব দাও। অথবা কমপক্ষে জওয়াবের মধ্যে ঐ শব্দগুলি বলিয়া দাও যাহা প্রথম ব্যক্তি বলিয়াছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের হিসাব গ্রহণ করিবেন। (নিসা ৮৬)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ☆ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا﴾

[بنى اسرائيل:٢٣، ٢٤]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনার রব এই হুকুম দিয়াছেন যে, ঐ সত্য মাবুদ ব্যতীত কাহারও এবাদত করিও না এবং তোমার পিতামাতার সহিত সৎ ব্যবহার কর। যদি তাহাদের মধ্য হইতে একজন অথবা উভয়ই তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌঁছিয়া যায় তখন এই অবস্থায়ও কখনও তাহাদেরকে উহ্ বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমকাইও না। অত্যন্ত নম্রতা ও আদবের সহিত তাহাদের সহিত কথা বলিও। তাহাদের সম্মুখে মহব্বতের সহিত বিনয়ের সহিত নত হইয়া থাকিও এবং এই দোয়া করিতে থাক—হে আমার রব! যেভাবে তাহারা শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করিয়াছেন সেইভাবে আপনিও তাহাদের উপর দয়া করুন। (বনী ইসরাঈল ২৩–২৪)

হাদীস শরীফ

٨٧- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في عيادة المريض، رقم:١٤٣٣

৮৭. হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর ছয়টি হক রহিয়াছে। যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাহাকে সালাম করিবে। যখন দাওয়াত দেয় তখন তাহার দাওয়াত কবুল করিবে। যখন তাহার হাঁচি আসে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে) তখন উহার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে। যখন অসুস্থ হয় তখন তাহাকে দেখিতে যাইবে। যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার জানাযার সহিত যাইবে এবং তাহার জন্য উহাই পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে। (ইবনে মাজাহ)

٨٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ. رواه البخاري، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم:١٢٤٠

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি হক রহিয়াছে—সালামের জওয়াব দেওয়া, অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার সহিত যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। (বোখারী)

٨٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّٰى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. رواه مسلم، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.....، رقم:١٩٤

৮৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঐ পর্যন্ত জান্নাতে যাইতে পারিবে না যে পর্যন্ত মোমিন না হইয়া যাও। (অর্থাৎ তোমাদের যিন্দেগী ঈমানওয়ালা যিন্দেগী না হইয়া যায়।) এবং তোমরা ঐ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারিবে না যে পর্যন্ত পরস্পর একে অপরকে মহব্বত না কর। আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলটি বলিয়া দিব না, যাহা করিলে তোমাদের মধ্যে মহব্বত পয়দা হইবে? (উহা এই যে,) তোমরা পরস্পর সালামের খুব প্রচলন ঘটাও।

٩٠- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوْا. رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد٦٥/٨

৯০. হযরত দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা সালামের খুব প্রচলন ঘটাও। তাহা হইলে তোমরা উন্নত হইয়া যাইবে।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ـ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوْهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا

عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ. رواه البزار والطبراني وأحد إسنادى البزار جيد قوى، الترغيب ٣/٤٢٧

৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, সালাম আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা জমিনে নাযিল করিয়াছেন অতএব ইহাকে তোমরা পরস্পর খুব প্রসার কর। কেননা, মুসলমান যখন কোন কওমের উপর দিয়া অতিক্রম করে এবং তাহাদিগকে সালাম করে আর তাহারা জওয়াব প্রদান করে তখন তাহাদিগকে সালাম স্মরণ করাইয়া দেওয়ার কারণে সালামকারী ব্যক্তির ঐ কওমের উপর এক ধাপ ফযীলত হাসিল হয়। আর যদি তাহারা জওয়াব না দেয় তবে ফেরেশতাগণ যাহারা মানুষ হইতে উত্তম ঐ ব্যক্তির সালামের জওয়াব প্রদান করেন। (বাযযার, তাবারানী, তারগীব)

-৯২ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ. رواه أحمد ١/٤٠٦

৯২. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহ হইতে একটি আলামত এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধু পরিচয়ের ভিত্তিতে সালাম করিবে (মুসলমান হওয়ার ভিত্তিতে নয়।) (মুসনাদে আহমাদ)

-৯৩ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشْرٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُوْنَ.

رواه أبوداود، باب كيف السلام، رقم:٥١٩٥

৯৩. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং সে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন অতঃপর সে মজলিসে বসিয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দশ। অর্থাৎ তাহার সালামের কারণে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হইয়াছে। অতঃপর আরেকজন লোক আসিল এবং সে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে বসিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বিশ। অর্থাৎ তাহার জন্য বিশটি নেকী লেখা হইল। তারপর তৃতীয় একজন আসিল এবং সে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু বলিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে মজলিসে বসিয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ত্রিশ। অর্থাৎ তাহার জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হইল। (আবু দাউদ)

-৯৪ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ تَعَالَى مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ. رواه أبوداود، باب في فضل من بدأ بالسلام، رقم:٥١٩٧

৯৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে আগে সালাম করে। (আবু দাউদ)

-৯৫ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْئٌ مِنَ الْكِبْرِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٤٣٣

৯৫. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম করে সে অহংকার হইতে মুক্ত। (বায়হাকী)

-৯৬ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في التسليم ...، رقم:٢٦٩٨

৯৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার প্রিয় বেটা! যখন তুমি আপন ঘরে প্রবেশ কর তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম কর। ইহা তোমার জন্য এবং তোমার ঘরওয়ালাদের জন্য বরকতের কারণ হইবে। (তিরমিযী)

٩٧- عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ. رواه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٣٨٩

৯৭. হযরত কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি কোন ঘরে প্রবেশ কর তখন ঐ ঘরওয়ালাদেরকে সালাম কর। আর যখন (ঘর হইতে) বাহির হও তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করিয়া বিদায় হও। (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক)

٩٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في التسليم عند القيام ...، رقم: ٢٧٠٦

৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন মজলিসে যায় তখন যেন সালাম করে। তারপর যদি বসিতে চায় তবে বসে। অতঃপর যখন মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে তখন যেন পুনরায় সালাম করে। কেননা প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম হইতে উত্তম নয়। অর্থাৎ মুলাকাতের সময় যেমন সালাম করা সুন্নত তেমনি বিদায়ের সময়ও সালাম করা সুন্নত। (তিরমিযী)

٩٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ. رواه البخاري، باب تسليم القليل على الكثير، رقم: ٦٢٣١

৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ছোট বড়কে

সালাম করিবে। পথচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম করিবে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোকদেরকে সালাম করিবে। (বোখারী)

١٠٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٤٦٦

১০০. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পথচারী জামাতের মধ্য হইতে যদি এক ব্যক্তি সালাম করে তবে উহা সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট। এবং বসা লোকদের মধ্য হইতে যদি একজন জওয়াব দিয়া দেয় তবে সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট। (বায়হাকী)

١٠١- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) فَيَجِيْءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوْقِظُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب كيف السلام، رقم: ٢٧١٩

১০১. হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে তশরীফ আনিতেন তখন এমনভাবে সালাম করিতেন যে, ঘুমন্ত লোক জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত লোক শুনিয়া লয়। (তিরমিযী)

١٠٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِي السَّلَامِ. رواه الطبراني في الأوسط، وقال لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨/٦١

১০২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে দোয়া করিতে অক্ষম। অর্থাৎ দোয়া করে না। আর মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের মধ্যেও কৃপণতা করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

১০৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, সালামের পরিপূর্ণতা হইল মুসাফাহা। (তিরমিযী)

١٠٤- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا. رواه أبو داود، باب في المصافحة، رقم: ٥٢١٢

১০৪. হযরত বারা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে দুই মুসলমান পরস্পর মিলিত হয় এবং মোসাফাহা করে তাহারা পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١٠٥- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب محمد بن طحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨: ٧٥

১০৫. হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেন যখন মোমেনের সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহাকে সালাম করে এবং তাহার হাত ধরিয়া মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন বৃক্ষ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে।
(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٦- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوْبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِيْ يَوْمِ رِيْحٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨/٧٧

১০৬. হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করে ও তাহার হাত ধরিয়া লয় অর্থাৎ মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন প্রবল বাতাস চলার দিন শুকনা গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া পড়ে এবং উভয়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় ; যদিও তাহাদের গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٠٧- عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْ ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِيْ أَهْلِيْ، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. رواه أبو داود، باب في المعانقة، رقم: ٥٢١٤

১০৭. আনাযা গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সাক্ষাত করিবার সময় আপনাদের সহিত মুসাফাহাও করিতেন? তিনি বলিলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তিনি সর্বদা আমার সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন। একদিন তিনি আমাকে ঘর হইতে ডাকাইলেন, আমি তখন নিজ ঘরে ছিলাম না। যখন আমি ঘরে আসিলাম এবং আমাকে বলা হইল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকাইয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। এই সময় তিনি আপন চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এই মুয়ানাকা কতই না ভাল ছিল, কতই না ভাল ছিল!
(আবু দাউদ)

١٠٨- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّيْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّيْ مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. رواه الإمام مالك في الموطأ، باب في الإستئذان ص ٧٢٥

১০৮. হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আমার মাতার থাকিবার জায়গাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার নিকট হইতে অনুমতি চাহিব? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ। সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমি আমার মায়ের সহিত ঘরেই থাকি। তিনি এরশাদ করিলেন, অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিবে। সেই ব্যক্তি আরজ করিল, আমিই তাহার খাদেম। (এইজন্য বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয়।) তিনি এরশাদ করিলেন, অনুমতি লইয়াই যাইবে। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সেই ব্যক্তি আরজ করিল, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে অনুমতি লইয়াই প্রবেশ করিবে।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

١٠٩- عَنْ هُزَيْلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هٰكَذَا -عَنْكَ- أَوْ هٰكَذَا، فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ. رواه أبوداود، باب في الإستئذان، رقم:٥١٧٤

১০৯. হযরত হুযায়েল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রাযিঃ) আসিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সামনে (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতির জন্য দাঁড়াইলেন। এবং দরজার একেবারে সামনে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, (দরজার সামনে দাঁড়াইও না। বরং) ডানদিকে অথবা বামদিকে দাঁড়াও। (কেননা, দরজার সামনে দাঁড়াইলে ইহার সম্ভাবনা থাকে যে, হয়ত দৃষ্টি ভিতরে পড়িয়া যাইবে। আর) অনুমতি চাওয়া তো শুধু এইজন্যই যে, ভিতরে দৃষ্টি না পড়িয়া যায়। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ. رواه أبوداود، باب في الإستئذان، رقم:٥١٧٣

১১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন দৃষ্টি ঘরের ভিতর চলিয়া গেল তখন অনুমতি কোন জিনিস রহিল না, অর্থাৎ অনুমতি লওয়ার তখন কোন ফায়দা নাই। (আবু দাউদ)

١١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلٰكِنِ ائْتُوْهَا مِنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَأْذِنُوْا، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوْا وَإِلَّا فَارْجِعُوْا. قلت: له حديث رواه أبوداود غير هذا، رواه الطبراني من طرق ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨/٨٧

১১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বিশ্‌র (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, (মানুষের) ঘরে (প্রবেশ করিবার অনুমতি লওয়ার জন্য তাহাদের) দরজার সম্মুখে দাঁড়াইও না। কেননা হইতে পারে ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়িয়া যাইবে। বরং দরজার (ডান অথবা বাম) পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনুমতি চাও। যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় তবে প্রবেশ কর। নচেৎ ফিরিয়া আস।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ. رواه البخاري، باب لا يقيم الرجل الرجل ....، رقم:٦٢٦٩

১১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য ইহার অনুমতি নাই যে, অন্য কাহাকেও তাহার জায়গা হইতে উঠাইয়া নিজে ঐ জায়গায় বসিয়া পড়িবে। (বোখারী)

١١٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رواه مسلم، باب إذا قام من مجلسه ....، رقم:٥٦٨٩

১১৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের জায়গা হইতে (কোন প্রয়োজনে) উঠিয়াছে এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে তখন ঐ জায়গায় (বসিবার) ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার। (মুসলিম)

١١٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. رواه

أبوداؤد، باب فى الرجل يجلس ٠٠٠٠، رقم:٤٨٤٤

১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই ব্যক্তির মাঝখানে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত যেন বসা না হয়।

(আবু দাউদ)

١١٥- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ. رواه أبوداؤد، باب الجلوس وسط الحلقة، رقم:٤٨٢٦

১১৫. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির উপর লা'নত করিয়াছেন, যে মজলিসের মাঝখানে বসে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মজলিসের মাঝখানে উপবেশনকারী দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যে মানুষের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া মজলিসের মাঝখানে আসিয়া বসে। আর এক অর্থ এই যে, কিছু লোক গোলাকার হইয়া বসিয়া আছে এবং প্রত্যেকেই একজন আরেকজনের সামনাসামনি বসা আছে, এক ব্যক্তি আসিয়া এমনভাবে গোলাকারের মাঝখানে বসিয়া গেল যে, কিছুলোকের সামনাসামনি বসা বাকী থাকিল না।

(মাআরেফুল হাদীস)

١١٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. رواه أحمد٣/٧٦

১১৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, যেন আপন মেহমানের একরাম করে। তিনি এই কথা তিনবার এরশাদ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মেহমানের একরাম কি? এরশাদ করিলেন, (মেহমানের একরাম) তিন দিন। তিন দিন পর

যদি মেহমান থাকে তবে মেহমানকে খাওয়ান মেজবানের পক্ষ হইতে এহসান (অনুগ্রহ) হইবে। অর্থাৎ তিন দিন পর খানা না খাওয়ান অভদ্রতার অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٧- عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِيْ كَرِيْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتّٰى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهٖ وَمَالِهٖ. رواه أبوداؤد، باب ما جاء فى الضيافة، رقم:٣٧٥١

১১৭. হযরত মেকদাম আবু কারীমা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন গোত্রে (কাহারও নিকট) মেহমান হইল এবং সকাল পর্যন্ত ঐ মেহমান (খানা হইতে) বঞ্চিত থাকিল অর্থাৎ তাহার মেজবান রাত্রে মেহমানের মেহমানদারী করে নাই, এমতাবস্থায় তাহার সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এমনকি সে মেজবানদের সম্পদ ও শস্য হইতে নিজ রাত্রের মেহমানীর পরিমাণ উসুল করিয়া লইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহা ঐ অবস্থায় যখন মেহমানের নিকট খানাপিনার ব্যবস্থা না থাকে এবং সে বাধ্য হয়। আর যদি এই অবস্থা না হয় তবে ভদ্রতা হিসাবে মেহমানদারী করা মেহমানের হক। (মাজাহেরে হক)

١١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ: كُلُوْا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهٖ فَيَحْتَقِرَ مَا فِيْ بَيْتِهٖ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوْا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ. رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط وأبويعلى إلا أنه قال: وَكَفٰى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ يَحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ. وفى إسناد أبى يعلى أبوطالب القاص ولم أعرفه وبقية رجال أبى يعلى وثقوا. وفى الحاشية: أبوطالب القاص هو يحيى بن يعقوب بن مدرك ثقة، مجمع الزوائد٨/٣٢٨

১১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে উমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত জাবের (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের এক জামাতের সহিত আমার নিকট তশরীফ আনিলেন।

হযরত জাবের (রাযিঃ) সাথীদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করিলেন এবং বলিলেন, ইহা খাও, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সিরকা উত্তম সালন। মানুষের জন্য ধ্বংস যে, তাহার কয়েকজন ভাই তাহার নিকট আসে, আর সে ঘরে যাহা আছে উহা তাহাদের সামনে পেশ করাকে কম মনে করে, এবং লোকেদের জন্য ধ্বংস যে, তাহাদের সামনে যাহা পেশ করা হয় তাহারা উহাকে তুচ্ছ ও কম মনে করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষের খারাবীর জন্য ইহা যথেষ্ট যে, যাহা তাহার সম্মুখে পেশ করা হয় সে উহাকে কম মনে করে।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١١٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه البخاري، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، رقم:٦٢٢٦

১১৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই অপছন্দ করেন। যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও হাঁচি আসে এবং সে আলহামদুলিল্লাহ বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের জন্য যে উহা শোনে জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা জরুরী। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। অতএব যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও হাই আসে তখন যথাসম্ভব উহাকে প্রতিহত করা চাই। কেননা যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ হাই তোলে তখন শয়তান হাসে। (বোখারী)

١٢٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في زيارة الأخوان، رقم:٢٠٠٨

১২০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে দেখার জন্য অথবা আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন একজন ফেরেশতা ডাকিয়া বলে তুমি বরকতময়, তোমার চলা বরকতময় আর তুমি জান্নাতে ঠিকানা বানাইয়া লইয়াছ। (তিরমিযী)

١٢١- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم:٦٥٥٤

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত সওবান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে জান্নাতের খোরফার ভিতরে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! জান্নাতের খোরফা কি? এরশাদ করিলেন, জান্নাত হইতে আহরিত ফল। (মুসলিম)

١٢٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! وَمَا الْخَرِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ. رواه أبوداود، باب في فضل العيادة على وضوء، رقم:٣٠٩٧

১২২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওজু করে অতঃপর সওয়াবের আশা লইয়া আপন মুসলমান অসুস্থ ভাইকে দেখিতে যায়, তাহাকে দোযখ হইতে সত্তর খরীফ দূর করিয়া দেওয়া হয়। হযরত সাবেত বানানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু হামযা! খরীফ কাহাকে বলে? বলিলেন, বৎসরকে বলে। অর্থাৎ সত্তর বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হয়। (আবু দাউদ)

١٢٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَإِنَّمَا يَخُوْضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا لِلصَّحِيْحِ الَّذِي يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ فَالْمَرِيْضُ مَا لَهُ ؟ قَالَ: تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ. رواه أحمد ٣/١٧٤

১২৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়। যখন সে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট বসিয়া যায় তখন রহমত তাহাকে ঢাকিয়া লয়। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফযীলত তো আপনি ঐ সুস্থ ব্যক্তির জন্য এরশাদ করিলেন যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায়, কিন্তু স্বয়ং অসুস্থ ব্যক্তি কি পায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (মুসনাদে আহমদ)

١٢٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيْهَا. رواه أحمد ٣/٤٦٠ وفى حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والأوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا يَزَالُ يَخُوْضُ فِيْهَا حَتّٰى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ. ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣/٢٢

১২৪. হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে দেখিতে যায় সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয় এবং (যখন অসুস্থ লোককে দেখিবার জন্য) তাহার নিকট বসে তখন সে রহমতের মধ্যে অবস্থান করে। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আমর ইবনে হাযম (রাযিঃ)এর বর্ণনায় আছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে উঠিয়া যাওয়ার পরও সে রহমতের মধ্যে ডুব দিতে থাকে। যে পর্যন্ত না সে যেখান হইতে অসুস্থকে দেখার জন্য রওয়ানা হইয়াছিল সেখানে পৌছিয়া যায়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٢٥- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب حسن، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم: ٩٦٩

১২৫. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখিতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। আর যে সন্ধ্যায় দেখিতে যায়, সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে এবং জান্নাতে সে একটি বাগান পায়। (তিরমিযী)

١٢٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم: ١٤٤١

১২৬. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যাও তখন তাহাকে বল, সে যেন তোমার জন্য দোয়া করে। কেননা তাহার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত (কবুল হয়)।
(ইবনে মাজাহ)

١٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَخَا الْأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِيْ فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتّٰى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّٰى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ. رواه مسلم، باب فى عيادة المرضى، رقم: ٢١٣٨

১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। একজন

আনসারী সাহাবী আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন। তারপর ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে ওবাদা কেমন আছেন? তিনি আরজ করিলেন, ভাল আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁহার সহিত বসা সাহাবায়ে কেরামকে) এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে তাহাকে দেখিতে যাইবে? ইহা বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া গেলাম। আমরা দশজনের অধিক লোক ছিলাম। আমাদের নিকট না জুতা ছিল, না মোজা, না টুপি, না কামিস। আমরা এই পাথরময় জমিনের উপর চলিয়া হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর নিকট বসিলাম। (তখন) তাঁহার কওমের যে সমস্ত লোক তাঁহার নিকট ছিল তাহারা পিছনে সরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম হযরত সা'দ (রাযিঃ)এর নিকটে পৌছিয়া গেলেন। (মুসলিম)

١٢٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِىْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوى ٦/٧

১২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি আমল এক দিনে করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতবাসীদের মধ্যে লিখিয়া দেন—অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছে, জানাযায় শরীক হইয়াছে, রোযা রাখিয়াছে, জুমআর নামাযে গিয়াছে এবং গোলাম আজাদ করিয়াছে। (ইবনে হিব্বান)

١٢٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِىْ بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٢/٩٥

১২৯. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ করে সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীর মধ্যে আছে। যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে। যে সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে। যে কোন শাসকের নিকট তাহার সাহায্য করিবার জন্য যায় সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় আছে। আর যে নিজ ঘরে এমনভাবে থাকে যে কাহারও গীবত করে না সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারীতে আছে।

(ইবনে হিব্বান)

١٣٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعْنَ فِىْ امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه، رقم: ٦١٨٢

১৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আজকে তোমাদের মধ্য হইতে কে রোযা রাখিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে জানাযার সহিত গিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে মিসকীনকে কে খানা খাওয়াইয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে এই বিষয়গুলি জমা হইবে সে অবশ্যই জান্নাতে দাখেল হইবে। (মুসলিম)

١٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللّٰهَ

الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوْفِيَ. رواه الترمذى وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما يقول عند عيادة المريض، رقم:٢٠٨٣

১৩১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান বান্দা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যায় এবং সাতবার এই দোয়া পড়ে—

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

'আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিতেছি যিনি মহান, মহান আরশের মালিক, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করিয়া দেন।'

সে অবশ্যই সুস্থ হইবে। হাঁ যদি তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া গিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। (তিরমিযী)

١٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. رواه مسلم، باب فضل الصلوة على الجنازة وأتباعها، رقم:٢١٨٩ وفى رواية له: **أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.** رقم:٢١٩٢

১৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয় এবং জানাযার নামায হওয়া পর্যন্ত জানাযার সহিত থাকে তাহার এক কীরাত সওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয় এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত জানাযার সহিত থাকে তাহার দুই কীরাত সওয়াব লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, দুই কীরাত কি? এরশাদ করিলেন, (দুই কীরাত) দুইটি বড় পাহাড়ের সমান। আরেক রেওয়ায়াতে আছে যে, তন্মধ্যে ছোট পাহাড়টি অহুদ পাহাড়ের মত। (মুসলিম)

١٣٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ. رواه مسلم، باب من صلى عليه مائة . . . . ، رقم:٢١٩٨

১৩৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মৃতের উপর মুসলমানদের একটি বড় জামাত নামায পড়ে যাহার সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার নিকট এই মৃতের জন্য সুপারিশ করে অর্থাৎ ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করে তাহাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল হইবে। (মুসলিম)

١٣٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى أجر من عزى مصابا، رقم:١٠٧٣

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয় সে উক্ত বিপদগ্রস্ত লোকের মত সওয়াব পায়। (তিরমিযী)

١٣٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء فى ثواب من عزى مصابا، رقم:١٦٠١

১৩৫. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুমিন আপন কোন মুমিন ভাইয়ের মুসীবতে তাহাকে ছবর করার ও শান্ত থাকার জন্য বলে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে ইজ্জতের পোশাক পরাইবেন। (ইবনে মাজাহ)

١٣٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ. ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ،

وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ. رواه مسلم، باب فى إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم:٢١٣٠

১৩৬. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার এন্তেকালের পর তশরীফ আনিলেন। হযরত আবু সালামা (রাযিঃ)এর চোখ দুইটি খোলা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা বন্ধ করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন চোখ গমনকারী রূহকে দেখিবার জন্য উপরে উঠিয়া থাকিয়া যায়। (এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখ বন্ধ করিলেন।) তাহার ঘরের কিছু লোক আওয়াজ করিয়া কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিল। (হইতে পারে কোন অসঙ্গত কথাও তাহারা বলিয়াছে।) তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমরা নিজেদের জন্য শুধু ভালোর দোয়া কর। কেননা ফেরেশতা তোমাদের দোয়ার উপর আমীন বলে। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে মাফ করিয়া দিন। তাহাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল করিয়া তাহার মর্যাদা বুলন্দ করিয়া দিন। তাহার পর যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহাদের নেগাহবানী করুন। হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের এবং তাহার মাগফেরাত করিয়া দিন। তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দিন এবং তাহার কবরকে আলোকিত করিয়া দিন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমানের জন্য এই দোয়া করিবে তখন 'আবি সালামা'র স্থলে মৃত ব্যক্তির নাম লাইবে এবং নামের পূর্বে যেরযুক্ত লাম লাগাইবে। যেমন লিযাইদিন বলিবে।

١٣٧- عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ ـ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ـ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهٖ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهٖ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ. رواه مسلم، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم:٦٩٢٩

১৩৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিতেন, মুসলমানের দোয়া আপন মুসলমানের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে কবুল হয়। দোয়াকারীর মাথার দিকে একজন ফেরেশতা নির্ধারিত আছে। যখনই এই দোয়াকারী আপন ভাইয়ের জন্য মঙ্গলের দোয়া করে তখন উহার উপর ঐ ফেরেশতা আমীন বলে এবং (দোয়াকারীকে) বলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও এইরূপ কল্যাণ দান করুন যাহা তুমি আপন ভাইয়ের জন্য চাহিয়াছ। (মুসলিম)

١٣٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. رواه البخارى، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ...، رقم:١٣

১৩৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ সময় পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানওয়ালা হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ না করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে। (বোখারী)

١٣٩- عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَسْرِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ جَدِّىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: فَأَحِبَّ لِأَخِيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. رواه أحمد٤/٧٠

১৩৯. হযরত খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কুসারী (রহঃ) আপন পিতা হইতে এবং তিনি আপন দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তোমার কি জান্নাত পছন্দ হয়? অর্থাৎ তুমি কি জান্নাতে যাওয়া পছন্দ কর? আমি আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। এরশাদ করিলেন, আপন ভাইয়ের জন্য উহাই পছন্দ কর যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর। (মুসনাদে আহমাদ)

١٤٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهٖ، وَلِرَسُوْلِهٖ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ. رواه النسائى، باب النصيحة للإمام، رقم:٤٢٠٤

১৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম, নিঃসন্দেহে দ্বীন এখলাস ও ওয়াদা পালনের নাম। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাহার সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত, আল্লাহ তায়ালার রাসূলের সহিত, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সহিত, মুসলমানদের শাসকদের সহিত এবং তাহাদের সর্বসাধারণের সহিত। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালনের অর্থ এই যে, তাহার উপর ঈমান আনা হয়, তাহাকে পরম মহব্বত করা হয়, তাহাকে ভয় করা হয়, তাহার আনুগত্য ও এবাদত করা হয় এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হয় না।

আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, উহার উপর ঈমান আনা হয়, উহার আদব ও সম্মানের হক আদায় করা হয়, উহার এলেম হাসিল করা হয়, উহার এলেম প্রচার করা হয় এবং উহার উপর আমল করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হয়, তাঁহার সম্মান করা হয়, তাঁহাকে ও তাঁহার সুন্নতকে মহব্বত করা হয়, তাঁহার তরীকাকে জিন্দা করা হয়, তাঁহার আনিত দাওয়াতকে প্রচার করা হয় এবং অন্তর দ্বারা তাঁহার অনুসরণের মধ্যে নিজের নাজাত বিশ্বাস করা হয়।

মুসলমানদের শাসকদের সহিত এখলাস ও ওয়াদাপালন এই যে, তাহাদের জিম্মাদারী আদায়ের ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করা হয়, তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা হয়, যদি তাহাদের কোন ভুলত্রুটি নজরে আসে তবে উত্তম পন্থায় উহার সংশোধনের চেষ্টা করা হয়, তাহাদিগকে ভাল পরামর্শ দেওয়া হয় এবং জায়েয কাজে তাহাদের কথা মানা হয়।

সাধারণ মুসলমানদের সহিত এখলাস ও ওয়াদা পালন এই যে, তাহাদের সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার পুরা পুরা খেয়াল রাখা হয়, তন্মধ্যে নম্রতা ও এখলাসের সহিত তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি মনোযোগী করা, তাহাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া তাহাদের স্বভাবে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ পয়দা করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের উপকার নিজের

উপকার ও তাহাদের ক্ষতি নিজের ক্ষতি মনে করা হয়। যথাসম্ভব তাহাদের সাহায্য করা হয়, তাহাদের হক আদায় করা হয়। (নববী)

١٤١- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ حَوْضِى مَا بَيْنَ عَدَنَ إِلٰى عَمَّانَ، أَكْوَابُهُ عَدَدُ النُّجُوْمِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ، أَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْثُ الرُّؤُوْسِ، دُنْسُ الثِّيَابِ الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يُعْطُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطَوْنَ مَا لَهُمْ. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٥٧

১৪১. হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজের জায়গা আদান হইতে আম্মান পর্যন্ত দূরত্বের সমান। উহার পেয়ালা সংখ্যার দিক দিয়া আসমানের তারকাসমূহের মত (অসংখ্য)। উহার পানি বরফের চাইতে বেশী সাদা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্ট। এই হাউজের উপর যে সমস্ত লোক সর্বপ্রথম আসিবে তাহারা হইবেন গরীব মুহাজিরগণ। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলিয়া দিন ঐ সমস্ত লোক কাহারা হইবেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এলোমেলো চুলওয়ালা। ময়লাযুক্ত পোশাকওয়ালা। যাহারা নাজ–নেয়ামতের মধ্যে পালিত নারীদেরকে বিবাহ করিতে পারে না। যাহাদের জন্য দরজা খোলা হয় না। অর্থাৎ যাহাদেরকে খোশ আমদেদ বলা হয় না এবং তাহারা ঐ সমস্ত হক আদায় করে যাহা তাহাদের জিম্মায় রহিয়াছে, অথচ তাহাদের হক আদায় করা হয় না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ আদান ইয়ামানের বিখ্যাত একটি জায়গা। আর আম্মান জর্দানের বিখ্যাত শহর। পরিচয়ের জন্য এই হাদীসে আদান ও আম্মান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থ এই যে, এই দুনিয়াতে আদান ও আম্মানের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব আখেরাতে হাউজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এই দূরত্বের সমান। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, হাউজের জায়গা অবিকল এতটুকু দূরত্বের সমান বরং ইহা বুঝাইবার জন্য যে, হাউজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ শত শত মাইল জুড়িয়া প্রসারিত রহিয়াছে। (মাআরেফুল হাদীস)

١٤٢- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَكُوْنُوا إِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلٰكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الإحسان والعفو، رقم:٢٠٠٧

১৪২. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা অন্যদের দেখাদেখি কাজ করিও না অর্থাৎ এইরূপ বলিও না যে, যদি মানুষ আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিব আর মানুষ যদি আমাদের উপর জুলুম করে তবে আমরাও তাহাদের উপর জুলুম করিব। বরং তোমরা নিজেরা এই কথার উপর মজবুত থাক যে, লোকেরা যদি ভাল করে তবে তোমরাও ভাল করিবে। আর লোকেরা যদি খারাপ ব্যবহার করে তবুও তোমরা জুলুম করিবে না। (তিরমিযী)

١٤٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلّٰهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا.....، رقم:٦١٢٦

১৪৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কাহারও নিকট হইতে প্রতিশোধ লন নাই। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে কেহ লিপ্ত হইত তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করিবার কারণে শাস্তি প্রদান করিতেন। (বোখারী)

١٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. رواه مسلم، باب ثواب العبد.....، رقم:٤٣١٨

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে গোলাম নিজের মনিবের সহিত কল্যাণকামিতা ও ওয়াদা রক্ষা করে এবং

আল্লাহ তায়ালার এবাদতও উত্তমরূপে করে সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে। (মুসলিম)

١٤٥- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. رواه أحمد٤/٤٤٢

১৪৫. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্য কাহারও উপর কোন হক (করজ ইত্যাদি) রহিয়াছে এবং সে ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আদায় করার ব্যাপারে সময় দেয় তাহার প্রত্যেকটি দিনের বদলে সদকার সওয়াব লাভ হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٤٦- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. رواه أبوداود، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم:٤٨٤٣

১৪৬. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন প্রকার লোকের একরাম করা আল্লাহ তায়ালার সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। এক—বৃদ্ধ মুসলমান, দ্বিতীয়—ঐ কুরআনে হাফেয যে মধ্যপন্থার উপর থাকে, তৃতীয়—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মধ্যপন্থার উপর থাকার অর্থ এই যে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের এহতেমামও করে এবং রিয়াকারদের মত তাজবীদ ও হরফসমূহ আদায় করার মধ্যে সীমালংঘন না করে। (বজলুল মজহুদ)

١٤٧- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد والطبراني باختصار ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٣٨٨/٥

১৪৭. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়াতে নিয়োজিত বাদশাহের একরাম করে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার একরাম করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে দুনিয়াতে নিয়োজিত বাদশাহের অসম্মান করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٦٢/١

১৪৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বরকত তোমাদের বড়দের সহিত রহিয়াছে। (মুসতাদরাক হাকেম)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যাহাদের বয়স বেশী এবং এই কারণে নেকীও বেশী তাহাদের মধ্যে খায়ের বরকত রহিয়াছে। (হাশিয়া তারগীব)

١٤٩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٣٨/١

১৪৯. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না, এবং আমাদের আলেমগণের হক বুঝে না, তাহারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٥٠- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أُوْصِي الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِيْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَأُوْصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ، وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ، وَأَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيُذِلَّهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكَفِّرَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَقْطَعَ نَسْلَهُمْ، وَأَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُوْنَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ. رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٦١/٨

১৫০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে ভয় করিবার ওসিয়ত করিতেছি এবং তাহাকে মুসলমানদের জামাত সম্পর্কে এই অসিয়ত করিতেছি যে, সে যেন মুসলমানদের বড়দের সম্মান করে, তাহাদের ছোটদের উপর রহম করে, তাহাদের উলামাদের ইজ্জত করে, তাহাদেরকে এইরূপ প্রহার না করে যে, অপদস্থ করিয়া দেয়। তাহাদেরকে এইরূপ ভয় না দেখায় যে, কাফের বানাইয়া দেয়। তাহাদেরকে খাসী না করে যে, তাহাদের বংশ খতম করিয়া দেয় এবং আপন দরজা তাহাদের ফরিয়াদ শুনিবার জন্য বন্ধ না করে, যাহার কারণে শক্তিশালী লোক দুর্বলদিগকে খাইয়া ফেলে। অর্থাৎ জুলুম ব্যাপক হইয়া যায়। (বায়হাকী)

١٥١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ. رواه أبوداود، باب في الحد يشفع فيه، رقم: ٤٣٧٥

১৫১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেক লোকদের ভুলত্রুটি মাফ করিয়া দাও। হাঁ যদি তাহারা এমন কোন গুনাহ করে যে কারণে তাহাদের উপর হদ (দণ্ড) জারী হয়, তবে উহা মাফ করা হইবে না। (আবু দাউদ)

١٥٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ٢٨٢١

১৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন যে, এই বার্ধক্য মুসলমানের নূর। (তিরমিযী)

١٥٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده حسن ٢٥٣/٧

১৫৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাদা চুল উঠাইয়া ফেলিও না। কেননা ইহা কেয়ামতের দিন নূরের কারণ হইবে। যে ব্যক্তি ইসলামের অবস্থায় বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ যখন কোন মুসলমানের একটি চুল সাদা হয় তখন ইহার কারণে তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেওয়া হয়, একটি গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং একটি মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয়। (ইবনে হিব্বান)

-١٥٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَقْوَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلٰى غَيْرِهِمْ. رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١/٣٥٨

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে বিশেষভাবে নেয়ামতসমূহ এইজন্য দান করেন যাহাতে তাহারা মানুষের উপকার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মানুষের উপকার করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এইসব নেয়ামতের মধ্যেই রাখেন। আর যখন তাহারা এইরূপ করা ছাড়িয়া দেয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হইতে নেয়ামতসমূহ লইয়া অন্যদেরকে দিয়া দেন। (তাবারানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, জামে সগীর)

-١٥٥ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيْءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في صنائع المعروف، رقم:١٩٥٦

১৫৫. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার আপন (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসি সদকা। কাহাকেও তোমার নেক কাজের হুকুম

করা ও খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা সদকা। কোন পথভ্রষ্টকে রাস্তা বলিয়া দেওয়া সদকা। দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন লোককে রাস্তা দেখান সদকা। পাথর, কাঁটা, হাড্ডি (ইত্যাদি) রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া সদকা এবং তোমার নিজের বালতি হইতে নিজ (মুসলমান) ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢালিয়া দেওয়া সদকা। (তিরমিযী)

-١٥٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَشٰى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد ٨/٣٥١

১৫৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কোন ভাইয়ের কাজের জন্য পায়ে হাঁটিয়া যায়, তাহার এই কাজ দশ বৎসরের এতেকাফ অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি একদিনের এতেকাফও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করে আল্লাহ তায়ালা তাহার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক আড় করিয়া দেন। প্রতি খন্দক আসমান ও জমিনের দূরত্ব হইতে বেশী। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

-١٥٧ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِيْ طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقُوْلَانِ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. رواه أبوداود، باب الرجل يذب

১৫৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালহা ইবনে সাহ্ল আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাহায্য হইতে এমন সময় হাত গুটাইয়া লয় যখন তাহার ইজ্জতের উপর হামলা করা হইতেছে এবং তাহার সম্মানের ক্ষতি করা হইতেছে, তখন আল্লাহ

তায়ালা তাহাকে এমন সময় নিজের সাহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আগ্রহী (ও তলবকারী) হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এমন সময় সাহায্য ও সহানুভূতি করে যখন তাহার ইজ্জতের উপর হামলা করা হইতেছে ও সম্মান নষ্ট করা হইতেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা এমন সময় তাহার সাহায্য করিবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করিবে। (আবু দাউদ)

١٥٨- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلّٰهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. رواه الطبرانى من رواية عبد الله بن جعفر، الترغيب٢/٥٧٧، وعبد الله بن جعفر وثقه أبو حاتم وأبوزرعة وابن حبان، الترغيب٤/٥٧٣

১৫৮. হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাবলীকে গুরুত্ব দেয় না বা উহা সম্পর্কে চিন্তা করে না, সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বিকাল আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তাঁহার কিতাব, তাঁহাদের ইমাম অর্থাৎ বর্তমান খলীফা এবং মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনাকারী না হইবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্র দিনে কখনও এই নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা হইতে খালি হইবে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তাবারানী, তারগীব)

١٥٩- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه أبوداؤد، باب المؤاخاة، رقم:٤٨٩٣

১৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

١٦٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ. رواه البزار من رواية زياد بن عبد الله النميرى وقد وثق وله شواهد، الترغيب١/١٢٠

১৬০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ভাল কাজের দিকে পথ দেখায় সে ভাল কাজ করনেওয়ালার সমান ছওয়াব পায়। আর আল্লাহ তায়ালা পেরেশান ও বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা পছন্দ করেন। (বায্যার, তারগীব)

١٦١- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيْ مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. رواه الدارقطنى وهو حديث صحيح، الجامع الصغير٢/٦٦١

১৬১. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানওয়ালা নিজেও অন্যকে মহব্বত করে আর তাহাকেও অন্যরা মহব্বত করে। আর যে নিজে অন্যকে মহব্বত করে না এবং তাহাকেও অন্যেরা মহব্বত করে না ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। আর সর্বোত্তম ব্যক্তি সে–ই যাহার দ্বারা মানুষের সর্বাধিক উপকার লাভ হয়। (দারা কুতনী, জামে সগীর)

١٦٢- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخارى، باب كل معروف صدقة، رقم:٦٠٢٢

১৬২. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, সে যেন সদকা করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, যদি তাহার নিকট সদকা করার জন্য কিছু না থাকে তবে কি করিবে? এরশাদ করিলেন, নিজ হাতে মেহনত মজদুরী করিয়া নিজের উপকার করিবে এবং সদকাও করিবে। লোকেরা আরজ করিল, যদি ইহাও না করিতে পারে অথবা (করিতে পারে তবুও) না করে? এরশাদ করিলেন, কোন দুঃখিত মোহতাজ ব্যক্তির সাহায্য করিবে। আরজ করিল, যদি ইহাও না করে? এরশাদ করিলেন, কাহাকেও ভাল কথা বলিয়া দিবে। আরজ করিলেন, যদি ইহাও না করে। এরশাদ করিলেন, তবে (কমপক্ষে) কাহারও ক্ষতি করা হইতে

বিরত থাকিবে। কেননা ইহাও তাহার জন্য সদকা। (বোখারী)

١٦٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَآئِهِ. رواه أبوداود، باب في النصيحة والحياطة، رقم:٤٩١٨

১৬৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে তাহার লোকসানকে রুখিয়া রাখে এবং সর্বদিক হইতে তাহার হেফাজত করে। (আবু দাউদ)

١٦٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ. رواه البخاري، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه ....، رقم:٦٩٥٢

১৬৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন মুসলমান ভাইকে সর্বাবস্থায় সাহায্য কর ; চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মজলুম হওয়ার অবস্থায় তো আমি তাহাকে সাহায্য করিব ; ইহা বলিয়া দিন যে, জালেম হওয়া অবস্থায় কিভাবে তাহার সাহায্য করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া রাখ। কেননা জালেমকে জুলুম করা হইতে ফিরাইয়া রাখাই তাহার সাহায্য করা। (বোখারী)

١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ، اِرْحَمُوْا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. رواه أبوداود، باب في الرحمة، رقم:٤٩٤١

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, দয়াকারীদের উপর রহমান (আল্লাহ তায়ালা) রহম করেন। তোমরা জমিনবাসীদের উপর রহম

কর, তাহা হইলে আসমানওয়ালা (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের উপর রহম করিবেন। (আবু দাউদ)

١٦٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. رواه أبوداود، باب في نقل الحديث، رقم:٤٨٦٩

১৬৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিস হইল আমানত। (মজলিসের মধ্যে যে সমস্ত গোপন কথা বলা হয় সেইগুলি কাহাকেও বলা জায়েয নাই।) অবশ্য তিন প্রকার মজলিস এমন যে, সেইগুলি (আমানত নয়। বরং অন্যদের নিকট সেইগুলির কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরী—) ১. যে মজলিসে নাহক খুন–খারাবীর ষড়যন্ত্র করা হয়। ২. যে মজলিসের সম্পর্ক যেনা–ব্যভিচারের সাথে রহিয়াছে। ৩. যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কাহারও সম্পদ লুণ্ঠন করার সাথে রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে এই তিন প্রকার বিষয় উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মজলিসে কোন গুনাহ, জুলুম ও অন্যায় বিষয়ের পরামর্শ হয় এবং তোমাকেও উহাতে শরীক করা হয় তবে উহাকে কোন অবস্থাতেই গোপন রাখিও না। (মাআরেফুল হাদীস)

١٦٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. رواه النسائي، باب صفة المؤمن، رقم:٤٩٩٨

১৬৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিন ঐ ব্যক্তি যাহার ব্যাপারে মানুষ নিজেদের জানমাল সম্পর্কে নিরাপদ থাকে। (নাসাঈ)

١٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ. رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون.....

১৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান হেফাজতে থাকে। আর মুহাজির অর্থাৎ পরিত্যাগকারী ঐ ব্যক্তি যে ঐ সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দেয় যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। (বোখারী)

١٦٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. رواه البخارى، باب أى الإسلام أفضل، رقم:١١

১৬৯. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ মুসলমানের ইসলাম শ্রেষ্ঠ? এরশাদ করিলেন, যে (মুসলমানের) জবান ও হাত হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ জবানের দ্বারা কষ্ট পৌছানোর মধ্যে কাহারও সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কাহাকেও অপবাদ দেওয়া, গালিগালাজ করা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর হাত দ্বারা কষ্ট পৌছানোর মধ্যে কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারধর করা, কাহারও সম্পদ অন্যায়ভাবে নেওয়া ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (ফাতহুল বারী)

١٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رُدِّىَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ. رواه أبوداود، باب فى العصبية، رقم:٥١١٧

১৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন কওমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে সে ঐ উটের মত যাহা কোন কূয়াতে পড়িয়া গিয়াছে এবং উহাকে লেজ ধরিয়া বাহির করা হইতেছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, কওমকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করিয়া সম্মান হাসিল করা এমনই অসম্ভব যেমন কুয়াতে পতিত উটকে লেজ ধরিয়া বাহির করা অসম্ভব। (মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

١٧١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلٰى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ

১৭১. হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের অহমিকার দাওয়াত দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আসাবিয়াতের ভিত্তির উপর লড়াই করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আসাবিয়াতের জোশের উপর মারা যায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

١٧٢- عَنْ فُسَيْلَةَ رَحِمَهَا اللّٰهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَاهَا يَقُوْلُ: سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. رواه أحمد٤/١٠٧

১৭২. হযরত ফুসাইলা (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপন কওমকে মহব্বত করাও কি আসাবিয়াতের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আপন কওমকে মহব্বত করা আসাবিয়াত নয়। বরং আসাবিয়াত এই যে, কওমের অন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের কওমকে সাহায্য করে। (মুসনাদে আহমদ)

١٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: اَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْىَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ. رواه ابن ماجه، باب الورع والتقوى، رقم:٤٢١٦

১৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি এরশাদ করিলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে দিলের দিক দিয়া মাখমুম এবং জবানের দিক দিয়া সত্যবাদী হয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জবানের দিক দিয়া সত্যবাদী ইহা তো আমরা বুঝিতেছি কিন্তু দিলের দিক দিয়া মাখমুম দ্বারা কি উদ্দেশ্য। এরশাদ করিলেন, দিলের দিক দিয়া মাখমুম ঐ ব্যক্তি যে

পরহেজগার, যাহার দিল পরিষ্কার, যাহার উপর না গুনাহের বোঝা আছে, না জুলুমের বোঝা আছে, না তাহার দিলের মধ্যে কাহারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ আছে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ 'যাহার দিল পরিষ্কার হয়' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যাহার দিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনা ও অহেতুক চিন্তা–ফিকির হইতে পবিত্র হয়। (মাজাহেরে হক)

١٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يُبَلِّغُنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ. رواه أبوداؤد، باب في رفع الحديث من المجلس، رقم:٤٨٦٠

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সাহাবীগণের মধ্য হইতে কেহ যেন আমার নিকট কাহারও সম্পর্কে কোন কথা না পৌঁছায়। কেননা আমার দিল চায় যে, আমি যখন তোমাদের নিকট আসি তখন যেন আমার দিল তোমাদের সকলের ব্যাপারে পরিষ্কার থাকে। (আবু দাউদ)

١٧٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوْءِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْأُوْلٰى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: إِنِّيْ لَاحَيْتُ أَبِيْ فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِيْ إِلَيْكَ حَتّٰى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِيَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلٰى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَبَّرَ

حَتّٰى يَقُوْمَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: غَيْرَ أَنِّيْ لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِيْ وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ! لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ غَضَبٌ وَلَا هُجْرٌ وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنَا ثَلَاثَ مِرَارٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ الْمِرَارِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ فَأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ؟ فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَثِيْرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِيْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِيْ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّيْ لَا أَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلٰى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: هٰذِهِ الَّتِيْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لَا نُطِيْقُ. رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/١٥٠

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। এমন সময় একজন আনসারী আসিলেন। যাহার দাড়ি হইতে অজুর পানির ফোটা টপকাইয়া পড়িতেছিল এবং তিনি জুতা বাম হাতে লইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী ঐ অবস্থাতেই আসিলেন, যে অবস্থাতে প্রথমবার আসিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথাই বলিলেন এবং সেই আনসারী ঐ প্রথম অবস্থাতেই আসিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মজলিস হইতে) উঠিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) সেই আনসারীর পিছনে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, আমার পিতার সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, যে কারণে আমি কসম খাইয়াছি যে, তিন দিন তাহার নিকট যাইব না। যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে আমাকে আপনার এখানে তিন দিন অবস্থান করিতে দিন। তিনি বলিলেন, বেশ ভাল। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করিতেন যে, আমি তাহার নিকট তিন রাত্র অতিবাহিত করিয়াছি। আমি তাহাকে রাত্রে কোন এবাদত করিতে দেখি

নাই। তবে যখন রাত্রে তাহার চোখ খুলিয়া যাইত এবং বিছানার উপর পার্শ্ব বদলাইতেন তখন আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেন ও আল্লাহু আকবার বলিতেন। এইভাবে ফজরের নামাযের জন্য বিছানা হইতে উঠিতেন। আরেকটি বিষয় ইহাও ছিল যে, আমি তাঁহার নিকট হইতে ভাল ছাড়া অন্য কিছু শুনি নাই। যখন তিন রাত্র অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আমি তাঁহার আমলকে মামুলি মনে করিতে লাগিলাম (এবং আমি আশ্চর্যবোধ করিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এত বড় সুসংবাদ দিয়াছেন অথচ তাঁহার কোন খাছ আমল তো নাই!) তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার এবং আমার পিতার মধ্যে না কোন অসন্তুষ্টি হইয়াছে এবং না কোন বিচ্ছেদ হইয়াছে। তবে ঘটনা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আপনার সম্পর্কে) তিনবার এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি—এখনই তোমাদের নিকট একজন বেহেশতী লোক আসিবে। অতঃপর তিনবারই আপনি আসিয়াছেন। তখন আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমি আপনার এখানে থাকিয়া আপনার বিশেষ আমল দেখিব। যাহাতে (ঐ আমলগুলির ব্যাপারে) আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। আমি আপনাকে বেশী আমল করিতে দেখি নাই। (এখন আপনি বলুন,) আপনার ঐ বিশেষ আমল কোন্‌টি যাহার কারণে আপনি এই মর্তবায় পৌঁছিয়াছেন? যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন। ঐ আনসারী বলিলেন, আমার কোন খাছ আমল তো নাই। এই সব আমলই আছে যাহা তুমি দেখিয়াছ। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, (আমি ইহা শুনিয়া রওয়ানা দিলাম।) যখন আমি ফিরিয়া চলিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমার আমল তো ঐগুলিই যাহা তুমি দেখিয়াছ। অবশ্য একটা কথা এই যে, আমার দিলের মধ্যে কোন মুসলমান সম্পর্কে কুটিলতা নাই এবং কাহাকেও আল্লাহ তায়ালা কোন খাছ নেয়ামত দান করিয়া রাখিলে উহার উপর আমি তাহাকে হিংসা করি না। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, ইহাই সেই আমল, যাহার কারণে আপনি ঐ মর্তবায় পৌঁছিয়াছেন। আর ইহা এমন আমল যাহা আমরা করিতে পারি না।

(মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٧٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وَسَّعَ عَلٰى مَكْرُوْبٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ،

وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ. رواه أحمد ٢/٢٧٤

১৭৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর করে আল্লাহ তায়ালা তাহার আখেরাতের বিপদ দূর করিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তাহার দোষত্রুটি গোপন রাখিবেন। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিতে থাকেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَانَ رَجُلَانِ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُوْلُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيْبًا؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ! لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهٰذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِيْ عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلٰى مَا فِيْ يَدِيْ قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ. رواه أبو داود، باب في النهي عن البغي، رقم: ٤٩٠١

১৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, বনী ইসরাঈলে দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গুনাহ করিত এবং দ্বিতীয় জন খুব এবাদত করিত। এবাদতকারী যখনই গুনাহগারকে গুনাহ করিতে দেখিত তখন তাহাকে বলিত, তুমি গুনাহ হইতে ফিরিয়া যাও। একদিন তাহাকে গুনাহ করিতে দেখিয়া বলিল, তুমি গুনাহ হইতে ফিরিয়া যাও। উত্তরে সে বলিল, আমাকে আমার রবের উপর ছাড়িয়া দাও (আমি বুঝিব এবং আমার রব বুঝিবে)। তোমাকে কি আমার উপর পাহারাদার বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে? আবেদ (রাগান্বিত হইয়া) বলিল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করিবেন না। অথবা ইহা বলিয়াছে যে,

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন না। অতঃপর দুইজনই মারা গেল এবং (রূহজগতে) উভয়েই আল্লাহ তায়ালার সামনে একত্রিত হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা আবেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানিতে (যে, আমি মাফ করিব না)? অথবা মাফ করার বিষয়টি যাহা আমার ক্ষমতায় রহিয়াছে উহার উপর কি তোমার ক্ষমতা ছিল (যে, তুমি মাফ করা হইতে আমাকে ফিরাইয়া রাখিবে?) আর গুনাহগার লোকটিকে বলিলেন, আমার রহমতে জান্নাতে চলিয়া যাও। (কেননা সে রহমতের আশাবাদী ছিল।) আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ আবেদ সম্পর্কে (ফেরেশতাগণকে) বলিলেন, তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাও।

(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, গুনাহের উপর সাহস করা হইবে। কেননা, এই গুনাহগার লোকটির ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে হইয়াছে। ইহা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক গুনাহগারের সহিত একই আচরণ করা হইবে। কেননা নিয়ম তো ইহাই যে, গুনাহের উপর শাস্তি হয়।

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য ইহাও নয় যে, গুনাহ ও নাজায়েয কাজে বাধা দেওয়া হইবে না। কেননা, কুরআন ও হাদীসের শত শত জায়গায় গুনাহের কাজে বাধা দেওয়ার হুকুম রহিয়াছে এবং বাধা না দেওয়ার উপর ধমকি আসিয়াছে। অবশ্য অর্থ এই যে, নেককার না আপন নেকীর উপর ভরসা করিবে, আর না বদকারের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দিবে, আর না তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে।

١٧٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ. رواه ابن حبان،

قال المحقق: رجاله ثقات ١٣/٧٣

১৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ আপন ভাইয়ের চোখের খড়কুটাও দেখিয়া ফেলে কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠ (অর্থাৎ বড় কাঠের ভিমও দেখে না।) (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, অন্যদের ছোট হইতেও ছোট দোষ নজরে আসিয়া যায় আর নিজের বড় বড় দোষও নজরে আসে না।

١٧٩- عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتّٰى يُجِنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتّٰى يُبْعَثَ. رواه الطبراني في الكبير

ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٣/١١٤

১৭৯. হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তাহার গোপনাঙ্গকে অতঃপর যদি তাহার কোন দোষত্রুটি পায় তবে উহাকে গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ৪০টি বড় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আপন ভাই (অর্থাৎ মাইয়্যেত)এর জন্য কবর খোঁড়ে এবং তাহাকে কবরে দাফন করে তবে সে যেন (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জিন্দা হওয়া পর্যন্ত তাহাকে একটি ঘরে স্থান করিয়া দিল। অর্থাৎ তাহার এই পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়, যে পরিমাণ সে ব্যক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি ঘর দান করিলে সওয়াব লাভ হয়। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٠- عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللّٰهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٣٥٤

১৮০. হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয় এবং তাহার গোপনাঙ্গ আর কোন দোষ পাইলে গোপন করিয়া রাখে তবে ৪০ বার তাহাকে ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোশাক পরাইবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرٰى، فَأَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتٰى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ

عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم، باب فضل الحب في الله تعالى، رقم:٦٥٤٩

১৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত অন্য বস্তিতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রওয়ানা হইল আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির পথে একজন ফেরেশতাকে বসাইয়া দিলেন। (যখন সে ঐ ফেরেশতার নিকট পৌঁছিল তখন) ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? সেই ব্যক্তি বলিল, আমি ঐ বস্তিতে বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেছি। ফেরেশতা বলিল, তাহার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে কি? যাহা লইবার জন্য যাইতেছ? সেই ব্যক্তি বলিল, না ; আমার যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাহার সঙ্গে আমার আল্লাহর জন্য মহব্বত রহিয়াছে। ফেরেশতা বলিল, আমাকে আল্লাহ তায়ালা তোমার নিকট এই কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, যেরূপ তুমি ঐ ভাইয়ের সহিত শুধু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে মহব্বত কর, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে মহব্বত করেন। (মুসলিম)

١٨٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه

أحمد والبزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/٢٦٨

১৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, ঈমানের স্বাদ তাহার হাসিল হইয়া যাক, তাহার উচিত যেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য (মুসলমান)কে মহব্বত করে। (মুসনাদে আহমদ)

١٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات،

مجمع الزوائد ١٠/٤٨٥

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঈমানের (আলামতসমূহের) মধ্য হইতে একটি এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মহব্বত করিবে যদিও অপর ব্যক্তি তাহাকে সম্পদ (এবং পার্থিব স্বার্থ সম্পর্কিত কিছু) দেয় নাই। শুধু আল্লাহর জন্য মহব্বত করা ঈমানের (পূর্ণ) স্তর।

(তাবারানী. মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ. رواه

الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/١٧١

১৮৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে দুই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে মহব্বত করে তাহাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আপন সাথীকে বেশী মহব্বত করে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ رَجُلًا لِلّٰهِ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَدَخَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِيْ أَحَبَّ أَرْفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَرِ، وَأَحَقَّ بِالَّذِيْ أَحَبَّ لِلّٰهِ.

رواه البزار بإسناد حسن، الترغيب ٤/١٧

১৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তিকে মহব্বত করে এবং (এই মহব্বত এই বলিয়া) প্রকাশ করে যে, আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য তোমাকে মহব্বত করি। অতঃপর উভয়ই একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করে। তবে (উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে) যে ব্যক্তি মহব্বত প্রকাশ করিয়াছে সে অপরের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে এবং সে এই মর্যাদা পাওয়ার বেশী হকদার হইবে। (বাযযার, তারগীব)

١٨٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللّٰهِ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان وهو ثقة،

مجمع الزوائد ١٠/٤٨٩

১৮৬. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যে দুই ব্যক্তি পরস্পর একে অপরের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট বেশী প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে আপন সাথীকে বেশী মহব্বত করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٨٧-عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى. رواه مسلم، باب تراحم المؤمنين . . . . ، رقم:٦٥٨٦

১৮৭. হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানদের একজন অপরজনকে মহব্বত করা, একজন অপরজনের উপর রহম করা, একজন অপরজনের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করার উদাহরণ দেহের ন্যায়। যখন তাহার একটি অঙ্গ কষ্ট ব্যথিত হয়, তখন এই ব্যথার কারণে দেহের অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও জ্বর ও অনিদ্রায় তাহার সঙ্গে শরীক হইয়া যায়। (মুসলিম)

١٨٨-عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد ٢/٣٣٨

১৮৮. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর একে অপরকে মহব্বতকারী আরশের ছায়াতে স্থান পাইবে, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া হইবে না। নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের কারণে তাহাদেরকে ঈর্ষা করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

١٨٩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: حُقَّتْ مَحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَنَاصِحِيْنَ فِىَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِىْ عَلَى

الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ، وَهُمْ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالصِّدِّيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده جيد٢/٣٣٨، وعند أحمده/٢٣٩: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَوَاصِلِيْنَ فِىَّ. وعند مالك ص٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ. وعند الطبراني في الثلاثة: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ أَجْلِىْ. مجمع الزوائد١٠/٤٩٥

১৮৯. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নকল করেন। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরকে মহব্বত করে। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ করে। 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার কারণে একে অপরের জন্য খরচ করে। তাহারা নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করিবে। তাহাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে নবীগণ ও সিদ্দীকগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিবেন। (ইবনে হিব্বান)

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ)এর বর্ণনায় আছে যে, 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার জন্য একে অপরের সহিত সম্পর্ক রাখে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াত আছে যে, 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা আমার জন্য একে অপরের সহিত বসে। (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ)এর বর্ণনায় আছে যে, 'আমার মহব্বত ঐসব লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে' যাহারা একে অপরের সহিত বন্ধুত্ব রাখে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৯০- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠

১৯০. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হাদীসে কুদসী বয়ান করিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, ঐসকল বান্দা যাহারা আমার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে পরস্পর মহব্বত রাখে তাহাদের জন্য নূরের মিম্বর হইবে। তাহাদের উপর নবীগণ ও শহীদগণও ঈর্ষা করিবেন। (তিরমিযী)

১৯১- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، وَكِلْتَا يَدَيِ اللّٰهِ يَمِيْنٌ، عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وُجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ، لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ وَلَا صِدِّيْقِيْنَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى. رواه الطبراني ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٠/٤٩١

১৯১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কিছুসংখ্যক বান্দা আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বসিবে। যাহারা আরশের ডানদিকে হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার উভয় হাতই ডান হাত। তাহারা নূরের মিম্বরের উপর বসিয়া থাকিবে। তাহাদের চেহারা নূরের হইবে। তাহারা না নবী হইবেন, না শহীদ, না সিদ্দীক। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা কাহারা হইবেন? এরশাদ করিলেন, তাহারা ঐসব লোক হইবেন যাহারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে একে অপরের সহিত মহব্বত রাখিত। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১৯২- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا وَاعْقِلُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلٰى

مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ، وَأَلْوٰى بِيَدِهِ إِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلٰى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللّٰهِ، انْعَتْهُمْ لَنَا يَعْنِيْ: صِفْهُمْ لَنَا، فَسُرَّ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوْا فِي اللّٰهِ وَتَصَافَوْا يَضَعُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُ وُجُوْهَهُمْ نُوْرًا وَثِيَابَهُمْ نُوْرًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُوْنَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. رواه أحمد ٥/٣٤٣

১৯২. হযরত আবু মালেক আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল! শোন এবং বুঝ এবং জানিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালার কিছু বান্দা এমন আছে, যাহারা নবী নহেন এবং শহীদ নহেন। তাহাদের বসিবার বিশেষ স্থান এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহাদের বিশেষ নৈকট্য ও সম্পর্কের কারণে নবী ও শহীদগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিবেন। একজন গ্রাম্য লোক মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দূরবর্তী (গ্রামে) বসবাসকারী ছিল, সে সেখানে উপস্থিত ছিল। নিজের দিকে (মনোযোগী করার জন্য) হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশারা করিল ও আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু লোক এমন হইবে যাহারা নবী হইবেন না এবং শহীদও হইবেন না, নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের বসিবার বিশেষ স্থান এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহাদের বিশেষ নৈকট্য ও সম্পর্কের কারণে তাহাদের উপর ঈর্ষা করিবেন। আপনি তাহাদের অবস্থা বয়ান করিয়া দিন। অর্থাৎ তাহাদের গুণাবলী বয়ান করিয়া দিন। এই গ্রাম্য লোকের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে খুশির আছর প্রকাশ হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ইহারা অপ্রসিদ্ধ লোক ও বিভিন্ন গোত্রের লোক হইবে। যাহাদের মধ্যে পরস্পর এমন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক হইবে না, যে কারণে তাহারা একে অপরের নিকটবর্তী হয়। তাহারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে খাঁটি সত্য মহব্বত করিত।

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য নূরের মিম্বর রাখিবেন যেগুলির উপর তাহাদিগকে বসাইবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের চেহারা নূরানী করিয়া দিবেন। কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত লোক ঘাবড়াইতে থাকিবে তখন তাহারা কোন রকম ঘাবড়াইবে না। তাহারা আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। তাহাদের না কোন ভয় থাকিবে, আর না তাহারা কোন রকম চিন্তিত হইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

١٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. رواه البخاري، باب علامة الحب في الله ....، رقم:٦١٦٩

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল ও আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি খেয়াল যে একদল লোককে মহব্বত করে কিন্তু সে তাহাদের সঙ্গী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ আমল ও নেক কাজের মধ্যে তাহাদের পুরাপুরি অনুসরণ করিতে পারে নাই? তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি যাহাকে মহব্বত করে, সে তাহারই সহিত থাকিবে। অর্থাৎ আখেরাতে তাহার সঙ্গী করিয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

١٩٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ. رواه أحمد ٥/٢٥٩

১৯৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন বান্দাকে মহব্বত করিল, সে আপন মহান রবকে সম্মান করিল। (মুসনাদে আহমদ)

١٩٥- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ. رواه أبوداود، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، رقم:٤٥٩٩

১৯৫. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হইল আল্লাহ

তায়ালার জন্য কাহাকেও মহব্বত করা এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কাহারও সহিত দুশমনি রাখা। (আবু দাউদ)

١٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَتٰى أَخَاهُ يَزُوْرُهُ فِي اللّٰهِ إِلَّا نَادَاهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللّٰهُ فِيْ مَلَكُوْتِ عَرْشِهِ: عَبْدِيْ زَارَ فِيَّ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه البزار وأبويعلى بإسناد جيد، الترغيب ٣/٣٦٤

১৯৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিতে আসে, তখন আসমান হইতে একজন ফেরেশতা তাহাকে ডাকিয়া বলে, তুমি সচ্ছল জীবন যাপন কর, তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হউক। আর আল্লাহ তায়ালা আরশওয়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিয়াছে। তাহার মেহমানদারী করা আমার জিম্মায় এবং উহা এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাত হইতে কম উহার বিনিময় দিবেন না। (বাযযার, আবু ইয়ালা, তারগীব)

١٩٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيْءْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رواه أبوداود، باب في العدة، رقم:٤٩٩

১৯৭. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন মানুষ আপন ভাইয়ের সহিত কোন ওয়াদা করিল এবং তাহার এই ওয়াদাকে পূরণ করিবার নিয়ত ছিল কিন্তু পূরণ করিতে পারিল না এবং সে সময় মত আসিতে পারিল না,এমতাবস্থায় তাহার কোন গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

١٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن المستشار مؤتمن، رقم:٢٨٢٢

১৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হয় সে বিষয়ে তাহার উপর নির্ভর করা হইয়াছে। (কাজেই তাহার উচিত যে, পরামর্শপ্রার্থীর গোপন ভেদ প্রকাশ না করে এবং ঐ পরামর্শই দান করে যাহা পরামর্শপ্রার্থীর জন্য বেশী উপকারী হয়।) (তিরমিযী)

١٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ. رواه أبوداود، باب في نقل الحديث، رقم:٤٨٦٨

১৯৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন কথা বলে অতঃপর এদিক সেদিক তাকায়, তখন ঐ কথা আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার সহিত কথা বলে এবং সে তোমাকে ইহা না বলে যে, এই কথাকে গোপন রাখিবে কিন্তু যদি তাহার কোন ভঙ্গিতে তোমার অনুভব হয় যে, এই কথা অন্য কেহ জানিতে পারা সে পছন্দ করে না, যেমন কথা বলিতে সময় এদিক সেদিক তাকাইল, তখন তাহার এই কথা আমানত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং আমানতের মতই তাহার কথাকে হেফাজত করা তোমার উচিত হইবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢٠٠- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً. رواه أبوداود، باب في التشديد في الدين، رقم:٣٣٤٢

২০০. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, ঐসব কবীরা গুনাহ (শিরক যিনা ইত্যাদি)এর পর যেগুলি আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ এই যে, মানুষ এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তাহার উপর করজ রহিয়াছে এবং সে উহা আদায়ের কোন ব্যবস্থা করে নাই। (আবু দাউদ)

٢٠١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء أن نفس المؤمن ......، رقم:١٠٧٩

২০১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমিনের রূহ তাহার করজের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে (আরাম ও রহমতের ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে না যাহার ওয়াদা নেক লোকদের সহিত করা হইয়াছে) যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার করজ আদায় না করা হয়। (তিরমিযী)

٢٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم، باب من قتل في سبيل الله ......، رقم:٤٨٨٣

২০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, করজ ছাড়া শহীদের অন্যান্য সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

٢٠٣- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ! سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ! قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَهَا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَحْنَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ. رواه أحمد٥/٢٨٩

২০৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা একদিন মসজিদের ময়দানে যেখানে জানাযা রাখা হইত বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও

আমাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি মুবারক উঠাইলেন এবং কিছু দেখিলেন। অতঃপর দৃষ্টি নিচু করিলেন এবং (বিশেষ চিন্তার ভঙ্গীতে) নিজের হাত কপাল মুবারকের উপর রাখিলেন ও বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কত কঠিন ধমকি নাযিল হইয়াছে! হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, ঐদিন এবং ঐ রাত্র সকাল পর্যন্ত আমরা সকলেই নিরব রহিলাম এবং এই নিরব থাকাকে আমরা ভাল মনে করি নাই। অতঃপর (সকালে) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, কি কঠিন ধমকি নাযিল হইয়াছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কঠিন ধমকি করজ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ঐ যাতের কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদের জান, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পথে শহীদ হয় তারপর জিন্দা হয় আবার শহীদ হয়, আবার জিন্দা হয় এবং তাহার জিম্মায় করজ থাকে সে জান্নাতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার করজ আদায় করিয়া না দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٠٤-عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِن دَيْنٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُوْقَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاری، باب من تكفل عن ميت ....، رقم:٢٢٩٥

২০৪. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি জানাযা আনা হইল। যাহাতে তিনি ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াইয়া দেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মৃত ব্যক্তির উপর কোন করজ আছে কি? লোকেরা আরজ করিল, নাই। তিনি তাহার জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় জানাযা আনা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মৃত ব্যক্তির উপর কাহারও করজ আছে কি? লোকেরা আরজ করিল, জ্বি হাঁ। তিনি সাহাবীগণকে এরশাদ করিলেন, তোমরা আপন সাথীর জানাযার নামায পড়িয়া লও। হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার করজ আমি আমার জিম্মায় লইয়া লইলাম। তিনি তাহার জানাযার নামাযও পড়াইয়া দিলেন। (বোখারী)

٢٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ. رواه البخاری، باب من أخذ أموال الناس ....، رقم:٢٣٨٧

২০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদের নিকট হইতে সম্পদ (করজ) গ্রহণ করে এবং সে করজ আদায়ের নিয়ত করিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে (করজ) গ্রহণ করে এবং উহা আদায় করিবার ইচ্ছাই তাহার না থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিবেন।

ফায়দা ঃ 'আল্লাহ তায়ালা তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন' ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা করজ আদায়ে তাহার সাহায্য করিবেন। যদি জিন্দেগীতে আদায় করিতে না পারে তবে আখেরাতে তাহার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিবেন। 'আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিবেন' ইহার অর্থ এই যে, এই খারাপ নিয়তের কারণে তাহাকে জানি অথবা মালী লোকসান উঠাইতে হইবে। (ফতহুল বারী)

٢٠٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَانَ اللّٰهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتّٰى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللّٰهُ.

رواه ابن ماجه، باب من أدان دينا وهو ينوى قضاءه، رقم:٢٤٠٩

২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে আছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আপন ঋণ আদায় করে। তবে শর্ত এই যে, করজ কোন এইরূপ কাজের জন্য না লওয়া হইয়া থাকে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অপছন্দ। (ইবনে মাজাহ)

٢٠٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. رواه

مسلم، باب جواز اقتراض الحيوان ....، رقم:٤١١١

২০৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট করজ লইলেন। অতঃপর তিনি করজ আদায়ের সময় একটি বড় বয়স্ক উট দিলেন ও

এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম লোক তাহারা, যাহারা করজ আদায়ের মধ্যে উত্তম। (মুসলিম)

٢٠٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِىُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَىَّ وَقَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ. رواه النسائى، باب الإستقراض، رقم:٤٦٨٧

২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবীয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে চল্লিশ হাজার করজ নিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট মাল আসিল। তখন তিনি আমাকে দান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দোয়া দিলেন ও এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সন্তান–সন্ততি ও সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। করজের বদলা এই যে, উহা আদায় করা হইবে আর (করজদাতার) প্রশংসা ও শুকরিয়া করা হইবে। (নাসাঈ)

٢٠٩-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِىْ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ إِلَّا شَىْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. رواه البخارى، باب أداء الديون رقم:٢٣٨٩

২০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ হয় তবে আমার আনন্দ ইহার মধ্যে হইবে যে, তিন দিনও এই অবস্থায় অতিবাহিত না হয় যে, উহা হইতে আমার নিকট সামান্য পরিমাণও বাকী থাকিয়া যায় ; শুধুমাত্র সামান্য ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যতীত যাহা আমি করজ আদায়ের জন্য রাখিয়া দিব। (বোখারী)

٢١٠-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللّٰهَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى الشكر ....، رقم:١٩٥٤

২১০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের

শোকর আদায়কারী হয় না, সে আল্লাহ তায়ালারও শোকর আদায় করে না। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কোন কোন ব্যাখ্যাকারী হাদীসের এই অর্থ বয়ান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এহসানকারী বান্দাদের শোকরগুযার হয় না, সে নাশুকরীর এই অভ্যাসের কারণে আল্লাহ তায়ালার শোকরগুযারও হয় না।

(মায়ারেফুল হাদীস)

٢١١- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، باب ما جاء فى الثناء بالمعروف، رقم:٢٠٣٥

২১১. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির উপর এহসান করা হইয়াছে এবং সে এহসানকারী ব্যক্তিকে جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইহার উত্তম বদলা দান করুন' বলিয়াছে সেই ব্যক্তি (এই দোয়ার দ্বারা) পূর্ণ প্রশংসা করিয়াছে ও শোকর আদায় করিয়া দিয়াছে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এই সমস্ত শব্দের দ্বারা দোয়া করা যেন এই কথা প্রকাশ করা যে, আমি ইহার বদলা দিতে অক্ষম। এজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি যে, তিনি তোমার এই এহসানের উত্তম বদলা দান করুন। এইভাবে দোয়ার এই বাক্য এহসানকারী ব্যক্তির জন্য প্রশংসা হয়।

(মায়ারেফুল হাদীস)

٢١٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُوْنَا فِى الْمَهْنَإِ، حَتّٰى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوْا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ثناء المهاجرين.....، رقم:٢٤٨٧

২১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ আনিলেন, তখন (একদিন) মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাহাদের নিকট আমরা আসিয়াছি এইরূপ লোক আমরা দেখি নাই অর্থাৎ মদীনার আনসারগণ। তাহাদের নিকট সচ্ছলতা থাকিলে তাহারা খুব খরচ করেন, অভাব থাকিলেও তাহারা আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য করেন। তাহারা মেহনত ও কষ্টের অংশ নিজেদের জিম্মায় লইয়াছেন এবং লাভের মধ্যে আমাদেরকে শরিক করিয়া লইয়াছেন। (তাহাদের এই অসাধারণ কুরবানীর কারণে) আমাদের আশংকা বোধ হয় যে, সমস্ত নেকী ও সওয়াব নাজানি তাহাদের অংশে চলিয়া যায় (আর আখেরাতে আমরা খালি হাত থাকিয়া যাই)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, এমন হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই এহসানের বিনিময়ে তাহাদের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রশংসা অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করিতে থাকিবে।

(তিরমিযী)

٢١٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ.

رواه مسلم، باب استعمال المسك ...... ، رقم:٥٨٨٣

২১৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে হাদিয়া হিসাবে সুগন্ধিময় ফুল পেশ করা হয় তাহার উচিত সে যেন উহা ফিরাইয়া না দেয়। কেননা উহা অত্যন্ত হালকা ও অল্প মূল্যের জিনিস এবং উহার সুগন্ধিও ভাল হয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ফুলের মত কম মূল্যের জিনিস কবুল করিতে যদি অস্বীকার করা হয় তবে ইহারও আশংকা থাকে যে, হাদিয়াদাতার এই খেয়াল হইতে পারে যে, আমার জিনিসটি কমদামী হওয়ার কারণে কবুল করা হয় নাই, ইহাতে তাহার দিল ভাঙ্গিতে পারে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢١٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [الدُّهْنُ يَعْنِيْ بِهِ الطِّيْبَ]. رواه

الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى كراهية رد الطيب، رقم: ٢٧٩٠

২১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস ফিরাইয়া দেওয়া চাই না। বালিশ, খুশবু ও দুধ। (তিরমিযী)

٢١٥- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيْهِ شَفَاعَةً فَأَهْدٰى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رواه أبو داؤد، باب فى الهدية لقضاء الحاجة، رقم:٣٥٤١

২১৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য (কোন ব্যাপারে) সুপারিশ করিল অতঃপর ঐ ব্যক্তি সুপারিশকারীকে (সুপারিশের বিনিময়ে) কোন হাদিয়া পেশ করিল এবং সে ঐ হাদিয়া কবুল করিয়া লইল, তবে সে সুদের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি বড় দরজার ভিতর ঢুকিয়া গেল। (আবু দাউদ)

٢١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده ضعيف وهو حديث حسن بشواهده ٧/٢٠٧

২১৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান আছে অতঃপর যতদিন তাহারা তাহার নিকট থাকে অথবা সে তাহাদের নিকট থাকে এবং তাহাদের সহিত সৎ ব্যবহার করে তবে এই দুই কন্যা সন্তান তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

(ইবনে হিব্বান)

٢١٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى النفقة على البنات والأخوات، رقم:١٩١٤

২১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তানকে লালনপালন করিল ও তাহাদের দেখাশুনা করিল সে এবং আমি জান্নাতে এইরূপ একসাথে প্রবেশ করিব যেরূপ এই দুইটি আঙ্গুল।

ইহা এরশাদ করিয়া তিনি আপন দুইটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন। (তিরমিযী)

٢١٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ يَلِيْ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. رواه البخاري، باب رحمة الولد ۰۰۰۰۰، رقم:٥٩٩٥

২১৮. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের কোন বিষয়ের জিম্মাদারী গ্রহণ করিল এবং তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিল তবে এই কন্যাগণ তাহার জন্য দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাওয়ার উসিলা হইয়া যাইবে। (বোখারী)

٢١٩- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّٰهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذي، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم:١٩١٦

২১৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনজন বোন রহিয়াছে অথবা দুই কন্যা সন্তান বা দুই বোন রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার রাখিয়াছে ও তাহাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকে তাহার জন্য জান্নাত। (তিরমিযী)

٢٢٠- عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في أدب الولد، رقم:١٩٥٢

২২০. হযরত আইয়ুব (রহঃ) আপন পিতা হইতে এবং তিনি আপন দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন পিতা আপন সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা ও আদব দান করা হইতে উত্তম কোন উপহার দেয় নাই। (তিরমিযী)

٢٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ يَعْنِي الذَّكَرَ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٧٧/٤

২২১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কন্যা সন্তান জন্ম হয় অতঃপর সে না তাহাকে জীবিত দাফন করে (যেমন জাহেলিয়াতের যুগে হইত) না তাহার সহিত অপমানজনক আচরণ করে এবং না (আচার–আচরণে) পুত্রদেরকে তাহার উপর প্রাধান্য দেয়, অর্থাৎ কন্যার সহিত ঐরূপই ব্যবহার করে যেরূপ পুত্রদের সহিত করে তখন আল্লাহ তায়ালা কন্যার সহিত এই সৎ ব্যবহারের বিনিময়ে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٢٢- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتٰى بِهِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْهُ. رواه البخاري، باب الهبة للولد، رقم:٢٥٨٦

২২২. হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমাকে লইয়া হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম হাদিয়া করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও এইভাবে দিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, গোলাম ফেরত লইয়া লও। (বোখারী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস শরীফ হইতে ইহা জানা গেল যে, সন্তানদেরকে হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা উচিত।

٢٢٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ،

فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلٰى أَبِيْهِ. رواه البيهقى في شعب الإيمان ٦/٤٠١

২২৩. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার ভাল নাম রাখিবে এবং তাহার ভাল তরবিয়ত করিবে তারপর যখন সে বালেগ হইয়া যায় তখন তাহাকে বিবাহ করাইবে। যদি বালেগ হইয়া যাওয়ার পরও (নিজের অবহেলা ও বেপরওয়া ভাবের কারণে) তাহাকে বিবাহ করাইল না ফলে সে পাপকাজে লিপ্ত হইয়া গেল তবে ইহার গুনাহ পিতার উপর বর্তাইবে। (বায়হাকী)

٢٢٤-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. رواه البخارى، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم: ٥٩٩٨

২২৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, তোমরা কি বাচ্চাদেরকে আদর–সোহাগ কর? আমরা তো তাহাদেরকে আদর–সোহাগ করি না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিল হইতে রহমতের মূল বাহির করিয়া দিয়া থাকেন তবে ইহাতে আমার কি করার আছে। (বোখারী)

٢٢٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب فى حث النبى ﷺ على الهدية، رقم: ٢١٣٠

২২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। কেননা হাদিয়া অন্তরের মলিনতা দূর করে। কোন প্রতিবেশিনী তাহার প্রতিবেশিনীর হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে যদিও

উহা ছাগলের ক্ষুরার একটি টুকরাই হোক না কেন। (এমনিভাবে হাদিয়াদাতাও যেন এই হাদিয়াকে কম মনে না করে।) (তিরমিযী)

٢٢٦-عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى إكثار ماء المرقة، رقم: ١٨٣٣

২২৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন সামান্য নেকীকেও মামুলী মনে না করে। যদি অন্য কোন নেকী না হইতে পারে তবে ইহাও নেকী যে, আপন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করিবে। যখন তোমরা (রান্নার জন্য) গোশত খরিদ কর অথবা সালন রান্না কর তখন শুরুয়া বাড়াইয়া দাও এবং উহা হইতে কিছু বাহির করিয়া আপন প্রতিবেশীকে দিও। (তিরমিযী)

٢٢٧-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رواه مسلم، باب بيان تحريم إيذاء الجار، رقم: ١٧٢

২২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যাহার উপদ্রব হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকিতে পারে না। (মুসলিম)

٢٢٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا حَقُّ الْجَارِ؟ قَالَ: إِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَإِنِ اسْتَغَاثَكَ فَأَغِثْهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَأَقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِنْ مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِنْ مَاتَ فَشَيِّعْهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ فَعَزِّهِ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ لِتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

رواه الأصبهانى فى كتاب الترغيب ١/٤٨٠، وقال فى الحاشية: عزاه المنذرى فى الترغيب ٣/٣٥٧ للمصنف بعد أن رواه من طرق أخرى، ثم قال المنذرى: لا يخفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة والله أعلم

২২৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার কর্তব্য হইল, সে যেন আপন প্রতিবেশীর সহিত একরামের ব্যবহার করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতিবেশীর হক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি সে তোমার নিকট কিছু চায় তবে তাহাকে দাও। যদি সে তোমার নিকট সাহায্য চায়, তবে তুমি তাহার সাহায্য কর। যদি সে নিজের প্রয়োজনে করজ চায় তবে তাহাকে করজ দাও। যদি সে তোমাকে দাওয়াত করে তবে উহা কবুল কর। যদি সে অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে তাহাকে দেখিতে যাও। যদি তাহার ইন্তেকাল হইয়া যায় তবে তাহার জানাযার সঙ্গে যাও। যদি সে কোন মুসীবতে পড়ে তবে তাহাকে সান্ত্বনা দাও। নিজের পাতিলে গোশত রান্নার খুশবু দ্বারা তাহাকে কষ্ট পৌঁছাইও না (কেননা হইতে পারে যে, অভাবের কারণে সে গোশত রান্না করিতে পারে না।) বরং উহা হইতে কিছু তাহার ঘরেও পাঠাইয়া দাও। আপন বাড়ীর ইমারত তাহার ইমারত হইতে এইরূপ উঁচা করিও না যে, তাহার ঘরে বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য তাহার অনুমতিক্রমে হইলে ভিন্ন কথা। (তরগীব)

٢٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ. رواه الطبرانى وأبويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨/٣٠٦

২২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি (পূর্ণ) মোমিন হইতে পারিবে না, যে নিজে পেট ভরিয়া খায় অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (তাবারানী, আবু ইয়ালা, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِىَ فِى النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَإِنَّ فُلَانَةَ

يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: هِىَ فِى الْجَنَّةِ. رواه أحمد ٢/٤٠

২৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে ইহা প্রসিদ্ধ যে, সে অধিক পরিমাণে নামায, রোযা ও দান–খয়রাত করে (কিন্তু) আপন প্রতিবেশীদেরকে নিজের জবানের দ্বারা কষ্ট দেয় অর্থাৎ গালিগালাজ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে দোযখে রহিয়াছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে ইহা প্রসিদ্ধ যে, সে নফল রোযা, দান–খয়রাত ও নামায কম করে, বরং তাহার সদকা–খয়রাত পনিরের কয়েকটি টুকরা হইতে বেশী হয় না। কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে সে জবানের দ্বারা কোন কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে জান্নাতে রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٣١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، رقم: ٢٣٠٥

২৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কে আছে যে আমার নিকট হইতে এই কথাগুলি শিখিবে। অতঃপর উহার উপর আমল করিবে কিংবা ঐসব লোককে শিক্ষা দিবে যাহারা ইহার উপর আমল করিবে? হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি। তিনি (মহব্বতের সহিত) আমার হাত তাঁহার মুবারক হাতে লইয়া লইলেন এবং গণিয়া এই পাঁচটি কথা এরশাদ

করিলেন—হারাম হইতে বাঁচিয়া থাক, তুমি সকলের চাইতে বড় এবাদতকারী হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু তোমাকে দিয়াছেন উহার উপর রাজি থাক, তুমি সবচাইতে বড় ধনী হইয়া যাইবে। আপন প্রতিবেশীর সহিত ভাল আচরণ কর, তুমি মুমেন হইয়া যাইবে। যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর উহাই অন্যদের জন্যও পছন্দ কর, তুমি (পূর্ণ) মুসলমান হইয়া যাইবে। বেশী হাসিও না, কেননা বেশী হাসা দিলকে মুর্দা করিয়া দেয়। (তিরমিযী)

٢٣٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٤٨٠

২৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিভাবে জানিতে পারিব যে, এই কাজটি ভাল করিয়াছি এবং এই কাজটি খারাপ করিয়াছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি আপন প্রতিবেশীদেরকে ইহা বলিতে শোন যে, তোমার কাজকর্ম ভাল তখন নিশ্চয়ই তোমার কাজকর্ম ভাল। আর যখন তুমি আপন প্রতিবেশীদেরকে ইহা বলিতে শোন যে, তোমার কাজকর্ম খারাপ করিয়াছ তখন নিশ্চয় তোমার কাজকর্ম খারাপ। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٣-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ قُرَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْءِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا؟ قَالُوْا: حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابيح، رقم:٤٩٩٠

২৩৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওজু করিলেন। তাহার সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ওজুর পানি লইয়া (নিজেদের

চেহারা ও শরীরে) মাখিতে লাগিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এই কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করিতেছে? তাহারা আরজ করিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মহব্বত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি এই কথা পছন্দ করে যে, সে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূলকে মহব্বত করিবে অথবা আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূল তাহাকে মহব্বত করিবেন, তখন তাহার উচিত, যখন কথা বলে সত্য বলিবে, যখন কোন আমানত তাহার নিকট রাখা হয় তখন উহাকে আদায় করিবে এবং আপন প্রতিবেশীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। (বায়হাকী, মেশকাত)

٢٣٤-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. رواه البخاري، باب الوصاءة بالجار، رقم:٦٠١٤

২৩৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী ওসিয়ত করিতে থাকিয়াছেন যে, আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানাইয়া দিবেন। (বোখারী)

٢٣٥-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ. رواه أحمد بإسناد حسن، مجمع الزوائد ١٠/٦٣٢

২৩৫. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন (ঝগড়াকারীদের মধ্যে) সর্বপ্রথম দুইজন ঝগড়াকারী প্রতিবেশী সামনে আসিবে। অর্থাৎ বান্দার হকের ব্যাপারে সর্বপ্রথম দুই প্রতিবেশীর মোকাদ্দমা পেশ হইবে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٦-عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ. رواه مسلم، باب فضل المدينة ....، رقم:٣٣١٩

২৩৬. হযরত সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

মদীনাবাসীদের সহিত কোন প্রকার অনিষ্টের ইচ্ছা করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে (দোযখের) আগুনের মধ্যে এমনভাবে বিগলিত করিয়া দিবেন যেমন সীসা গলিয়া যায় অথবা যেরূপ পানির মধ্যে নিমক গলিয়া যায়। (মুসলিম)

٢٣٧-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ.

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٣/٦٥٨

২৩৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে ভয় দেখায়, সে আমাকে ভয় দেখায়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٣٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَإِنِّيْ أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح٩/٥٧

২৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই চেষ্টা করিতে পারে যে, মদীনাতে তাহার মৃত্যু আসে, তাহার উচিত সে যেন (ইহার চেষ্টা করে এবং) মদীনায় মারা যায়। আমি ঐ সমস্ত লোকের জন্য অবশ্য সুপারিশ করিব যাহারা মদীনায় মারা যাইবে (এবং সেখানে দাফন হইবে)। (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ আলেমগণ লিখিয়াছেন, সুপারিশ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল বিশেষ প্রকারের সুপারিশ। নচেৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সুপারিশ তো সমস্ত মুসলমানের জন্যই হইবে। চেষ্টা করা অর্থ হইল, সেখানে যেন শেষ পর্যন্ত থাকে।

٢٣٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلٰى لَأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِيْ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا. رواه مسلم، باب الترغيب في سكنى المدينة.... رقم:٣٣٤٧

২৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার যে উম্মতী মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানকালে যাবতীয় কষ্ট সহ্য করিয়া সেখানে অবস্থান করিবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদাতা হইব। (মুসলিম)

٢٤٠-عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رواه البخاري، باب اللعان .....، رقم:٥٣٠٤

২৪০. হযরত সাহল (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং এতীমের লালন–পালনকারী জান্নাতে এইরূপ কাছাকাছি হইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত এবং মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছেন এবং এই দুইয়ের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়াছেন। (বোখারী)

٢٤١-عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلٰى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتّٰى يُغْنِيَهُ اللّٰهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه أحمد والطبراني وفيه: علي بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨/٢٩٤

২৪১. হযরত আমর ইবনে মালেক কুশাইরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন এতীম বাচ্চাকে যাহার মা–বাপ মুসলমান ছিল নিজের সহিত খাওয়া–দাওয়াতে শরীক করিয়াছে। অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই বাচ্চাকে (তাহার লালনপালন হইতে) অমুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ সে তাহার যাবতীয় প্রয়োজন নিজে পুরা করিতে লাগিয়াছে, তবে এই ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٢-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ يَزِيْدُ بِالْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ، امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ

وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوا أَوْ مَاتُوا. رواه أبو داوُد، باب فى فضل من عال يتامى، رقم:٥١٤٩

২৪২. হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এবং ঐ মহিলা যাহার চেহারা (নিজের সন্তানদের লালন–পালন, দেখাশুনা এবং মেহনত ও কষ্টের কারণে) কালো হইয়া গিয়াছে কেয়ামতের দিন এমনভাবে থাকিব। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইয়াযীদ (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিবার পর শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিয়াছেন। (যাহার অর্থ এই ছিল যে, যেরূপভাবে এই দুই অঙ্গুলি একটি অপরটির নিকটবর্তী এমনিভাবে কিয়ামতের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সেই মহিলা নিকটবর্তী হইবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো চেহারার অধিকারী মহিলার ব্যাখ্যা করিয়া এরশাদ করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল,) ঐ মহিলা যে বিধবা হইয়া গিয়াছে এবং সৌন্দর্য ও রূপ–লাবণ্য, ইযযত ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপন এতীম বাচ্চাদের (লালনপালন করার) জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে নাই। অবশেষে সেই বাচ্চা বালেগ হইয়া যাওয়ার কারণে আপন মায়ের মুখাপেক্ষী থাকে নাই কিংবা তাহার মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে। (আবু দাউদ)

٢٤٣-عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَا قَعَدَ يَتِيْمٌ مَعَ قَوْمٍ عَلٰى قَصْعَتِهِمْ فَيَقْرُبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ. رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه: الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله أعلم، مجمع الزوائد٨/٢٩٣

২৪৩. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে সমস্ত লোকের সহিত কোন এতীম তাহাদের পাত্রে খাওয়ার জন্য বসে, শয়তান তাহাদের পাত্রের কাছে আসে না। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٤-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/٢٩٣

২৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এতীমের মাথার উপর হাত বুলাইতে থাক এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে থাক।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٤٥-عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ: السَّاعِىْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ كَالَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ. رواه البخارى، باب الساعى على الأرملة، رقم:٦٠٠٦

২৪৫. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বিধবা নারী ও মিসকীনের প্রয়োজনীয় কাজে দৌড়ঝাপকারীর সওয়াব আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারীর সওয়াবের ন্যায়। অথবা উহার সওয়াব ঐ ব্যক্তির সওয়াবের ন্যায়, যে দিনে রোযা রাখে ও রাতভর এবাদত করে। (বোখারী)

٢٤٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِىْ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح٩/٤٨٤

২৪৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে আপন ঘরওয়ালাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম হয় এবং আমি তোমাদের মধ্যে আমার ঘরওয়ালাদের জন্য বেশী উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

٢٤٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوْزٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ عِنْدِىْ فَقَالَ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا جُثَامَةُ الْمَدَنِيَّةُ، قَالَ: كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ بَعْدَنَا؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُقْبِلُ عَلٰى هٰذِهِ الْعَجُوْزِ هٰذَا الْإِقْبَالَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِيْنَا أَيَّامَ خَدِيْجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ. أخرجه الحاكم بنحوه وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علة ووافقه الذهبى١/١٦، الإصابة٤/٢٧٢

২৪৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক বৃদ্ধা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তখন তিনি আমার নিকট ছিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কে? সে আরজ করিল, জুছামা মাদানিয়্যাহ। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার কি অবস্থা? আমাদের (মদীনায় চলিয়া আসিবার) পর তোমাদের অবস্থা কেমন চলিতেছে? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা–বাপ আপনার উপর কোরবান হউন ; সবকিছুই ভাল চলিয়াছে। যখন সে চলিয়া গেল তখন আমি (আশ্চর্যান্বিত হইয়া) আরজ করিলাম, এই বুড়ীর দিকে আপনি এত মনোযোগ দিলেন! তিনি এরশাদ করিলেন, সে খাদীজার জীবদ্দশায় আমাদের নিকট আসা–যাওয়া করিত। আর পুরানা পরিচয়ের খেয়াল রাখা ঈমানের আলামত। (ইসাবাহ)

٢٤٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ. رواه

مسلم، باب الوصية بالنساء، رقم:٣٦٤٥

২৪৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইহা মোমেন ব্যক্তির শান নয় যে, নিজের মোমেনা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ রাখিবে। যদি তাহার একটি অভ্যাস অপছন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস তো পছন্দনীয় হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে সুন্দর সমাজব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বলিয়া দিয়াছেন যে, একজন মানুষের মধ্যে যদি কোন খারাপ অভ্যাস থাকে তবে তাহার মধ্যে কিছু ভাল অভ্যাসও থাকিবে। এমন কে হইবে যাহার মধ্যে মোটেই কোন খারাপ অভ্যাস থাকিবে না অথবা কোন সৌন্দর্য থাকিবে না? অতএব মন্দ অভ্যাসসমূহকে এড়াইয়া চলা ও সৎ গুণাবলীকে দেখা উচিত।

(তরজমানুস্ সুন্নাহ)

٢٤٩-عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ. رواه أبوداؤد، باب في

حق الزوج على المرأة، رقم:٢١٤٠

২৪৯. হযরত কাইস ইবনে সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমি কাহাকেও কাহারো সম্মুখে সেজদা করিবার হুকুম করিতাম তবে মহিলাদেরকে হুকুম করিতাম যে, তাহারা যেন নিজেদের স্বামীদেরকে সেজদা করে এবং ইহা ঐ হকের কারণে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর তাহাদের স্বামীদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। (আবু দাউদ)

٢٥٠-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. رواه الترمذي وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، رقم:١١٦١

২৫০. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মহিলার এই অবস্থায় ইন্তেকাল হয় যে, তাহার স্বামী তাহার উপর রাজী থাকে তবে সে জান্নাতে যাইবে। (তিরমিযী)

٢٥١-عَنِ الْأَحْوَصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. رواه

الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها،

رقم:١١٦٣

২৫১. হযরত আহওয়াস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন— খুব মনোযোগ সহকারে শোন, নারীদের সহিত সৎ ব্যবহার কর। এইজন্য যে, তাহারা তোমাদের অধীন, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু করার তোমাদের অধিকার নাই। হাঁ, যদি তাহারা কোন প্রকাশ্য

বেহায়াপনায় লিপ্ত হয় তবে তাহাদেরকে তাহাদের বিছানায় একাকী ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ তাহাদের সহিত ঘুমানো ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ঘরেই থাকিও এবং মৃদু প্রহার কর। অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের বাধ্য হইয়া যায় তবে তাহাদের ব্যাপারে (সীমালংঘন করিবার জন্য) বাহানা তালাশ করিও না। খুব মনোযোগ সহকারে শোন, তোমাদের হক তোমাদের বিবিদের উপর আছে, (এমনিভাবে) তোমাদের বিবিদেরও তোমাদের উপর হক আছে। তোমাদের হক তাহাদের উপর এই যে, তাহারা তোমাদের বিছানার উপর কোন এমন ব্যক্তিকে আসিতে না দেয়, যাহার আসা তোমাদের অপছন্দ। আর না তাহারা তোমাদের ঘরে তোমাদের অনুমতি ছাড়া কাহাকেও আসিতে দিবে। খুব মনোযোগসহকারে শোন, এই নারীদের তোমাদের উপর হক এই যে, তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের পোশাক ও তাহাদের খানাপিনার ব্যাপারে সৎ ব্যবহার কর। অর্থাৎ নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের জন্য এইসব জিনিসের ব্যবস্থা করিতে থাক। (তিরমিযী)

٢٥٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه، باب أجر الأجراء، رقم:٢٤٤٣

২৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাইয়া যাওয়ার আগে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া দাও। (ইবনে মাজাহ)

॥ ॥ ॥

আত্মীয়তা বজায় রাখা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾ [النساء:٣٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিও না এবং মা–বাপের সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়–স্বজনের সাথেও, এতীমদের সাথেও, মিসকীনদের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও, দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং নিকটে যাহারা বসে তাহাদের সাথেও (অর্থাৎ যাহারা দৈনিক আসা–যাওয়া এবং সঙ্গে উঠাবসা করে) এবং মুসাফিরের সাথেও এবং ঐ গোলামদের সাথেও যাহারা তোমাদের অধীনে রহিয়াছে সদ্ব্যবহার কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না, যাহারা নিজেদেরকে বড় মনে করে এবং অহংকার করে। (নিসা)

ফায়দা ঃ নিকটের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঐ প্রতিবেশী যে নিকটে থাকে এবং তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, আর দূরের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ প্রতিবেশী যাহার সহিত আত্মীয়তা নাই। আরেক অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, নিকটের প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য যাহার দরজা নিজের দরজার কাছাকাছি আর দূরের প্রতিবেশী হইল যাহার দরজা দূরে। মুসাফির দ্বারা উদ্দেশ্য সফরের সঙ্গী, আর মুসাফির মেহমান এবং অভাবী মুসাফির। (কাশফুর রহমান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

[النحل:٩٠]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ, এহসান ও আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহারের হুকুম করেন এবং বেহায়াপনা, মন্দ কথা ও জুলুম হইতে নিষেধ করেন। তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা এইজন্য নসীহত করেন যাহাতে তোমরা নসীহত কবুল কর। (নাহ্ল)

হাদীস শরীফ

٢٥٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم:١٩٠٠

২৫৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, পিতা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে উত্তম দরজা। অতএব তোমার ইচ্ছা, (তাহার অবাধ্যতা করিয়া ও তাহার মনে কষ্ট দিয়া) এই দরজাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পার। অথবা (তাহার বাধ্যগত থাকিয়া ও তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া) এই দরজাকে রক্ষা করিতে পার। (তিরমিযী)

٢٥٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ. رواه الترمذي، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم:١٨٩٩

২৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে আর আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। (তিরমিযী)

٢٥٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ. رواه مسلم، باب فضل صلة أصدقاء الأب رقم:٦٥١٣

২৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সবচাইতে বড় নেকী এই যে, পুত্র (পিতার ইন্তেকালের পর) পিতার সহিত যাহারা সম্পর্ক রাখিত তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (মুসলিম)

٢٥٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِيْ قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيْهِ بَعْدَهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٢/١٧٥

২৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজ পিতার ইন্তেকালের পর যখন তিনি কবরে থাকেন তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে চায়, তাহার উচিত, সে যেন আপন পিতার ভাইদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (ইবনে হিব্বান)

٢٥٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. رواه أحمد ٣/٢٦٦

২৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হউক এবং তাহার রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হউক সে যেন পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٥٨-عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰى لَهُ زَادَ اللّٰهُ فِيْ عُمُرِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/١٥٤

২৫৮. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছে তাহার জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٥٩-عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، الصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا، وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

رواه أبو داود، باب في بر الوالدين، رقم:٥١٤٢

২৫৯. হযরত আবু উসাইদ মালেক ইবনে রাবীয়া সায়েদী (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতার ইন্তেকালের পর আমার জন্য তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহারের কোন পন্থা আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, তাহাদের জন্য দোয়া করা, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের মাগফেরাত চাওয়া, তাহাদের ওসিয়ত পুরা করা। যাহাদের সহিত তাহাদের কারণে আত্মীয়তা রহিয়াছে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তাহাদের বন্ধুদের একরাম করা। (আবু দাউদ)

٢٦٠-عَنْ مَالِكٍ أَوِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَبُرَّهُمَا دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبويعلى والطبرانى وأحمد مختصرًا بإسناد حسن، الترغيب٣/٢٤٧

২৬০. হযরত মালেক অথবা ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতা কিংবা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পাইল অতঃপর তাহাদের সহিত অন্যায় আচরণ করিল, ঐ ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে এবং তাহাকে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত হইতে দূর করিয়া দিবেন। আর যে কোন মুসলমান কোন মুসলমান গোলামকে আজাদ করিয়া দেয় ইহা তাহার জন্য দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়ার উসীলা হইবে। (আবু ইয়ালা, মুসঃ আহমাদ, তাবারানী, তারগীব)

٢٦١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب رغم من أدرك أبويه ....، رقم:٦٥١٠

২৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও

অপমানিত হউক, পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক, পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে (লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউক)? তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার মধ্য হইতে কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল অতঃপর (তাহাদের খেদমতের দ্বারা তাহাদের অন্তরকে খুশী করিয়া) জান্নাতে দাখেল হইল না। (মুসলিম)

٢٦٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوْكَ. رواه البخارى، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم:٥٩٧١

২৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সদ্ব্যবহারের সবচাইতে বেশী হকদার কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি এরশাদ করিলেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বোখারী)

٢٦٣-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. رواه أحمد٦/١٥١

২৬৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঘুমাইলাম ; তখন স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। আমি সেখানে কোন কুরআন পাঠকারীর আওয়াজ শুনিলাম। তখন আমি বলিলাম, এই ব্যক্তি কে (যে এখানে জান্নাতে কুরআন পড়িতেছে?) ফেরেশতাগণ বলিলেন, ইনি হারেসা ইবনে নো'মান। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নেকী এমনই হয়, নেকী এমনই হয়। অর্থাৎ নেকীর ফল এমনই হয় ; হারেসা ইবনে নোমান নিজ

মাতার সহিত অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিতেন। (মুসনাদে আহমদ)

٢٦٤-عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِيْ أُمَّكِ. رواه البخارى، باب الهدية للمشركين، رقم: ٢٦٢٠

২৬৪. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমার মা যিনি মুশরেকা ছিলেন (মক্কা হইতে সফর করিয়া) আমার নিকট (মদীনায়) আসিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মা আসিয়াছেন এবং তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। আমি কি আমার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারিব? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, নিজ মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার কর। (বোখারী)

٢٦٥-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّهُ. رواه الحاكم فى المستدرك ١٥٠/٤

২৬৫. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েদের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষের উপর সবচাইতে বেশী হক কাহার? তিনি বলিলেন, তাহার মাতার। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٦٦-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَبِرَّهَا.

رواه الترمذى، باب فى بر الخالة، رقم: ١٩٠٤

২৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি অনেক বড় গুনাহ

করিয়া ফেলিয়াছি। এখন কি আমার তওবা কবুল হইতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে আরজ করিল, না। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার কোন খালা আছেন কি? আরজ করিল, জ্বি হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা ইহার কারণে তোমার তওবা কবুল করিয়া নিবেন।) (তিরমিযী)

٢٦٧-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٩١/٣

২৬৭. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেককাজ খারাপ মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া লয়। গোপনে সদকা দেওয়া আল্লাহ তায়ালার গোস্বাকে ঠাণ্ডা করে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখা অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা হায়াত বাড়াইয়া দেয়।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, মানুষ নিজের উপার্জন হইতে আত্মীয়–স্বজনের আর্থিক খেদমত করিবে। অথবা নিজের সময়ের কিছু অংশ তাহাদের কাজে লাগাইবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

হায়াত বাড়িয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারের দ্বারা হায়াতে বরকত হয় এবং নেককাজের তৌফিক হয় এবং আখেরাতে কাজে আসে এরূপ আমলে সময় লাগানো সহজ হয়।

(নবাভী)

٢٦٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. رواه البخارى، باب إكرام الضيف ...، رقم: ٦١٣٨

২৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি

আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আপন মেহমানের একরাম করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, অর্থাৎ আত্মীয়দের সহিত ভাল ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার উচিত, সে যেন কল্যাণের কথা বলে নচেৎ চুপ থাকে। (বোখারী)

٢٦٩-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. رواه البخاری، باب من بسط له فی الرزق ۰۰۰۰، رقم:٥٩٨٦

২৬৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, তাহার রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার হায়াত দীর্ঘ করা হউক তাহার উচিত, সে যেন নিজ আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। (বোখারী)

٢٧٠-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨/٢٧٤

২৭০. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এই রেহেম অর্থাৎ আত্মীয়তা রহমানের রহমতের একটি শাখা। যাহা আল্লাহ তায়ালার নাম রহমান হইতে লওয়া হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই আত্মীয়তাকে ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ، وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. رواه البخاری، باب لیس الواصل بالمکافی، رقم:٥٩٩١

২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে সমান সমান আচরণ করে অর্থাৎ অন্যের ভাল ব্যবহারে পর তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে ; বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে–ই যে অন্যের আত্মীয়তা ছিন্ন করার পরও সম্পর্ক বজায় রাখে। (বোখারী)

٢٧٢-عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١/٤٥٦

২৭২. হযরত আলা ইবনে খারেজা (রাযিঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা বংশ জ্ঞান লাভ কর যাহার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের আত্মীয়–স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতে পার। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧٣-عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَلَا أَنْظُرَ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِيْ أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِيْ أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. رواه أحمد ٥/١٥٩

২৭৩. হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি বিষয়ের হুকুম করিয়াছেন। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন মিসকীনদের সহিত মহব্বত রাখি এবং তাহাদের নিকটবর্তী থাকি। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন দুনিয়াতে ঐ সমস্ত লোকের উপর নজর রাখি যাহারা (দুনিয়াবী সামানপত্রের দিক দিয়া) আমার চাইতে নিচের স্তরের এবং ঐ সব লোকের প্রতি নজর না করি যাহারা (দুনিয়াবী সামানপত্রের মধ্যে) আমার চাইতে উপরের স্তরের। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন আপন আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করি। যদিও তাহারা আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন কাহারও নিকট কোন কিছু সওয়াল না করি। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি

যেন হক কথা বলি, যদিও উহা (মানুষের নিকট) তিক্ত হয়। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও তাহার পয়গামকে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় না করি। আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, আমি যেন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বেশী বেশী পড়িতে থাকি। কেননা এই কালেমা ঐ খাজানা হইতে আসিয়াছে যাহা আরশের নীচে আছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়ার অভ্যাস রাখে তাহার জন্য অত্যন্ত উচ্চ স্তরের আজর ও সওয়াব সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। (মাজাহেরে হক)

٢٧٤-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. رواه البخاري، باب إثم القاطع، رقم:٥٩٨٤

২৭৪. হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাইবে না। (বোখারী)

ফায়দা ঃ আত্মীয়তা ছিন্ন করা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত কঠিন গুনাহ যে, এই গুনাহের ময়লা সহকারে কেহ জান্নাতে যাইতে পারিবে না। হাঁ, যখন তাহাকে শাস্তি দিয়া পবিত্র করিয়া দেওয়া হইবে অথবা কোন কারণে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে তখন জান্নাতে যাইতে পারিবে। (মায়ারেফুল হাদীস)

٢٧٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ لِيْ قَرَابَةً، أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ.

رواه مسلم، باب صلة الرحم .....، رقم:٦٥٢٥

২৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কোন কোন আত্মীয় আছে যাহাদের সহিত আমি আত্মীয়তা বজায় রাখি কিন্তু তাহারা আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করি, তাহারা আমার সহিত খারাপ ব্যবহার করে। আর আমি তাহাদের খারাপ আচরণ সহ্য করি, তাহারা আমার সহিত মূর্খতার আচরণ করে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যেরূপ বলিতেছ যদি এইরূপই হইয়া থাকে তবে যেন তুমি তাহাদের মুখে গরম গরম ছাই ঢুকাইতেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার এই ভাল অবস্থার উপর কায়েম থাকিবে তোমার সহিত সর্বদা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন সাহায্যকারী থাকিবে। (মুসলিম)

মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا﴾ [الأحزاب:٥٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে সমস্ত লোক মুসলমান পুরুষদেরকে এবং মুসলমান নারীদেরকে তাহাদের (এমন) কোন কাজ করা ছাড়াই (যাহার উপর তাহারা শাস্তির যোগ্য হয়) কষ্ট পৌঁছায়, ঐ সমস্ত লোক অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করে। (আহযাব)

ফায়দা ঃ যদি মৌখিক কষ্ট দেওয়া হয় তবে ইহা অপবাদ আর যদি কার্যকলাপ দ্বারা কষ্ট দেওয়া হয় তবে স্পষ্ট গুনাহ।

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ☆ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ☆ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ☆ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ☆ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ☆ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [المطففين:١-٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—বড় সর্বনাশ রহিয়াছে মাপে কমদাতাদের জন্য, যখন লোকদের হইতে (নিজেদের হক) মাপিয়া লয় তখন পুরাপুরি লয়, আর যখন লোকদেরকে মাপিয়া দেয় তখন কম করে। তাহাদের কি এই কথার বিশ্বাস নাই যে, তাহাদিগকে একটি বড় কঠিন দিনে জিন্দা করিয়া উঠানো হইবে যেদিন সমস্ত লোক রাব্বুল আলামীনের সামনে

দাঁড়ানো থাকিবে। (অর্থাৎ ঐ দিনকে ভয় করা চাই এবং মাপে কম করা হইতে তওবা করা চাই।) (মুতাফফিফীন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة:١]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য বড় সর্বনাশ যাহারা দোষ–ত্রুটি বাহির করে এবং সমালোচনা করে। (হুমাযাহ)

হাদীস শরীফ

٢٧٦-عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ.

رواه أبوداوُد، باب في التجسس، رقم:٤٨٨٨

২৭৬. হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যদি তুমি মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ কর তবে তুমি তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দিবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ করিলে তাহাদের মধ্যে ঘৃণা হিংসা এবং আরও অনেক মন্দ বিষয় পয়দা হইবে। ইহাও হইতে পারে যে, মানুষের দোষ–ত্রুটি তালাশ করিলে এবং এইগুলি ছড়াইলে তাহারা জিদে আসিয়া গুনাহের সাহস করিবে। এই সব বিষয় তাহাদের আরও বেশী বিগড়াইবার কারণ হইবে। (বযলুল মজহুদ)

٢٧٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوْا عَثَرَاتِهِمْ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده قوي ١٣/٧٥

২৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না, তাহাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাহাদের দোষ–ত্রুটি খুঁজিও না। (ইবনে হিব্বান)

٢٧٨-عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ

عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ. رواه أبوداوُد، باب في الغيبة، رقم:٤٨٨٠

২৭৮. হযরত আবু বারযা আসলামী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল! তোমরা যাহারা কেবল মুখে ঈমান আনিয়াছ ; অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নাই, মুসলমানদের গীবত করিও না এবং তাহাদের দোষ–ত্রুটির পিছনে পড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষত্রুটির পিছনে পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষত্রুটির পিছনে পড়েন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহার দোষত্রুটির পিছনে পড়েন, তাহাকে ঘরে বসা অবস্থায়ই লাঞ্ছিত করেন। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীসের প্রথম অংশে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের গীবত করা মুনাফেকের কাজ হইতে পারে ; মুসলমানের নয়। (বজলুল মাজহূদ)

٢٧٩-عَنْ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ. رواه أبوداوُد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، رقم:٢٦٢٩

২৭৯. হযরত আনাস জুহানী (রাযিঃ)এর পিতা বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে লোকেরা থাকার জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিল এবং আসা–যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের অবস্থানের জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে অথবা মানুষের আসা–যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, সে জেহাদের ছওয়াব পাইবে না। (আবু দাউদ)

٢٨٠-عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده جيد، مجمع الزوائد٦/٣٨٤

২৮০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পিঠ উন্মুক্ত করিয়া অন্যায়ভাবে প্রহার করে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم:٦٥٧٩

২৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমাদের নিকট নিঃস্ব তো ঐ ব্যক্তি যাহার (কোন টাকা পয়সা) ও (দুনিয়ার) সম্বল নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা, যাকাত (ও অন্যান্য মকবুল এবাদত) লইয়া আসিবে কিন্তু তাহার অবস্থা এই হইবে যে, সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ দিয়াছে, কাহারো মাল ভক্ষণ করিয়াছে, কাহারো রক্তপাত ঘটাইয়াছে, কাহাকেও প্রহার করিয়াছে। তখন এক হকদারকে (তাহার হক পরিমাণ) তাহার নেকী হইতে দেওয়া হইবে, অনুরূপ আরেকজন হকদারকে (তাহার হক পরিমাণ) তাহার নেকী হইতে দেওয়া হইবে। শেষ পর্যন্ত যখন তাহাদের হক আদায়ের পূর্বে তাহার নেকী শেষ হইয়া যাইবে তখন ঐ সমস্ত (হক পরিমাণ) হকদার ও মজলুমদের গুনাহ (যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিয়াছিল) তাহাদের নিকট হইতে লইয়া ঐ ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। (মুসলিম)

٢٨٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. رواه البخاري، باب ما ينهى من السباب واللعن، رقم:٦٠٤٤

২৮২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে গালি দেওয়া বদদ্বীনী আর তাহাকে হত্যা করা কুফর। (বোখারী)

ফায়দা ঃ যে মুসলমান কোন মুসলমানকে কতল করে সে নিজের পূর্ণ মুসলমান হওয়াকে অস্বীকার করিতেছে। ইহাও হইতে পারে যে, কতল করা কুফরের উপর মৃত্যুর কারণও হইয়া যাইবে। (মাজাহেরে হক)

٢٨٣-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابُّ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٣٨/٢

২৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে গালি দেনেওয়ালা ঐ ব্যক্তির মত যে ধ্বংস ও বরবাদরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। (তাবারানী, জামে সগীর)

٢٨٤-عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتِمُنِي وَهُوَ دُوْنِي، أَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٣٤/١٣

২৮৪. হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রাযিঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমার গোত্রের কোন এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় অথচ সে আমার চাইতে নিম্ন শ্রেণীর ; আমি কি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, পরস্পর গালিগালাজ করে এমন দুই ব্যক্তি দুইটি শয়তান, যাহারা পরস্পর গালিগালাজ করিতেছে এবং একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে।

(ইবনে হিব্বান)

٢٨٥ -عَنْ أَبِي جُرَيَ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيْرًا وَلَا شَاةً، قَالَ: وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبوداؤد، باب ما جاء في إسبال الأزار، رقم:٤٠٨٤

২৮৫. হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে নসীহত করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, কখনও কাহাকেও গালি দিবে না। হযরত আবু জুরাই বলেন, আমি ইহার পর হইতে কখনও কাহাকেও গালি দেই নাই। কোন আযাদ বা গোলামকে অথবা কোন উট বা বকরীকেও গালি দেই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, কোন নেক কাজকে ছোট মনে করিয়া ছাড়িয়া দিও না। (এমনকি) তোমার মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে কথা বলাও নেকীর মধ্যে গণ্য। তুমি লুঙ্গি অর্ধগোছা পর্যন্ত উপরে রাখ। যদি এতটুকু উঁচা না রাখিতে পার তবে টাখনু পর্যন্ত উঁচু রাখিবে। লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলানো হইতে বিরত থাক। কেননা ইহা অহংকারের বিষয়। আর আল্লাহ তায়ালা অহংকার পছন্দ করেন না। তোমাকে যদি কেহ গালি দেয় অথবা এমন বিষয়ের দরুন লজ্জা দেয় যাহা তোমার মধ্যে আছে বলিয়া সে ব্যক্তি জানে তবে তুমি তাহাকে এমন বিষয়ের কারণে লজ্জা দিও না যাহা তাহার মধ্যে আছে বলিয়া তুমি জান। এমতাবস্থায় এই লজ্জা দেওয়ার মন্দ পরিণতি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। (আবু দাউদ)

٢٨٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَانَ يَشْتِمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ، مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللّٰهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا قِلَّةً. رواه أحمد٢/٤٣٦

২৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তাহার উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে গালি দিল। তিনি (ঐ ব্যক্তির বার বার গালি দেওয়া এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর ছবর ও খামুশ থাকার উপর) খুশী হইতে থাকেন এবং মুচকি হাসিতে থাকেন। অতঃপর যখন সেই ব্যক্তি অনেক বেশী গালিগালাজ করিল তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহার কিছু কথার জওয়াব দিয়া দিলেন। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)ও তাঁহার পিছনে পিছনে তাহার নিকট পৌছিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (যতক্ষণ) ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিতেছিল আপনি সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তারপর যখন আমি তাহার কিছু কথার জওয়াব দিলাম তখন আপনি নারাজ হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে এবং ছবর করিতেছিলে) তোমার সহিত একজন ফেরেশতা ছিল, যে তোমার পক্ষ হইতে জওয়াব দিতেছিল। তারপর যখন তুমি তাহার কিছু কথার জওয়াব দিলে (তখন সেই ফেরেশতা চলিয়া গেল আর) শয়তান মাঝখানে আসিয়া গেল। আর আমি শয়তানের সহিত বসি না। (এইজন্য আমি উঠিয়া রওয়ানা হইয়া

গিয়াছি।) ইহার পর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবু বকর! তিনটি বিষয় আছে যাহা সম্পূর্ণ হক ও সত্য। যে বান্দার উপর কোন জুলুম অথবা সীমালংঘন করা হয় আর সে শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য উহা মাফ করিয়া দেয় (ও প্রতিশোধ না লয়) তখন উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিয়া দেন। যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখার জন্য দানের রাস্তা খোলে আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে অনেক বেশী দান করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য সওয়ালের দরজা খোলে আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পদ আরও কমাইয়া দেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٨٧-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ. رواه مسلم، باب الكبائر واكبرها، رقم:٢٦٣

২৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের নিজেদের পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেহ কি নিজের মা–বাপকেও গালি দিতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (উহা এইভাবে যে,) মানুষ কাহারও বাপকে গালি দিল, অতঃপর জওয়াবে সে গালিদাতার বাপকে গালি দিল এবং কেহ কাহারও মাকে গালি দেল অতঃপর জওয়াবে সে তাহার মাকে গালি দিল, (এইভাবে যেন সে অপর ব্যক্তির মা–বাপকে গালি দিয়া নিজেই নিজের মা–বাপকে গালি দেওয়াইল)। (মুসলিম)

٢٨٨-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّىْ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب من لعنه النبى ﷺ ...، رقم:٦٦١٩

২৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হইতে অঙ্গিকার লইতেছি; আপনি উহার বিপরীত

করিবেন না, আর উহা এই যে, আমি একজন মানুষ মাত্র। অতএব যে কোন মুমিনকে আমি কষ্ট দিয়া থাকি, তাহাকে গালিগালাজ করিয়া থাকি, অভিশাপ করিয়া থাকি, মারধোর করিয়া থাকি, আপনি এই সবকিছুকে ঐ মুমিনের জন্য রহমত, গুনাহ হইতে পবিত্রতা এবং আপনার এমন নৈকট্যলাভের ওসীলা বানাইয়া দিন যাহার কারণে আপনি তাহাকে কিয়ামতের দিন আপন নৈকট্য দান করিবেন। (মুসলিম)

٢٨٩-عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ. رواه الترمذى، باب ما جاء فى الشتم، رقم:١٩٨٢

২৮৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মৃতদেরকে গালিগালাজ করিও না, কেননা ইহার দ্বারা তোমরা জীবিত লোকদেরকে কষ্ট দিবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, মৃতদেরকে গালি দেওয়ার কারণে তাহাদের প্রিয়জনদের কষ্ট হইবে। আর যাহাকে গালি দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

٢٩٠-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ رواه أبوداؤد، باب فى النهى عن سب الموتى، رقم:٤٩٠٠

২৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন মুসলমান মৃতদের গুণাবলী বয়ান কর এবং তাহাদের দোষসমূহ বয়ান করিও না। (আবু দাউদ)

٢٩١-عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخارى، باب من كانت له مظلمة عند الرجل ...،

২৯১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন মানুষের

উপর আপন (অন্য মুসলমান) ভাইয়ের ইজ্জত-আবরুর সহিত সম্পর্কিত অথবা অন্য কোন জিনিসের সহিত সম্পর্কিত যদি কোন হক থাকে তবে উহা আজকেই ঐ দিন আসার আগে মাফ করাইয়া লইবে যেদিন না কোন দীনার হইবে, না কোন দেরহাম (সেইদিন সমস্ত হিসাব, নেকী ও গুনাহের দ্বারা হইবে। অতএব) যদি এই জুলুমকারীর নিকট কিছু নেক আমল থাকে তবে তাহার জুলুমের পরিমাণ নেক আমল লইয়া মজলুমকে দিয়া দেওয়া হইবে। যদি তাহার নিকট নেকী না থাকে তবে মজলুমের এই পরিমাণ গুনাহ তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

٢٩٢-عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ. (وهو بعض الحديث)

رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٢/٢

২৯২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম সুদ হইল আপন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত নষ্ট করা। (অর্থাৎ তাহার ইজ্জতের ক্ষতি করা, উহা যে কোনভাবে হউক, যেমন গীবত করা, তুচ্ছ মনে করা, লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি।) (তাবারানী, জামে সগীর)

ফায়দাঃ মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, যেভাবে সুদের মধ্যে অন্যের মাল নাজায়েয তরীকায় লইয়া তাহার ক্ষতি করা হইয়া থাকে, এমনিভাবে মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার মধ্যে তাহার মান-মর্যাদার ক্ষতি করা হইয়া থাকে। আর যেহেতু মুসলমানের ইজ্জত ও মানমর্যাদা তাহার ধন-সম্পদ হইতে বেশী সম্মানের জিনিস, এই জন্য ইজ্জত-আবরু নষ্ট করাকে নিকৃষ্টতম সুদ বলা হইয়াছে। (ফয়জুল কাদীর, বযলুল মজহুদ)

٢٩٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِيْ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

(الحديث) رواه أبو داود، باب في الغيبة، رقم:٤٨٧٧

২৯৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্য হইতে একটি বড় গুনাহ হইল, কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করা। (আবু দাউদ)

٢٩٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ. رواه

أحمد وفيه: أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ١٨١/٤

২৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর (খাদ্যদ্রব্যের) মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য উহা আটকাইয়া রাখিল সে গুনাহগার। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٩٥-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ. رواه ابن ماجه، باب الحكرة والجلب، رقم:٢١٥٥

২৯৫. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যবস্তু গুদামজাত করিয়া রাখে অর্থাৎ প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও বিক্রয় না করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর কুষ্ঠরোগ ও অভাব চাপাইয়া দেন। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ গুদামজাতকারী ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের প্রয়োজনের সময় মূল্য বাড়িবার অপেক্ষায় খাদ্যবস্তু আটকাইয়া রাখে, যখন সাধারণভাবে উহা পাওয়া না যায়। (মাজাহেরে হক)

٢٩٦-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ. رواه مسلم، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ...، رقم:٣٤٦٤

২৯৬. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেন মুমেনের ভাই। ঈমানওয়ালার জন্য জায়েয নয় যে আপন ভাইয়ের দামদস্তুরের উপর সে দামদস্তুর করে। এমনিভাবে আপন ভাইয়ের বিবাহের পয়গামের উপর নিজ বিবাহের পয়গাম দেয়। অবশ্য প্রথম পয়গামের পর যদি তাহাদের কথা শেষ হইয়া গিয়া থাকে তবে পয়গাম পাঠাইবার মধ্যে কোন অসুবিধা নাই। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ দামদস্তুরের উপর দামদস্তুর করার কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে—তন্মধ্যে একটি এই যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে বেচাকেনা হইয়া গেল, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রেতাকে এই বলা যে, তাহার সহিত বেচাকেনা বাদ দিয়া আমার সহিত বেচাকেনা করিয়া লও। (নববী)

লেনদেনের বিষয়ে আমলের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট জানিয়া লওয়া চাই।

বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়ার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি কোথাও বিবাহের পয়গাম দিল এবং মেয়েপক্ষ এই পয়গামের প্রতি ঝুঁকিয়াছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য (যদি এই পয়গাম সম্পর্কে তাহার জানা থাকে—)এই মেয়েকে বিবাহের পয়গাম দেওয়া চাই না।

(ফতহুল মুলহিম)

٢٩٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح ....، رقم:٢٨٠

২৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করিবে, সে আমাদের মধ্য হইতে নয়।

(মুসলিম)

٢٩٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلٰى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. رواه البخاري، باب قول النبي ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم:٧٠٧٢

২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন আপন মুসলমান ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কেননা তাহার জানা নাই যে, হইতে পারে শয়তান তাহার হাত হইতে অস্ত্র টানিয়া লইবে এবং (ঐ অস্ত্র ইশারার মধ্য দিয়া কোন মুসলমান ভাইয়ের শরীরে যাইয়া লাগে এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ) সেই (ইশারাকারী) ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়া পড়ে। (বোখারী)

٢٩٩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: مَنْ أَشَارَ إِلٰى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. رواه مسلم، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، رقم:٦٦٦٦

২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের দিকে লোহা অর্থাৎ হাতিয়ার দ্বারা ইশারা করে তাহার উপর ফেরেশতাগণ ততক্ষণ পর্যন্ত লা'নত করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে (লোহা দ্বারা ইশারা করা) ছাড়িয়া না দেয় ; যদিও সে তাহার সহোদর ভাইই হউক না কেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজেরসহোদর ভাইয়ের দিকে লোহা দ্বারা ইশারা করে তবে উহার অর্থ এই নয় যে, সে তাহাকে কতল করা অথবা ক্ষতি করার ইচ্ছা রাখে ; বরং ইহা ঠাট্টা–বিদ্রূপই হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফেরেশতাগণ তাহার উপর লা'নত পাঠাইতে থাকেন। এই এরশাদের উদ্দেশ্য হইল, কোন মুসলমানের উপর ইশারা করিয়াও অস্ত্র অথবা লোহা উঠানো কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দেওয়া।

(মাজাহেরে হক)

٣٠٠-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ. رواه مسلم، باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا، رقم:٢٨٤

৩০০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খাদ্যের স্তূপের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি আপন হাত মোবারক ঐ স্তূপের ভিতরে ঢুকাইলেন। ফলে হাতে কিছুটা আর্দ্রতা অনুভূত হইল। তিনি খাদ্যবস্তুর বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আর্দ্রতা কিভাবে আসিল? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার উপর বৃষ্টির পানি পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ভিজা খাদ্যবস্তুকে স্তূপের উপর কেন রাখিলে না, যাহাতে ক্রেতাগণ ইহা দেখিতে পারিত। যে ব্যক্তি ধোকা দিল সে আমার নয় অর্থাৎ আমার অনুসরণকারী নয়। (মুসলিম)

٣٠١-عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. رواه أبوداوٗد، باب الرجل يذب عن عرض أخيه، رقم:٤٨٨٣

৩০১. হযরত মুয়ায ইবনে আনাস জুহানী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইজ্জত–আবরুকে মুনাফেকের অনিষ্ট হইতে বাঁচায় আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন একজন ফেরেশতা নিয়োগ করিবেন, যে ফেরেশতা তাহার গোশত অর্থাৎ শরীরকে (দোযখের আগুন হইতে) বাঁচাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বদনাম করিবার জন্য তাহার উপর কোন অপবাদ লাগায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নামের পুলের উপর কয়েদ করিবেন ; অবশেষে (শাস্তি পাইয়া) অপবাদ আরোপের (গুনাহের ময়লা) হইতে পাকসাফ হইয়া যাবে। (আবু দাউদ)

٣٠٢-عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن، مجمع الزوائد٨/١٧٩

৩০২. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার ইজ্জত–সম্মান রক্ষা করে, (যেমন গীবতকারীকে গীবত হইতে বিরত রাখে) আল্লাহ তায়ালা নিজ জিম্মায় লইয়াছেন যে, তাহাকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٠٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد٦/٤٤٩

৩০৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বাধা প্রদান করে আল্লাহ

তায়ালা নিজ জিম্মায় লইয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি হইতে জাহান্নামের আগুন হটাইয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٠٤-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ أَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. رواه أبوداوٗد، باب في الرجل يعين على خصومة.....، رقم:٣٥٩٧

৩০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ তায়ালার দণ্ডসমূহের মধ্য হইতে কোন দণ্ড জারী করিবার বিষয়ে বাধা হইয়া যায় (যেমন তাহার সুপারিশের কারণে চোরের হাত কাটা যায় নাই) সে আল্লাহ তায়ালার সহিত মোকাবিলা করিল। যে ব্যক্তি অন্যায়ের উপর আছে জানিয়াও ঝগড়া করে সে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঝগড়া না ছাড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি মুমেন সম্পর্কে এমন খারাপ কথা বলে যাহা তাহার মধ্যে নাই আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখীদের পুঁজ ও রক্তের কাদার মধ্যে রাখিবেন ; অবশেষে সে নিজের অপবাদের শাস্তি পাইয়া ঐ গুনাহ হইতে পবিত্র হইবে। (আবু দাউদ)

٣٠٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوٰى هٰهُنَا، وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم.....، رقم:٦٥٤١

৩০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একে অপরকে হিংসা করিও না, বেচাকেনার মধ্যে বেচাকেনার নিয়ত ছাড়া শুধু

ধোকা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত কথা বলিও না, একজন অপরজনের সহিত বিদ্বেষ রাখিও না, একজন অপরজন হইতে মুখ ফিরাইও না এবং তোমাদের মধ্য হইতে কেহ অপরজনের দামদস্তুরের উপর দামদস্তুর করিও না। তোমরা আল্লাহর বান্দা সাজিয়া ভাই ভাই হইয়া যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। ভাই ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং (যদি অপর কোন ব্যক্তি) তাহার উপর জুলুম করে তবে তাহাকে অসহায় করিয়া রাখে না, তাহাকে তুচ্ছ মনে করে না। (এই কথা বলিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সীনা মোবারকের দিকে ইশারা করিয়া তিনবার এরশাদ করিলেন) তাকওয়া এখানে থাকে। মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। মুসলমানের রক্ত, তাহার মাল, তাহার ইজ্জত–আবরু অপর মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ অর্থাৎ, 'তাকওয়া এখানে থাকে' ইহার অর্থ এই যে, তাকওয়া যাহা আল্লাহ তায়ালার ভয় ও আখেরাতের হিসাবের ফিকিরের নাম। উহা দিলের ভিতরগত অবস্থা এমন জিনিস নয় যাহা কোন ব্যক্তি চোখে দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, এই ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া আছে অথবা নাই। এইজন্য কোন মুসলমানের অধিকার নাই যে, সে অপর মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করিবে। কে জানে যাহাকে বাহ্যিক জ্ঞানে তুচ্ছ মনে করা হইতেছে, তাহার অন্তরে তাকওয়া থাকিতে পারে এবং সে আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় ইজ্জতওয়ালা হইতে পারে। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٠٦-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ. رواه أبوداود، باب في الحسد، رقم:٤٩٠٣

৩০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হিংসা হইতে বাঁচ, হিংসা মানুষের নেকীসমূহকে এমনভাবে খাইয়া ফেলে যেমন আগুন লাকড়িকে খাইয়া ফেলে অথবা বলিয়াছেন, ঘাসকে খাইয়া ফেলে। (আবু দাঊদ)

٣٠٧-عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ٣١٦/١٣

৩০৭. হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য আপন ভাইয়ের লাঠি (অর্থাৎ এইরূপ ক্ষুদ্র জিনিসও) তাহার সম্মতি ব্যতীত লওয়া জায়েয নয়। (ইবনে হিব্বান)

٣٠٨-عَنْ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا. (الحديث) رواه أبوداود، باب من يأخذ الشيء من مزاح، رقم:٥٠٠٣

৩০৮. হযরত ইয়াযীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সামান, ঠাট্টা–বিদ্রূপ করিয়া অথবা প্রকৃতই (অনুমতি ব্যতীত) লইয়া যাইও না। (আবু দাঊদ)

٣٠٩-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلٰى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا. رواه أبوداود، باب من يأخذ الشيء من مزاح، رقم:٥٠٠٤

৩০৯. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, তাঁহারা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন সাহাবীর ঘুম আসিয়া গেল। অপর এক ব্যক্তি যাইয়া (ঠাট্টাস্বরূপ) তাহার রশিটি লইয়া লইলেন। (যখন ঘুমন্ত সাহাবীর চোখ খুলিল এবং নিজের রশিটি দেখিলেন না,) তখন পেরেশান হইয়া গেলেন। ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা হালাল নয় যে, সে কোন মুসলমানকে ভয় দেখাইবে। (আবু দাঊদ)

٣١٠-عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. رواه النسائي، باب تعظيم الدم، رقم:٣٩٩٥

৩১০. হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনকে কতল করা আল্লাহ তায়ালার নিকট সারা দুনিয়া খতম হইয়া যাওয়া হইতেও বেশী মারাত্মক। (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, দুনিয়া খতম হইয়া যাওয়া মানুষের নিকট যেমন মারাত্মক, আল্লাহ তায়ালার নিকট মুমিনকে কতল করা ইহা হইতেও বেশী মারাত্মক।

٣١١- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب الحكم فى الدماء، رقم:١٣٩٨

৩১১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, যদি আসমান ও জমিনবাসী সকলেই কোন মুমিনকে কতল করিবার মধ্যে শরীক হইয়া যায়, তবু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে অধঃমুখ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। (তিরমিযী)

٣١٢- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. رواه أبوداؤد، باب فى تعظيم قتل المؤمن، رقم:٤٢٧٠

৩১২. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক গুনাহ সম্পর্কে এই আশা আছে যে, আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিবেন ; একমাত্র ঐ ব্যক্তি(র গুনাহ) ব্যতীত, যে শিরক অবস্থায় মরিল অথবা ঐ মুসলমানের গুনাহ ব্যতীত যে কোন মুসলমানকে জানিয়া বুঝিয়া কতল করিল। (আবু দাঊদ)

٣١٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. رواه أبوداؤد، باب فى تعظيم قتل المؤمن، رقم:٤٢٧٠ سنن أبى داؤد، طبع دار الباز، مكة

৩১৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমেনকে কতল করিল এবং তাহাকে কতল করিবার উপর খুশী প্রকাশ করিল আল্লাহ তায়ালা না তাহার ফরজ এবাদত কবুল করিবেন, না নফল এবাদত। (আবু দাঊদ)

٣١٤- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ، قَالَ: فَقُلْتُ أَوْ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. رواه مسلم، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم:٧٢٥٢

৩১৪. হযরত আবু বাকরা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যখন দুই মুসলমান নিজ নিজ তরবারি লইয়া একজন অপরজনের সম্মুখে আসে (এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজনকে কতল করিয়া দেয়) তখন কতলকারী ও নিহত দুইজনই (দোযখের) আগুনে জ্বলিবে। হযরত আবু বাকরা (রাযিঃ) বলেন, আমি অথবা অন্য কেউ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কতলকারী দোযখে যাইবে ইহা তো স্পষ্ট কথা কিন্তু নিহত ব্যক্তি (দোযখে) কেন যাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, এইজন্য যে, সেও তো আপন সাথীকে কতল করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। (মুসলিম)

٣١٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ. رواه البخاري، باب ما قيل فى شهادة الزور، رقم:٢٦٥٣

৩১৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল (যে, উহা কি কি?), তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর সহিত শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কতল করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (বোখারী)

٣١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللّٰهِ،

وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ٠٠٠٠، رقم:٢٧٦٦

৩১৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি ধ্বংসাকারী গুনাহ হইতে বাঁচ। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সাত গুনাহ কি কি? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাহাকেও কতল করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল খাওয়া, (নিজের জান বাঁচানোর জন্য) জেহাদের মধ্যে ইসলামী লশকরের সঙ্গ ছাড়িয়া ভাগিয়া যাওয়া এবং সতী–সাধ্বী ঈমানওয়ালী ও মন্দ বিষয় সম্পর্কে বেখবর নারীদের উপর যিনার অপবাদ দেওয়া। (বোখারী)

٣١٧-عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب لا تظهر الشماتة لأخيك، رقم:٢٥٠٦

৩১৭. ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি আপন ভাইয়ের কোন মুসীবতের উপর খুশী প্রকাশ করিও না, হইতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহম করিয়া তাহাকে মুসীবত হইতে নাজাত দিয়া দিবেন। আর তোমাকে মুসীবতে লিপ্ত করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

٣١٨-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوا: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، باب في وعيد من عير أخاه بذنب، رقم:٢٥٠٥

৩১৮. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইকে কোন এমন গুনাহের উপর লজ্জা দিল, যে

গুনাহ হইতে সে তৌবা করিয়া ফেলিয়াছে, তবে এই লজ্জাদাতা ততক্ষণ পর্যন্ত মরিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ঐ গুনাহের মধ্যে লিপ্ত না হইবে। (তিরমিযী)

٣١٩-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب بيان حال إيمان ٠٠٠٠، رقم:٢١٦

৩১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইকে 'হে কাফের!' বলিল, তখন কুফর এই দুইজনের মধ্য হইতে একজনের দিকে অবশ্যই ফিরিবে। যদি সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই কাফের হইয়া গিয়া থাকে যেমন সে বলিয়াছে তবে ঠিক আছে, নচেৎ কুফর স্বয়ং যে বলিয়াছে তাহার দিকে ফিরিয়া আসিবে। (মুসলিম)

٣٢٠-عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ! وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان حال إيمان ٠٠٠٠، رقم:٢١٧

৩২০. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও 'কাফের' অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলিয়া ডাকিল অথচ সে এমন নয়, তবে তাহার এই কথাটি স্বয়ং তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (মুসলিম)

٣٢١-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ. رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٨/١٤١

৩২১. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি আপন ভাইকে 'হে কাফের' বলিল, তখন ইহা তাহাকে কতল করার মত হইল। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٢-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في اللعن والطعن، رقم:٢٠١٩

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের জন্য মুনাসেব নয় যে, লানতকারী হইবে। (তিরমিযী)

٣٢٣-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٠

৩২৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বেশী বেশী লানতকারীগণ কেয়ামতের দিন না (গুনাহগারদের জন্য) সুপারিশকারী হইতে পারিবে, আর না (নবীগণের তবলীগের) সাক্ষী হইতে পারিবে। (মুসলিম)

٣٢٤-عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ...، رقم: ٣٠٣

৩২৪. হযরত ছাবেত ইবনে জাহ্হাক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের উপর লা'নত করা (গুনাহ হিসাবে) মুমেনকে কতল করার মত। (মুসলিম)

٣٢٥-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ. رواه أحمد وفيه: شهر بن حوشب وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٧٦/٨

৩২৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম বান্দা তাহারা, যাহাদিগকে দেখিয়া আল্লাহ তায়ালা স্মরণে আসে। আর নিকৃষ্টতম বান্দা হইল চোগলখোর, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং যাহারা আল্লাহ তায়ালার সৎ ও নিষ্কলুষ বান্দাদেরকে কোন গুনাহ অথবা কোন পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٦-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ. (الحديث) رواه البخاري، باب الغيبة ...، رقم: ٦٠٥٢

৩২৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এরশাদ করিলেন, এই দুই কবরবাসীর উপর আযাব হইতেছে এবং এই আযাব কোন বড় জিনিসের কারণে হইতেছে না, (যাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা মুশকিল হইত।) তাহাদের মধ্য হইতে একজন তো পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিত না। আর অপরজন চোগলখুরী করিত। (বোখারী)

٣٢٧-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ. رواه أبوداود، باب فى الغيبة، رقم: ٤٨٧٨

৩২৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আমি মেরাজে গেলাম তখন আমি এমন কিছু লোকের উপর দিয়া অতিক্রম করিলাম, যাহাদের নখ তামার ছিল। এই নখ দ্বারা তাহারা নিজ নিজ চেহারা ও সিনা আঁচড়াইয়া জখম করিতেছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, এই সমস্ত লোক মানুষের গোশত খাইত অর্থাৎ মানুষের গীবত করিত ও তাহাদের ইজ্জত–সম্মান নষ্ট করিত। (আবু দাঊদ)

٣٢٨-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَارْتَفَعَتْ رِيْحٌ مُنْتِنَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: أَتَدْرُوْنَ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ؟ هٰذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٧٢/٨

৩২৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এমন সময় একপ্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, জান এই দুর্গন্ধ কিসের? এই দুর্গন্ধ ঐ সমস্ত লোকের যাহারা মুসলমানদের গীবত করে।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٢٩-عَنْ أَبِىْ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٥/٣٠٦

৩২৯. হযরত আবু সা'দ ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গীবত করা যিনা হইতে বেশী মারাত্মক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গীবত করা যিনা হইতে বেশী মারাত্মক কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মানুষ যদি যিনা করিয়া ফেলে অতঃপর তওবা করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। কিন্তু গীবতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মাফ না করে যাহার সে গীবত করিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাকে মাফ করা হয় না। (বায়হাকী)

٣٣٠-عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا-تَعْنِىْ قَصِيْرَةً- فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّىْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا. رواه أبوداؤد، باب فى الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

৩৩০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, বাস্ আপনার জন্য তো সফিয়্যার খাট হওয়া যথেষ্ট। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি এমন একটি বাক্য বলিয়াছ যদি ইহাকে সমুদ্রের পানির সাথে মিলাইয়া দেওয়া হয় তবে এই বাক্যের তিক্ততা সমুদ্রের সমগ্র লবণাক্ততার উপর প্রবল যাইবে। হযরত আয়েশা

(রাযিঃ) ইহাও বলেন যে, একবার আমি তাহার সম্মুখে এক ব্যক্তির কোন কথা বা কাজ নকল করিয়া দেখাইলাম। তখন তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে এত এত অর্থাৎ অনেক বেশী সম্পদও যদি দেওয়া হয় তবু আমি পছন্দ করি না যে, কাহারও নকল করিয়া দেখাইব। (আবু দাউদ)

٣٣١-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ، فَقَدْ بَهَتَّهُ. رواه مسلم، باب تحريم الغيبة، رقم: ٦٥٩٣

৩৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান যে, গীবত কাহাকে বলে? সাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই বেশী জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, আপন (মুসলমান) ভাইয়ের (অনুপস্থিতিতে তাহার) সম্পর্কে এমন কথা বলা যাহা তাহার অপছন্দ হয় (ইহাই গীবত)। কেহ আরজ করিল, আমি যদি আমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করি যাহা বাস্তবিকই তাহার মধ্যে আছে, (তবে ইহাও কি গীবত হইবে?) তিনি এরশাদ করিলেন, যদি ঐ দোষ যাহা তুমি বর্ণনা করিতেছ, তাহার মধ্যে থাকে তবে তুমি তাহার গীবত করিলে, আর যদি ঐ দোষ (যাহা তুমি বর্ণনা করিতেছ উহা) তাহার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাহার উপর অপবাদ আরোপ করিলে।

(মুসলিম)

٣٣٢-عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ امْرَأً بِشَىْءٍ لَيْسَ فِيْهِ لِيَعِيْبَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللّٰهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَأْتِىَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٤/٣٦٣

৩৩২. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও বদনাম করিবার জন্য এইরূপ দোষ বর্ণনা করে যাহা তাহার মধ্যে নাই তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিবেন ; যতক্ষণ না সে ঐ দোষ প্রমাণ করিবে। (আর সে উহা কিভাবে প্রমাণ করিবে?) (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٣٣-عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلٰى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلْدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوْهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَانًا. رواه أحمد ٤/١٤٥

৩৩৩. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বংশ এমন কোন জিনিস নয় যাহার কারণে তোমরা কাহাকেও খারাপ বলিতে পার এবং লজ্জা দিতে পার। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। তোমাদের উদাহরণ ঐ সা' (অর্থাৎ পরিমাপের পাত্রে)র মত যাহাকে তোমরা পরিপূর্ণ কর নাই অর্থাৎ কেহই তোমাদের মধ্যে পূর্ণ নও। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। (তোমাদের মধ্য হইতে) কাহারও উপর কাহারো শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অবশ্য দ্বীন ও নেক আমলের কারণে একজনের উপর অপরজনের ফযীলত আছে। মানুষের (খারাপ হওয়ার) জন্য ইহা অনেক যে, সে অসভ্য, অহেতুক কথা বলনেওয়ালা, কৃপণ ও কাপুরুষ হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

٣٣٤-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنُوْا لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ -أَوْ تَرَكَهُ- النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ. رواه أبوداود، باب في حسن العشرة، رقم:٤٧٩١

৩৩৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাহিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এই লোক নিজ গোত্রের মধ্যে অত্যন্ত খারাপ মানুষ। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, তাহাকে আসিতে অনুমতি দাও। যখন সে আসিয়া গেল, তখন তিনি তাহার সহিত নম্রভাবে কথাবার্তা বলিলেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ঐ ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত নম্রভাবে কথা বলিয়াছেন অথচ প্রথমে আপনি তাহারই সম্পর্কে

বলিয়াছিলেন (যে, সে নিজ গোত্রের খুব খারাপ লোক)। তিনি এরশাদ করিলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম স্তরে ঐ ব্যক্তি থাকিবে যাহার খারাপ কথার কারণে মানুষ তাহার সহিত মেলামেশা ছাড়িয়া দেয়। (আবু দাঊদ)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুক ব্যক্তি সম্পর্কে দোষজনিত যে শব্দগুলি বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া এবং ঐ ব্যক্তির ধোকা হইতে লোকদেরকে বাঁচানো। অতএব ইহা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি আসিবার পর নম্রভাবে যে কথাবার্তা বলিলেন, ইহা এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল যে, এইরূপ লোকদের সহিত আচরণ কিভাবে করা চাই। ইহাতে তাহার সংশোধনের দিকটিও ছিল।

(মাজাহেরে হক)

٣٣٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ. رواه أبوداود، باب في حسن العشرة، رقم:٤٧٩٠

৩৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেন সাদাসিধা, ভদ্র হয়, আর ফাসেক ধোঁকাবাজ ও অভদ্র হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, মুমেনের স্বভাবে ধোকা ও ষড়যন্ত্র থাকে না। সে মানুষকে কষ্ট পৌঁছানো ও তাহাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা হইতে নিজের স্বভাবগত ভদ্রতার কারণে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে ফাসেকের স্বভাবে ধোকা, ষড়যন্ত্র থাকে। ফেতনা ফাসাদ ছড়ানোই তাহার অভ্যাস হয়। (তরজমানুস সুন্নাহ)

٣٣٦-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ آذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللّٰهَ. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن، فيض القدير ٦/١٩

৩৩৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তায়ালাকে কষ্ট দিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিল। (তাবারানী, জামে সগীর)

٣٣٧-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ. رواه مسلم، باب في الألد الخصم، رقم:٦٧٨٠

৩৩৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় ব্যক্তি সে যে অত্যন্ত ঝগড়াটে। (মুসলিম)

٣٣٨-عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في الخيانة والغش، رقم:١٩٤١

৩৩৮. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করিল অথবা তাহাকে ধোঁকা দিল সে অভিশপ্ত। (তিরমিযী)

٣٣٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلٰى أُنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَتُوْا، فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث خيركم من يرجى خيره ....، رقم:٢٢٦٣

৩৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কিছু সংখ্যক লোক বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিব না যে, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ কে এবং খারাপ কে? হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকিলেন। তিনি তিন বার একই এরশাদ করিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন, আমাদের মধ্যে ভাল কে এবং খারাপ কে? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ সে যাহার নিকট ভাল আশা করা হয় এবং তাহার দ্বারা খারাপের আশংকা না থাকে আর তোমাদের মধ্যে সবচাইতে খারাপ মানুষ সে, যাহার দ্বারা

ভালর আশা না থাকে এবং সবসময় খারাপের আশংকা লাগিয়া থাকে। (তিরমিযী)

٣٤٠-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. رواه مسلم، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن ....، رقم:٢٢٧

৩৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে দুইটি কথা কুফরের রহিয়াছে—বংশের ব্যাপারে দোষারোপ করা আর মৃতদের উপর বিলাপ করা। অর্থাৎ চিৎকার করিয়া কান্নাকাটি করা। (মুসলিম)

٣٤١-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في المراء، رقم:١٩٩٥

৩৪১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজের ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিও না এবং না তাহার সহিত (এইরূপ) ঠাট্টা কর (যাহার দ্বারা তাহার কষ্ট হয়) এবং না এমন ওয়াদা কর যাহা পুরা করিতে পার না। (তিরমিযী)

٣٤٢-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه مسلم، باب خصال المنافق، رقم:٢١١

৩৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুনাফেকের তিনটি আলামত রহিয়াছে, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন উহা পূরণ করে না, আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে। (মুসলিম)

٣٤٣-عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ. رواه البخاري، باب ما يكره من النميمة، رقم:٦٠٥٦

৩৪৩. হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, চোগলখোর

জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, চোগলখোরীর অভ্যাস ঐ সমস্ত মারাত্মক গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যাহা জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে বাধা হয়। কোন ব্যক্তি এই খারাপ অভ্যাস সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হাঁ, যদি আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে কাহাকেও মাফ করিয়া দেন অথবা এই অন্যায়ের শাস্তি দিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন তবে উহার পর জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٤٤-عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ"

[الحج: ٣٠،٣١]. رواه أبوداود، باب فى شهادة الزور، رقم:٣٥٩٩

৩৪৪. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায পড়িলেন। যখন তিনি (নামায হইতে) অবসর হইলেন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ তায়ালার সহিত শরীক করার সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কথা তিনি তিনবার এরশাদ করিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ এই—মূর্তি পূজার অপবিত্রতা হইতে বাঁচ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে বাঁচ। একান্তভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হইয়া তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, মিথ্যা সাক্ষ্য শিরক ও মূর্তিপূজার মত দুর্গন্ধময় গুনাহ। আর ঈমানওয়ালাদের ইহা হইতে এমনভাবে বাঁচিবার চেষ্টা করা চাই যেমন শিরক ও মূর্তিপূজা হইতে বাঁচা হয়। (মাআরেফুল হাদীস)

٣٤٥-عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكٍ. رواه مسلم، باب وعيد من اقتطع حق مسلم....، رقم:٣٥٣

৩৪৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খাইয়া কোন মুসলমানের কোন হক লইয়া লইল, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তির জন্য দোযখ ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন এবং জান্নাত তাহার উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও উহা কোন সামান্য জিনিসও হয় (তবুও কি এই শাস্তি হইবে)? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও পিলু (গাছে)র একটি ডালও হয়। (মুসলিম)

٣٤٦-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

رواه البخارى، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، رقم:٢٤٥٤

৩৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সামান্য জমিনও অন্যায়ভাবে লইয়া লয়, কিয়ামতের দিন তাহাকে এই জমিনের কারণে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসাইয়া দেওয়া হইবে। (বোখারী)

٣٤٧-عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. (وهو جزء من الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار، رقم:١١٢٣

৩৪৭. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করিল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

٣٤٨-عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُوْذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. رواه مسلم، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار....، رقم:٢٩٣

৩৪৮. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এইরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন,

না তাহাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন, না তাহাদেরকে গুনাহ হইতে পবিত্র করিবেন ; বরং তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার পড়িলেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এইসব লোক তো অকৃতকার্য হইল এবং ক্ষতির মধ্যে পড়িল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইসব লোক কাহারা? তিনি এরশাদ করিলেন, যাহারা নিজেদের লুঙ্গি (টাখনুর নীচে) লটকাইয়া রাখে, যাহারা এহসান করিয়া খোটা দেয় এবং যাহারা মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেদের মাল বিক্রয় করে। (মুসলিম)

٣٤٩-عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوْكَهُ ظُلْمًا أُقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤/٤٣٦

৩৪৯. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মনিব নিজের গোলামকে অন্যায়ভাবে মারপিট করিবে, কেয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ কর্মচারীদেরকে মারপিট করাও এই ধমকির মধ্যে দাখেল রহিয়াছে। (মাআরেফুল হাদীস)

মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধকে দূর করা

কুরআনের আয়াত

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার রশি (দ্বীনকে) মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ ও পরস্পর মতবিরোধ করিও না। (আলি ইমরান)

হাদীস শরীফ

٣٥٠-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا: بَلٰى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ٢٥٠٩

৩৫০. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে নামায রোযা ও সদকা-খয়রাত হইতে উত্তম মর্তবার জিনিস বলিয়া দিব না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই এরশাদ করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, পরস্পর একতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা পরস্পর মতানৈক্য (দ্বীনকে) মুণ্ডাইয়া দেয়। অর্থাৎ যেমন ক্ষুর দ্বারা মাথার চুল একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায় ; তদ্রূপ পরস্পর লড়াই ঝগড়ার দ্বারা দ্বীন খতম হইয়া যায়। (তিরমিযী)

٣٥١-عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمٰى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ. رواه أبوداود، باب في إصلاح ذات البين، رقم: ٤٩٢٠

৩৫১. হযরত হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আপন মা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্ধি করাইবার জন্য এক পক্ষ হইতে অপর পক্ষকে বানোয়াট কথা পৌঁছায় সে মিথ্যা বলে নাই অর্থাৎ তাহার মিথ্যা বলার গুনাহ হইবে না। (আবু দাউদ)

٣٥٢-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا.

(وهو طرف من الحديث) رواه أحمد وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٨/٣٣٦

৩৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মহান

সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জান, পরস্পর একে অপরকে মহব্বতকারী দুই মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু হয় না যে, তাহাদের মধ্য হইতে কেউ কোন গুনাহ করিয়া বসে।
(মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥٣-عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. رواه مسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام ..... ، رقم:٦٥٣٢

৩৫৩. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, আপন মুসলমান ভাইকে তিন রাত্রের বেশী (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) ছাড়িয়া রাখে ; এইভাবে যে, উভয়ের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন একজন এইদিকে মুখ ফিরাইয় লয় আর অপরজন ঐদিকে মুখ ফিরাইয়া লয়। এই দুইজনের মধ্যে উত্তম হইল সে, যে (মিলমিশ করিবার জন্য) প্রথমে সালাম করে। (মুসলিম)

٣٥٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ. رواه أبوداؤد، باب في هجرة الرجل أخاه، رقم:٤٩١٤

৩৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিল এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল সে জাহান্নামে যাইবে।
(আবু দাউদ)

٣٥٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ. زَادَ أَحْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ. رواه أبوداؤد، باب في هجرة الرجل أخاه، رقم:٤٩١٢

৩৫৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুমেনের জন্য জায়েয নয় যে, আপন মুসলমান ভাইকে (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) তিন দিনের বেশী ছাড়িয়া রাখে। অতএব, যদি তিন দিন অতিবাহিত হইয়া যায় তবে আপন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সালাম করিয়া লওয়া চাই। যদি সে সালামের জওয়াব দিয়া দিল তবে সওয়াবের মধ্যে উভয়ই শরীক হইয়া গেল। আর যদি সে সালামের জওয়াব না দিল, তবে সে গুনাহগার হইল। আর সালামকারী সম্পর্কছিন্নতা(র গুনাহ) হইতে বাহির হইয়া গেল।
(আবু দাউদ)

٣٥٦-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. رواه أبوداؤد، باب في هجرة الرجل أخاه، رقم:٤٩١٣

৩৫৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নাই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে (সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) তাহাকে তিনদিনের বেশী ছাড়িয়া রাখিবে। অতএব, যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন তিনবার তাহাকে সালাম করিবে। যদি সে একবারও সালামের জওয়াব না দেয় তবে সালামকারীর (তিনদিন সম্পর্ক ছিন্ন করার) গুনাহও সালামের জওয়াব না দেনেওয়ালার জিম্মায় হইয়া গেল। (আবু দাউদ)

٣٥٧-عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوْنُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين ١٢/٤٨٠

৩৫৭. হযরত হিসাম ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নাই যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার উপর কায়েম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা হক ও সত্য হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। এই দুইজনের মধ্য হইতে যে (সন্ধি করিবার জন্য) প্রথম অগ্রসর হইবে তাহার এই অগ্রসর হওয়া তাহার বিচ্ছিন্নতার গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। অতঃপর যদি এই অগ্রগামী ব্যক্তি সালাম করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি সালাম কবুল না করে অর্থাৎ জওয়াব না দেয় তবে সালামকারীকে ফেরেশতাগণ জওয়াব দিবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শয়তান জওয়াব দিবে। যদি সেই (পূর্ব) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুইজন মারা যায় তবে না জান্নাতে দাখেল হইবে, না জান্নাতে একত্র হইবে। (ইবনে হিব্বান)

٣٥٨-عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ فِى النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/١٣١

৩৫৮. হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখিবে, (যদি এই অবস্থায় মারা গেল) তবে সে জাহান্নামে যাইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতে যদি তাহার সাহায্য করেন (তবে দোযখ হইতে বাঁচিয়া যাইবে)। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥٩-عَنْ أَبِىْ خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ. رواه أبوداوُد، باب فى هجرة الرجل أخاه، رقم:٤٩١٥

৩৫৯. হযরত আবু খিরাশ সুলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি (অসন্তুষ্টির কারণে) আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে এক বৎসর পর্যন্ত মিলামিশা ছাড়িয়া রাখিল সে যেন তাহাকে খুন করিল। অর্থাৎ পুরা বৎসর সম্পর্ক ছিন্ন রাখার গুনাহ এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করার গুনাহ কাছাকাছি। (আবু দাউদ)

٣٦٠-عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ. رواه مسلم، باب تحريش الشيطان ....، رقم:٧١٠٣

৩৬০. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, শয়তান এই বিষয় হইতে তো নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, আরব দ্বীপে মুসলমানগণ তাহার পূজা করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের মাঝে ফেতনা ও ফাসাদ ছড়ানো এবং তাহাদিগকে পরস্পর উসকানি দানের ব্যাপারে নিরাশ হয় নাই। (মুসলিম)

٣٦١-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِىْ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَاِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِى ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِىءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا. رواه مسلم، باب النهى عن الشحناء، رقم:٦٥٤٦

৩৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বান্দাদের আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক না করে মাফ করিয়া দেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি এই মাফ হইতে বঞ্চিত থাকে যাহার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত শত্রুতা থাকে। (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফেরেশতাদেরকে) বলা হইবে, এই দুইজনকে বাদ রাখিয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর সন্ধি ও নিষ্পত্তি না করিয়া লয়, এই দুইজনকে বাদ রাখিয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পরস্পর সন্ধি ও নিষ্পত্তি না করিয়া লয়। (মুসলিম)

٣٦٢-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَطَّلِعُ اللّٰهُ إِلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد٨/١٢٦

৩৬২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ১৫ই শাবানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলুকের দিকে মনোযোগ দেন এবং সমস্ত মখলুকের মাগফেরাত করেন কিন্তু দুই ব্যক্তির মাগফেরাত হয় না,এক—শির্ককারী, দুই—ঐ ব্যক্তি যে কাহারও সহিত হিংসা রাখে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٦٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ أَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتّٰى يَتُوْبُوْا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، الترغيب ٣/٤٥٨

৩৬৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সোম ও বৃহস্পতিবার দিন (আল্লাহ তায়ালার দরবারে বান্দাদের) আমল পেশ করা হয়। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করা হয়, তৌবাকারীদের তৌবা কবুল করা হয় (কিন্তু) হিংসুকদেরকে তাহাদের হিংসার কারণে বাদ দিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ তাহাদের এস্তেগফার কবুল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই হিংসা হইতে তৌবা না করিয়া লয়। (তাবারানী, তারগীব)

٣٦٤-عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رواه البخاري، باب نصر المظلوم، رقم:٢٤٤٦

৩৬৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের সহিত সম্পর্ক একটি ইমারতের মত, যাহার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইলেন (এবং ইহা দ্বারা এই কথা বুঝাইলেন যে, মুসলমানদের এইভাবে পরস্পর একজন অপরজনের সহিত জুড়িয়া থাকা চাই) এবং একজন অপরজনের জন্য শক্তির ওসিলা হওয়া চাই। (বোখারী)

٣٦٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهِ. رواه أبوداود، باب فيمن خبب امرأة على زوجها، رقم:٢١٧٥

৩৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা গোলামকে তাহার মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয় সে আমাদের মধ্য হইতে নয়। (আবু দাউদ)

٣٦٦-عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ. (الحديث) رواه الترمذي، باب في فضل صلاح ذات البين، رقم:٢٥١٠

৩৬৬. হযরত যুবাইর ইবনে আউয়াম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ তোমাদের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। ঐ রোগ হইল হিংসা–বিদ্বেষ, যাহা মুণ্ডাইয়া দেয়। আমি ইহা বলি না যে, মাথা মুণ্ডাইয়া দেয় বরং ইহা দ্বীনকে মুণ্ডাইয়া সাফ করিয়া দেয়। (অর্থাৎ এই রোগের কারণে মানুষের সচ্চরিত্র বরবাদ হইয়া যায়।) (তিরমিযী)

٣٦٧-عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الْغِلُّ، تَهَادَوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ. رواه الإمام مالك في الموطأ، ما جاء في المهاجرة ص ٧٠٦

৩৬৭. হযরত আতা ইবনে আবদুল্লাহ খোরাসানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, (ইহা দ্বারা) হিংসা খতম হইয়া যায়। পরস্পর একে অপরকে হাদিয়া দাও, ইহা দ্বারা পরস্পর মহব্বত পয়দা হয় ও দুশমনী দূর হয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

॥ ॥ ॥

মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ [البقرة:٢٦١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সমস্ত লোক নিজেদের মাল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে, তাহাদের (মালের) উদাহরণ হইল ঐ দানার মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, আর প্রত্যেকটি শীষে একশতটি করিয়া দানা রহিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন (তাহার মাল) বাড়াইয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা মহান দাতা, মহাজ্ঞানী। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ [البقرة:٢٧٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সমস্ত লোক নিজেদের মাল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে ; রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাহাদের জন্যই আপন রবের নিকট সওয়াব রহিয়াছে। আর তাহাদের না কোন ভয় আছে, না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا﴾ [الدهر:٨،٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং ঐ সমস্ত লোক খাবারের প্রতি আগ্রহ ও মুখাপেক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে, এতীমকে এবং কয়েদীকে খানা খাওয়াইয়া দেয়। তাহারা বলে, আমরা তো তোমাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়াইতেছি ; আমরা তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় ও শুকরিয়া চাই না। (দাহর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ [ال عمران:٩٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা কখনও নেকীর মধ্যে পূর্ণতা হাসিল করিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের প্রিয় জিনিস হইতে কিছু খরচ না করিবে। (আলি ইমরান)

হাদীস শরীফ

٣٦٨-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْزًا حَتّٰى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتّٰى يَرْوِيَهُ بَعَّدَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/١٢٩

৩৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইকে পেট ভরিয়া খানা খাওয়ায় ও পানি পান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নাম হইতে সাত খন্দক দূরে সরাইয়া দেন। দুই খন্দকের মাঝখানের দূরত্ব হইল পাঁচশত বৎসরের পথ। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

٣٦٩-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامَ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٣/٢١٧

৩৬৯. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খানা খাওয়ানো মাগফেরাত ওয়াজেবকারী আমলসমূহের মধ্য হইতে একটি। (বায়হাকী)

٣٧٠-عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ، أَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ

سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ. رواه أبو داؤد، باب فى فضل سقى الماء، رقم:١٦٨٢

৩৭০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কাপড় পরিধান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাওয়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের ফলসমূহ হইতে খাওয়াইবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করায় ; আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন খালেস শরাব পান করাইবেন যাহার উপর মোহর লাগানো থাকিবে।
(আবু দাউদ)

٣٧١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ: اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. رواه البخارى، باب إطعام الطعام من الإسلام، رقم:١٢

৩৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামে সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি ? এরশাদ করিলেন, খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করা। (বোখারী)

٣٧٢-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى فضل إطعام الطعام، رقم:١٨٥٥

৩৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাহমানের ইবাদত করিতে থাক, খানা খাওয়াতে থাক এবং সালামের প্রসার করিতে থাক, (এই সমস্ত আমলের কারণে) নিরাপদে জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে। (তিরমিযী)

٣٧٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. قَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! مَا الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ. رواه أحمد ٣/٣٢٥

৩৭৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হজ্জে মাবরূরের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী ! হজ্জে মাবরূর কি? এরশাদ করিলেন, (যে হজ্জের মধ্যে) খানা খাওয়ানো হয় এবং সালামের প্রসার করা হয়।
(মুসনাদে আহমাদ)

٣٧٤-عَنْ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ١/٢٣

৩৭৪. হযরত হানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, তখন আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন্ আমল জান্নাত ওয়াজিব করিয়া দেয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি ভাল কথা বলা ও খানা খাওয়ানোকে জরুরী করিয়া লও।
(মুস্তাদরাকে হাকেম)

٣٧٥-عَنِ الْمَعْرُوْرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: إِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ. رواه البخارى، باب المعاصى من أمر الجاهلية ......، رقم:٣٠

৩৭৫. মা'রূর (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর সহিত রাবাযা নামক স্থানে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও তাঁহার গোলাম একই

ধরনের পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমি তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে, কি ব্যাপার ; আপনি এবং আপনার গোলামের পোশাকে কোন পার্থক্য নাই?)। ইহার উপর তিনি এই ঘটনা বয়ান করিলেন যে, একবার আমি আমার গোলামকে গালিগালাজ করিলাম এবং এই প্রসঙ্গে আমি তাহার মায়ের কথা বলিয়া লজ্জা দিলাম। (এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল।) ইহার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু যর! তুমি কি তাহাকে মায়ের কথা দিয়া লজ্জা দিয়াছ? তোমার মধ্যে এখনও জাহেলিয়াতের আছর বাকী রহিয়াছে। তোমাদের অধীনস্থ (লোকেরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ বানাইয়াছেন। অতএব, যাহার অধীনে তাহার ভাই থাকে, তাহাকে উহাই খাওয়াবে যাহা সে নিজে খায় এবং উহাই পরিধান করাইবে যাহা সে নিজে পরিধান করে। অধীনস্থদের দ্বারা এমন কাজ লইবে না যাহা তাহাদের উপর বোঝা হইয়া যায়, আর যদি এইরূপ কাজ লও তবে তাহাদের সাহায্য কর। (বোখারী)

٣٧٦-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا. رواه مسلم، باب في سخائه ﷺ، رقم:٦٠١٨

৩৭৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এইরূপ কখনও হয় নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন জিনিস চাওয়া হইয়াছে আর তিনি উহা অস্বীকার করিয়া দিয়াছেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থাতেই সওয়ালকারী ব্যক্তির সামনে নিজ জবানে অস্বীকার করার শব্দ আনিতেন না। যদি তাঁহার নিকট কিছু থাকিত, তবে তৎক্ষণাৎ দান করিতেন, আর যদি দেওয়ার জন্য কিছু না থাকিত, তবে ওয়াদা করিতেন অথবা চুপ থাকিতেন অথবা মুনাসিব বাক্যের মাধ্যমে ওজর করিতেন অথবা দোয়া সম্বলিত বাক্য এরশাদ করিতেন। (মাজাহেরে হক)

٣٧٧-عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقنكم ....، رقم:٥٣٧٣

৩৭৭. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও, অসুস্থকে দেখিতে যাও এবং অন্যায়ভাবে যাহাকে কয়েদ করা হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করার চেষ্টা কর। (বোখারী)

٣٧٨-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوْدُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم:٦٥٥٦

৩৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন বলিবেন, হে আদমের সন্তান! আমি অসুস্থ হইয়াছি ; তুমি আমাকে দেখিতে যাও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনাকে দেখিতে যাইতাম ; আপনি রাব্বুল আলামীন (অসুস্থতার দোষ–ত্রুটি হইতে পবিত্র?) আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তুমি তাহাকে দেখিতে যাও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে যাইতে, তবে আমাকে তাহার নিকট পাইতে? হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চাহিয়াছি ; তুমি আমাকে খানা খাওয়াও নাই? বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে খানা খাওয়াইতাম, আপনি তো রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে খানা খাওয়াও নাই। তোমার কি জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাহাকে খানা খাওয়াইতে, তবে

উহার সওয়াব আমার নিকট পাইতে? হে আদমের সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। বান্দা আরজ করিবে, হে আমার রব! আমি আপনাকে কিভাবে পানি পান করাইতাম ; আপনি তো রাব্বুল আলামীন? আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে পান করাও নাই। যদি তুমি তাহাকে পানি পান করাইতে, তবে তুমি উহার সওয়াব আমার নিকট পাইতে। (মুসলিম)

٣٧٩-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا، فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ. رواه مسلم، باب إطعام المملوك مما ياكل...، رقم:٤٣١٧

৩৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও খাদেম রান্নার গরম ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার জন্য খানা তৈয়ার করে, অতঃপর সে তাহার নিকট লইয়া আসে, তখন মনিবের উচিত, সে যেন এই খাদেমকেও খানার মধ্যে নিজের সহিত বসায় এবং সেও খায়। যদি সেই খানা কম হয় (যাহা দুইজনের জন্য যথেষ্ট হয় না), তবে মনিবের উচিত, যেন খানা হইতে এক দুই লোকমা হইলেও এই খাদেমকে দিয়া দেয়। (মুসলিম)

٣٨٠-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى ثواب من كسا مسلما، رقم:٢٤٨٤

৩৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন কাপড় দান করে যতদিন তাহার গায়ে ঐ কাপড়ের একটি টুকরা পর্যন্ত বাকী থাকে ততদিন সে আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে থাকে। (তিরমিযী)

٣٨١-عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مُنَاوَلَةُ الْمِسْكِيْنِ تَقِىْ مِيْتَةَ السُّوْءِ. رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان والضياء وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢/٦٥٧

৩৮১. হযরত হারেছা ইবনে নোমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মিসকীনকে নিজ হাতে দেওয়া খারাপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে।
(তাবারানী, বায়হাকী, জামে সগীর)

-عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِيْنَ الَّذِىْ يُنَفِّذُ-وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِىْ- مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِىْ أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ. رواه مسلم، باب أجر الخازن الأمين ....، رقم:٢٣٦٣

৩৮৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্চী যে মালিকের হুকুম অনুযায়ী খুশী মনে যতটুকু মাল যাহাকে দিতে বলা হইয়াছে ততটুকু তাহাকে পুরাপুরিভাবে দিয়া দিবে, সেও মালিকের মত সদকাকারীর সওয়াব পাইবে। (মুসলিম)

-عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، رقم:٣٩٦٨

৩৮৫. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান গাছ লাগায়, অতঃপর উহা হইতে যতটুকু অংশ খাওয়া হয় উহা যে বৃক্ষ রোপণ করে তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। আর যাহা উহা হইতে চুরি হইয়া যায়

উহাও সদকা হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাতেও মালিকের সদকার সওয়াব হয়। আর যতটুকু অংশ হিংস্র জন্তু খাইয়া লয় উহাও তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। আর যতটুকু অংশ উহা হইতে পাখী খাইয়া লয়, উহাও তাহার জন্য সদকা হইয়া যায়। (মোটকথা এই যে,) যে কেহ ঐ গাছ হইতে সামান্য কিছুও ফল ইত্যাদি লইয়া কমাইয়া দেয় উহা ঐ বৃক্ষ রোপণকারীর জন্য সদকা হইয়া যায়। (মুসলিম)

-عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ. (الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده على شرط مسلم١١/٦١٥

৩৮৬. হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমিনকে চাষের উপযুক্ত করে ; ইহাতেও তাহার সওয়াব হইবে। (ইবনে হিব্বান)

-عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ، فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هٰذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه أحمد٦/٤٤٤

৩৮৭. হযরত কাসেম (রহঃ) বলেন যে, দামেশকে হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল। তখন হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) কোন চারা লাগাইতেছিলেন। এই ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)কে বলিল, আপনিও কি এই (দুনিয়াবী) কাজ করিতেছেন, অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী? হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, আমাকে তিরস্কার করার ব্যাপারে জলদি করিও না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি চারা লাগায় অতঃপর উহা হইতে কোন মানুষ অথবা আল্লাহ তায়ালার মখলুকের মধ্য হইতে কোন মখলুক খায়, তবে উহা তাহার (অর্থাৎ গাছ রোপণকারীর) জন্য সদকা হয়।

(মুসনাদে আহমাদ)

-عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذٰلِكَ الْغِرَاسِ. رواه أحمد٥/٤١٥

৩৮৮. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গাছ লাগায় অতঃপর সেই গাছে যত ফল ধরে, আল্লাহ তায়ালা উৎপাদিত ফল পরিমাণ সওয়াব তাহার জন্য লিখিয়া দেন। (মুসনাদে আহমদ)

-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. رواه البخاري، باب المكافأة في الهبة، رقم:٢٥٨٥

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া কুবল করিতেন এবং উহার বিনিময়ে (ঐ সময়ই অথবা পরে) নিজেও দিতেন। (বোখারী)

-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنٰى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. رواه أبوداود، باب في شكر المعروف، رقم:٤٨١٣

৩৮৮. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে হাদিয়া দেওয়া হয় যদি তাহার নিকটও দেওয়ার জন্য কিছু থাকে তবে বিনিময়ে ইহা হাদিয়াদাতাকে দিয়া দেওয়া চাই। আর যদি কিছু না থাকে তবে শুকরিয়া হিসাবে হাদিয়াদাতার প্রশংসা করা চাই। কেননা, যে প্রশংসা করিল সে শুকরিয়া আদায় করিয়া দিল। আর যে (প্রশংসা করিল না বরং অনুগ্রহের বিষয়কে) গোপন করিল, সে না–শোকরী করিল।

(আবু দাউদ)

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. (وهو جزء من الحديث) رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله ...، رقم:٣١١٢

৩৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দার দিলের মধ্যে কৃপণতা ও ঈমান কখনও একত্র হইতে পারে না। (নাসায়ী)

-عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في البخل، رقم:١٩٦٣

৩৯১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধোকাবাজ, কৃপণ ও যে ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয় জান্নাতে দাখেল হইবে না। (তিরমিযী)

॥ ॥ ॥